দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩২ ॥ ১৮ মে ২০২৪ ॥ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা ॥ ৯ জিলকদ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সংবাদ সম্মেলনে মেয়র তাপসের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেবেন সাঈদ খোকন

স্টাফ রিপোর্টার : এগিয়েছিল দক্ষিণ ঢাকা, স্মৃতির পাতায় ফিরে দেখা' শীর্ষক মিট দ্য প্রেস করবেন ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এ মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল শুক্রবার মোহাম্মদ সাঈদ খোকনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. জাহিদ আলম ইমন মিট দ্য প্রেসের বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি জানান, আগামীকালের মিট দ্য প্রেসে মোহাম্মদ সাঈদ খোকন মেয়র থাকা অবস্থায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন যেসব সফলতা অর্জন করেছেন তা ফের নগরবাসীর সামনে তুলে ধরবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এ শুক্রবার 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২২তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন -পিআইডি

দেশের মানুষই এখন আমার শক্তি : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দেশের জনগণকে সুন্দর ও উন্নত জীবন দিতে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে তাঁর দল দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবে বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, প্রতিবার নির্বাচনের সময় চক্রান্ত হয়, সেটা মোকাবেলা করে আমরা বেরিয়ে আসি। আমাদের তা ধরে রাখতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে যে অধিকারগুলো আদায় করেছিল, সেটা আমরা সমুন্নত করতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি গতকাল শুক্রবার সকালে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তাঁকে গণভবনে শুভেচ্ছা জানাতে আসা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন। '৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর ১৯৮১ সালের ১৭ মে দীর্ঘ প্রবাস জীবন কাটাতে বাধ্য হওয়া শেখ হাসিনা একরকম জোরকরেই দেশে ফিরে আসেন। এরআগে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এদিন বিকেল সাড়ে ৪টায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে তিনি ভারতের রাজধানী দিল্লী থেকে কোলকাতা হয়ে তৎকালীন ঢাকা কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। ঝড়-ঝাঞ্ঝা বিক্ষুদ্ধ সেই দিনে বৈরি আবহাওয়া উপেক্ষা করে লাখ লাখ জনতা তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানায়। তিনি যখন দেশে ফেরেন তখন যুদ্ধাপরাধি এবং জাতির পিতার হত্যাকারিরা ক্ষমতায় ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাঁর পাশে ছিল বাংলাদেশের জনগণ। তিনি জানতেন তাঁকেও তাঁর বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের ২-এর পাতায় দেখুন

বাস্তবতা বিবেচনা করে অর্থনীতিবিদদের পরিকল্পনা প্রণয়নের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় জনগণ ও বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য দেশের অর্থনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি অর্থনীতিবিদদের কাছে এটাই প্রত্যাশা করি দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে আপনারা আপনাদের পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করবেন। গতকাল শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২২তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন-২০২৪' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। বিদেশীর পরামর্শ এখানে ফলপ্রসূ হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোন একজন দু'একদিনের জন্য দেশে এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবে, ওই উপদেশ আমাদের কাজে লাগবে না। কাজে লাগবে নিজের চোখে দেখা এবং মানুষের জন্য করা।এটাই কাজে লাগবে। শেখ হাসিনা বলেন, হ্যাঁ বাইরে থেকে আমরা শিখবো কিন্তু, করার সময় নিজের দেশকে দেখে করবো, মানুষকে দেখে করবো। আমাদের কী সম্পদ আছে সেটা দেখে করবো। গবেষণা আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, আমি অর্থনীতি সমিতিকে বলবো আপনারা গবেষণা করছেন, আমাদের গবেষণা দরকার। আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ২-এর পাতায় দেখুন

ভারত চীন রাশিয়া বেলারুশ রাজশাহীর আম নিতে আগ্রহী : কৃষিমন্ত্রী

রাজশাহী প্রতিনিধি : ভারত, চীন, রাশিয়া ও বেলারুশ রাজশাহীর আম নিতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুস শহীদ। তিনি বলেছেন, দ্রুতই চীনের একটি প্রতিনিধি দল রাজশাহীর আম দেখতে আসবে। এই দলটির সঙ্গে ঠিকমত কথা বলে আমের সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য কিছু কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন তিনি। গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টায় রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কুমরপুর গ্রামে কৃষকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এদিন মন্ত্রী বিশ্ব ব্যাংক, বেসরকারি সংস্থার ডাসকো, কোকাকোলা বাংলাদেশ লিমিটেড ও ও সিনজেনটার সহযোগিতায় একটি বাগানে উন্নত প্রযুক্তিতে আম চাষ পরিদর্শনে আসেন। এই সভায় কৃষিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাইকেল জন ওয়েবস্টের ও কোকাকোলা বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জু-উন নাহার চৌধুরী। বক্তব্য দেন গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বেলাল উদ্দিন সোহেল। এর আগে বাগান পরিদর্শনকালে কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ সাংবাদিকদের বলেন, এবার আমের উৎপাদন কম হয়েছে। তাই আম নিয়ে সিন্ডিকেট হতে পারে। এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। কৃষক যেন সঠিক মূল্য পান, সেটাই লক্ষ্য। সিন্ডিকেট আমরা হতে দেব না। এর আগে মন্ত্রী গোদাগাড়ীর বিজয়নগর এলাকায় পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে ধান চাষ পরিদর্শন করেন। এরপর সোনাদীঘি এলাকায় তিনি নার্সারিতে উন্নত প্রযুক্তিতে চারা উৎপাদন পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। এ সময় মন্ত্রীর সাথে কৃকৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রাশেদ খান মেননের জন্মদিন আজ, দেবেন একক বক্তব্য

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন ৮১ বছরে পা দিচ্ছেন আজ শনিবার। দলের প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। এই উপলক্ষে শনিবার বিকাল ৪টায় সেগুনবাগিচা সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্রে (সেগুনবাগিচা কাঁচাবাজারের উপরে ২০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ের ৪র্থ তলায়) 'তারুণ্যের সান্নিধ্যে সমকালীন রাজনীতি' প্রসঙ্গে একক বক্তব্য দেবেন তিনি। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৯৪৩ সালের ১৮ মে রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম রাশেদ খান মেননের। পিতার কর্মস্থল ফরিদপুরে জন্ম হলেও তার গ্রামের বাড়ি বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার বাহেরচর ক্ষুদ্রকাঠিতে। তার পিতা ছিলেন স্পিকার ও বিচারপতি ২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের রূপান্তরের রূপকার শেখ হাসিনা : ওবায়দুল কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে মুক্তিযুদ্ধের হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধের প্রত্যাবর্তন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের গত ৪৪ বছরে সবচেয়ে সাহসী রাজনীতিকের নাম শেখ হাসিনা, সবচেয়ে বিচক্ষণ নেতার নাম শেখ হাসিনা, সবচেয়ে দক্ষ প্রশাসকের নাম শেখ হাসিনা, সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার নাম শেখ হাসিনা, সবচেয়ে সফল কূটনীতিকের নাম শেখ হাসিনা। তিনি আরও বলেন, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে যে পরিবর্তন হয়েছে সেই পরিবর্তনের রূপান্তরের রূপকার শেখ হাসিনা। আজকে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন দৃশ্যমান তা শেখ হাসিনার ম্যাজিক। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, জাহাঙ্গীর কবির নানক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ, মাহবুব উল আলম হানিফ, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, ডা. দীপু মনি, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম। এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন শহীদ আলতাফ মাহমুদের কন্যা শাওন মাহমুদ, শহীদ বুদ্ধিজীবী ডাক্তার আলিমের কন্যা ডাক্তার নুজহাত, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি বেনজির আহমেদ, দক্ষিণের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, ঢাকা মজানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান প্রমুখ।

ইআরডিএফবির আলোচনা সভায় শেখ হাসিনার প্রসংশা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ছিনতাই হয়ে যাওয়া স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনেন তিনি। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে 'শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন-যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় সাফল্য' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সভার আয়োজন করে এডুকেশন, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (ইআরডিএফবি)। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. বদরুজ্জামান ২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপির সময় ঋণ খেলাপির তালিকা সবচেয়ে বড় ছিল : আইনমন্ত্রী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : বিএনপির সময় ঋণ খেলাপির তালিকা সবচেয়ে বড় ছিল বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক। তিনি আরও বলেন, বিএনপি তাদের শাসনামলে যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকার-আলবদরদের সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানের দালাল হয়ে বাংলাদেশের

জনগণকে শোষণ করত, অত্যাচার করত। এখন জনগণের যে উন্নয়ন হচ্ছে, তা মির্জা ফখরুলসহ বিএনপির সহ্য হচ্ছে না। সেজন্য তাদের মাথা খারাপ হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আখাউড়া উপজেলার ধরখার ইউনিয়নের কৃষ্ণনগর গ্রামে বনগজ- কৃষ্ণনগর সড়কের তিতাস নদীর ওপর নির্মাণাধীন ব্রিজের কাজ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। এসময় মন্ত্রীর সঙ্গে আখাউড়া পৌরসভার মেয়র তাকজিল খলিফা কাজল, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান শেখ বোরহান উদ্দিন, উপজেলার আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম সামদানি ফেরদৌস, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মোমিন বাবুল, ধরখার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাফিকুল ইসলাম সাফিসসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুয়েতে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত সৈয়দ তারেক হোসেন

স্টাফ রিপোর্টার : কুয়েতে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে মেজর জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেনকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গতকাল শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মেজর জেনারেল তারেক ১৯৮৯ সালে কমিশন লাভ করেন। সামরিক কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে স্টাফ ও কমান্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের সিনিয়র ডিরেক্টর স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সমগ্র কর্মজীবনে তার প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে আছে বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির কমান্ড্যান্ট, ১৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি, ৪৪ এবং ৭২ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার। ২-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর বুকে যেন এক সবুজ শ্যামলের ছায়া সুনিবিড় স্থান শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান। অনন্য এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি রাজধানী ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত। ১৯৩৮ সালে "দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট" নামে প্রতিষ্ঠিত কৃষি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে টুঙ্গিপাড়া আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ। গতকাল শুক্রবার সকালে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানান টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আবুল বশার খায়ের ও সাধারণ সম্পাদক মো. বাবুল শেখের নেতৃত্বে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। এ সময় সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন তারা। পবিত্র ফাতেহা পাঠ করে বঙ্গবন্ধু, ৭৫ এর ১৫ আগস্টের শহীদ ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় মোনাজাতে অংশ নেন নেতৃবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ ২-এর পাতায় দেখুন

ঝুঁকি বিবেচনায় এআই আইন করার হবে

স্টাফ রিপোর্টার : আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) একদিকে যেমন সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিচ্ছে, অপরদিকে মানুষদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। তাই ঝুঁকি বিবেচনায় এআই আইন করা হবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর ওসামনী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'ডিজিটাল উদ্ভাবন, টেকসই উন্নয়ন'। অনুষ্ঠানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেন, আধুনিক ও ভবিষ্যতমুখী প্রযুক্তিগুলো যেভাবে আমাদের জীবনকে সহজ করছে, একইভাবে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। এআই প্রযুক্তি একদিকে যেমন সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিচ্ছে, অপরদিকে কিন্তু আসল আর নকল চেনাটা দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে আমরা আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নির্দেশনায় আইনমন্ত্রীর নেতৃত্ব এআই আইন তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। যাতে এআই এর সম্ভাবনা আমাদের তরুণ উদ্ভাবক ও

উদ্যোক্তারা ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারে। তবে এটার যে ঝুঁকি সেটি মাথায় রেখে আমরা কিছু দিক নির্দেশনা দিতে পারি। এ সময় তিনি আরও দুটি আইন করার কথা জানিয়ে বলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নতুন টেলিকম আইন আমরা প্রণয়ন করবো। এ ছাড়া আমরা আমাদের নাগরিকদের জন্য ব্যক্তিগত ডাটা নিরাপত্তা আইন করতে যাচ্ছি। যাতে নাগরিকদের তথ্য সুরক্ষা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা হয়। বাংলাদেশে মেধার ঘাটতি নেই উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, দরকার একটু সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার। সেই সুযোগ তৈরি করে দিতে চেয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ ২-এর পাতায় দেখুন

রেশনিং ব্যবস্থা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি চাকরিজীবীরা রেশনিং ব্যবস্থা, বাসস্থানসহ অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা পান। কিন্তু দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা এমন অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত। তাই এই শিল্পের শ্রমিকদের বাঁচার মতো মজুরিসহ মর্যাদাপূর্ণ জীবন মানের কথা বিবেচনা করে শ্রমিকদের জন্য অনতিবিলম্বে রেশনিং ব্যবস্থা নিশ্চিত ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে আরএমজি ওয়ার্কার্স ফোরাম নামের একটি শ্রমিক সংগঠন। গতকাল শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে রেশনিং ব্যবস্থা নিশ্চিত ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করার দাবিতে আরএমজি ওয়ার্কার্স ফোরামের উদ্যোগে এ মানববন্ধন ও সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সমাবেশে ২-এর পাতায় দেখুন

কোরবানির এক মাস আগেই লাগামহীন মসলাসহ নিত্যপণ্যের বাজার

স্টাফ রিপোর্টার : কোরবানির ঈদের বাকি আরও প্রায় এক মাস। লাগামহীন নিত্যপণ্যের বাজারে স্বস্তি ফিরছে না। বরং দাম বাড়ছে প্রতিনিয়ত। এতে চাপে পড়েছে সাধারণ মানুষ। সরবরাহে খুব একটা ঘাটতি না থাকলেও বেশির ভাগ পণ্যের দাম উর্ধ্বমুখী। এ ছাড়া অস্থিরতা তৈরি হয়েছে ডিম ও মাংসের বাজারেও। এদিকে কোরবানির ঈদের বাকি আরও প্রায় এক মাস। এর মধ্যেই মসলার বাজার উর্ধ্বমুখী। এদিকে, আগের মতোই বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের সবজি। সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে এখনও চড়া মাছের দাম। বাজারে ডিমের হালি হাফ সেঞ্চুরি ছুঁয়েছে। পাড়া-মহল্লার দোকানে ৫৫ টাকা হালি ডিম বিক্রি হতে দেখা যাচ্ছে। যা গত সপ্তাহে ছিল ৪৫ টাকা। আর দুই সপ্তাহ আগে ৪০ টাকা। বিক্রেতারা জানান, তীব্র গরমের কারণে ব্যহত হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা। এতে বাজারে সরবরাহ ঘাটতি দেখা দেয়ায় দাম বাড়ছে পণ্যের। ক্রেতারা বলেন, এ বছর রোজার আগে থেকেই বেড়েছে পণ্যের দাম। কিন্তু ঈদের পরও সেই দাম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় চাপ বাড়ছে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের সংসারে। অসহায় ক্রেতাদের এখন চেয়ে

চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ব্যবসায়ীরাও বুঝে গেছে, দাম বাড়ালেও পণ্য কিনবে সাধারণ মানুষ। তাই খেয়াল-খুশিমতো দাম বাড়াচ্ছে পণ্যের। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, বাজারে সবজির চড়া দাম প্রায় তিন-চার সপ্তাহ ধরে। এক কেজি বেগুনের দাম এখন ১০০ থেকে ১২০ টাকা। কাকরোল-বরবটিরও ১০০ থেকে ১২০ টাকা। এমনকি সস্তা দামে পরিচিত পেঁপের কেজিও এখন ৮০ টাকা। সবজির বাজার ছাড়াও বাড়তি উত্তাপ দেখা গেছে সব ধরনের মাছ, সোনালি মুরগি, পেঁয়াজ, আদা, রসুনের দামে। অন্যান্য পণ্যও ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শনিবার ॥ ১৮ মে ২০২৪ ॥ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা

শরিয়াহ-ভিত্তিক ব্যাংকের আমানত কমেছে, কিন্তু ঋণ বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে অনেকেই জীবিকানির্বাহের তাগিদে ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন। আবার অনিয়মের মাধ্যমে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হচ্ছে ঋণ। ব্যাংক খাতে সুশাসনের অভাব, নানা অব্যবস্থাপনা, দখল, কেলেঙ্কারি আর লুটপাটের খবর আসছে প্রতিদিনই। এমন পরিস্থিতিতে গ্রাহকের মধ্যে এক ধরনের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। ফলে ব্যাংক খাতে কমে গেছে আমানত। তবে, আমানত কমলেও বেড়েছে ঋণের পরিমাণ। 'ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স স্ট্যাটিস্টিকস' শীর্ষক বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণ ১০,৮৬৬ কোটি টাকা বেড়েছে, যেখানে ডিসেম্বর ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে তাদের আমানত কমেছে ৫,৩৮৫ কোটি টাকা। শুধুমাত্র জানুয়ারিতেই এসব ব্যাংকে আমানত ৮,৮৩২ কোটি টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ৩,৭৫,৩০৪ কোটি টাকা, যেখানে ঋণ বিতরণ ৩,৬৪২ কোটি টাকা বেড়ে ৪,৪৯,০৭৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে, আমানত ৩,৪৪৭ কোটি টাকা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঋণ বিতরণ ৭,২২৪ কোটি টাকা বেড়েছে। দেশে ১০টি পূর্ণাঙ্গ শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক রয়েছে। এই ব্যাংকগুলো হলো ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ, আল আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক, সোস্যাল ইসলামি ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামি ব্যাংক এবং আইসিবি ইসলামি ব্যাংক। তাদের মধ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচটি ব্যাংকের সম্মিলিতভাবে তাদের চলতি অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৪,২২৪ কোটি টাকা ঋণাত্মক ব্যালেন্স ছিল। তাদের বর্তমান অ্যাকাউন্টে কোন টাকা না থাকা সত্ত্বেও, এই ব্যাংকগুলি এখনও লেনদেন পরিচালনা করছে, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা বা লাইফলাইন দিয়ে বেঁচে আছে। ভয়াবহ পরিস্থিতি উপেক্ষা করে এসব ব্যাংক ঋণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অস্পষ্ট মনিটরিংয়ের প্রশ্ন তুলেছে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হুসাইন বলেন, ব্যাংকিং খাতে আমানতের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ইসলামি ব্যাংকগুলো আমানত হ্রাস পেয়েছে, যা আমানতকারীদের মধ্যে আস্থার সংকটের ইঙ্গিত দেয়। কয়েকটি ইসলামি ব্যাংকে ঋণ নিয়ে নানা অনিয়ম নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশের পর আমানতকারীরা আস্থা হারিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে কিছু ইসলামি ব্যাংক গুরুতর তারল্য সমস্যার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নিয়মিত ঋণ নিয়ে কাজ করছে। হোসেইন এই ব্যাংকগুলির অন্যায়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য এবং তাদের ঋণ কার্যক্রম বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সমালোচনা করেছিলেন, যাতে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, তাদের অসদাচরণ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে। দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সামগ্রিক আমানতে শরিয়াহ-ভিত্তিক ব্যাংকগুলির বাজার শেয়ার ২০২৪ সালের জানুয়ারির শেষে ২৩.৫৬ শতাংশে নেমে

৭-এর পাতায় দেখুন

১০টি শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক

ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ, আল আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক, সোস্যাল ইসলামি ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামি ব্যাংক এবং আইসিবি ইসলামি ব্যাংক

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৩৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) কে এন রায় নিয়তি জানান, গ্রেপ্তারদের কাছ থেকে ৯৩টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৩৮.৫ গ্রাম হেরোইন, ২ কেজি ৩৫০ গ্রাম গাঁজা, ৪৮ বোতল ফেনসিডিল ও ৭৯ লিটার বিদেশি জব্দ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ডিএমপির থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

তীব্র দাবদাহে চার বিভাগে হিট অ্যালার্টের সতর্কতা

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশে কয়েক দিন ধরে চলছে গরমের দাপট। এতে জনজীবনে নেমে এসেছে অস্বস্তি। এ অবস্থায় আবারও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জারি করা হয়েছে হিট অ্যালার্টের সতর্কতা। গতকাল শুক্রবার বিকেলে আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হকের স্বাক্ষর করা সতর্কবার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, ঢাকা বিভাগের পশ্চিমাঞ্চলসহ রংপুর, রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। এ পরিস্থিতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা অব্যাহত থাকতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে। এর আগে গত বুধবার (১৫ মে) সন্ধ্যায় রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে ৪৮ ঘণ্টার হিট অ্যালার্ট জারি করা হয়। এ ছাড়া গত এপ্রিলে বেশ কয়েকবার তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে হিট অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল। এর আগে আবহাওয়ার এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারী ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তিবিরাজ করতে পারে। তবে সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, সেইসাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

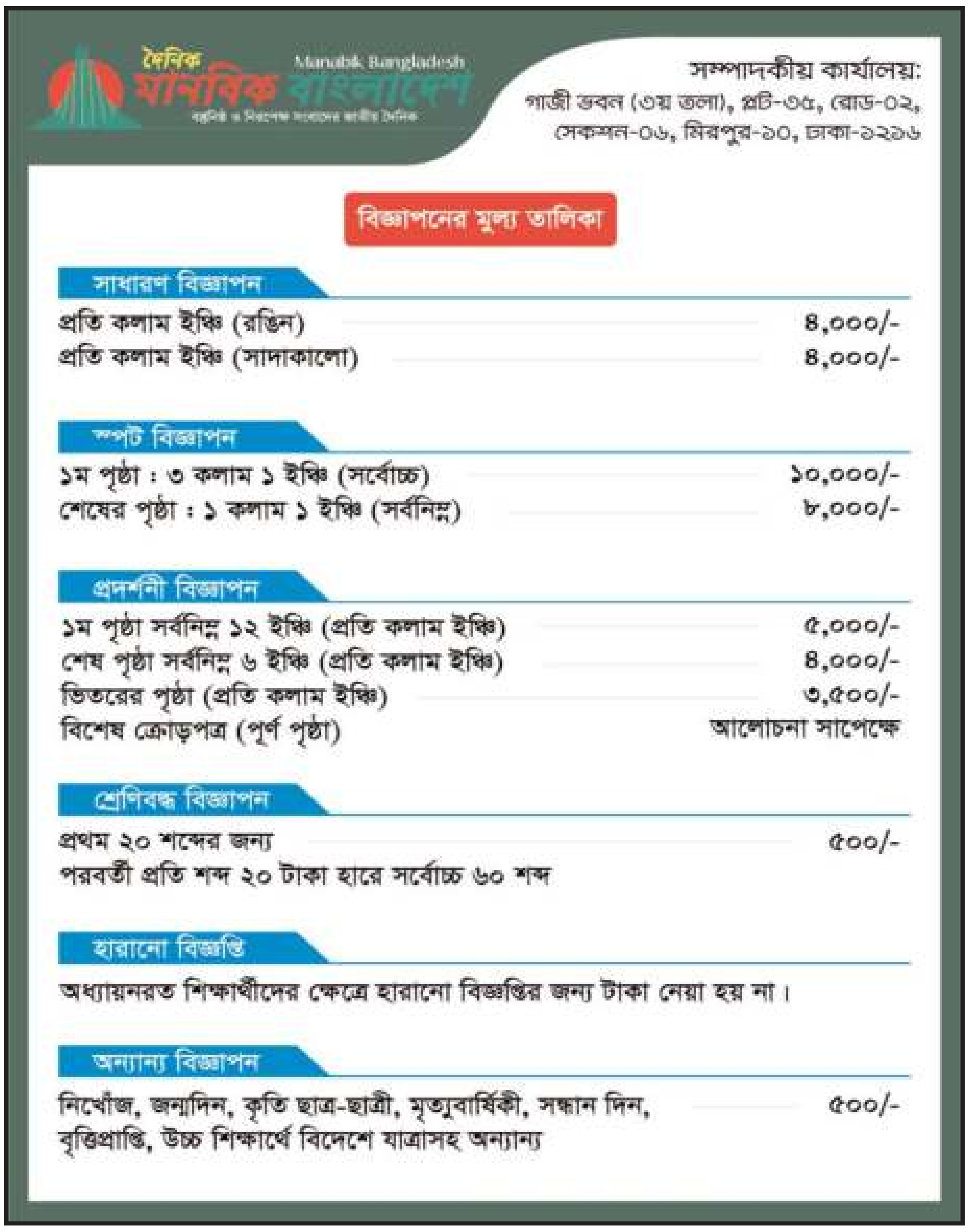

বিনিময়ের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি আরও ঋদ্ধ হবে: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছে, বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিনিময়ের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি আরও ঋদ্ধ হবে। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে জাপানিজ কৃষ্টি, শিক্ষাদীক্ষা চর্চা ও অনুশীলন করতে পারলে আমাদের সংস্কৃতি আরও মার্জিত হবে। তিনি আরও বলেন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতির উপাদানগুলোর প্রদর্শনী বাড়ানো গেলে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও জোরদার হয়। গতকাল শুক্রবার কেরানীগঞ্জে হামিদুর রহমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও জাপান দূতাবাসের যৌথ আয়োজনে ক্যালিগ্রাফি কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই ক্যালিগ্রাফি কর্মসূচির মাধ্যমে জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গভীরতর হবে। সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক অভিব্যক্তি বিনিময় বাড়বে। তা ছাড়া অংশগ্রহণকারীরা এই কর্মসূচির মাধ্যমে জাপানি ক্যালিগ্রাফির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারবে। ক্যালিগ্রাফি করতে একাগ্রতা ও স্থির হতে হয়, যার মাধ্যমে নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ক্যালিগ্রাফি কর্মশালার মাধ্যমে এই গুণটাও অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ছড়িয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

মেডিকেলের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু ৫ জুন

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোর এমবিবিএস প্রথম বর্ষের ক্লাস আগামী ৫ জুন থেকে শুরু হচ্ছে বলে জানা গেছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. মো. মহিউদ্দিন মাতুব্বর স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে ২০২৩-২০২৩ শিক্ষাবর্ষ এমবিবিএস কোর্সের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস আগামী ৫ জুন ২০২৪ তারিখ থেকে শুরু হবে। এ বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত ৯ ফেব্রুয়ারি। ফল প্রকাশ করা হয় ১১ ফেব্রুয়ারি। ২০২৩-২৪ সেশনের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার পাস করেন মোট ৪৯ হাজার ৯২৩ জন। পাসের হার ৪৭ দশমিক ৮৩ শতাংশ। এ বছর মোট এক লাখ চার হাজার ৩৭৪ ভর্তিচ্ছু আবেদন করেন। এর মধ্যে এক

৭-এর পাতায় দেখুন

১৭ মে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার দিন: নাছিম

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাছিম বলেছেন, 'এই দিবসটি একটি ঐতিহাসিক দিন। বাঙালি জাতির উন্নয়ন অগ্রগতি, গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজাকার, খুনি মোস্তাকদের হাত থেকে দেশকে ফিরিয়ে আনার দিন।' গতকাল শুক্রবার বিকালে তেজগাঁওয়ের জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪৪তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভার বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর সকল ষড়যন্ত্র থেকে ফিরিয়ে আনার দিবস এটি। আমরা বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষকে এগিয়ে নিয়ে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছি। জাতীর পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি।' এই চলার পথ এতো সহজ নয়, সাবলীল নয় উল্লেখ করে

৭-এর পাতায় দেখুন

পুলিশকে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ-সুবিধা ব্যয় নয়, বিনিয়োগ : আইজিপি

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি : বাংলাদেশে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেছেন, 'দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দায়িত্ব পালন করছে পুলিশ। বর্তমানে পুলিশের সব ধরনের সক্ষমতা আছে। নির্বাচনসহ যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ আমরা পেশাদারিত্বের সঙ্গে পালন করতে পারছি। সুনামগঞ্জসহ সারাদেশে উপজেলা নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে।' গতকাল শুক্রবার দুপুরে সুনামগঞ্জ পুলিশ অফিস অফিসার্স মেস ভবনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন, পুলিশ হাসপাতালে স্থাপিত পুলিশ ল্যাব এবং সুনামগঞ্জ শহর পুলিশ ফাঁড়ির অভ্যন্তরে নবনির্মিত চার তলা বিশিষ্ট

৭-এর পাতায় দেখুন

ডোনাল্ড লু'কে নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ বিএনপির

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু'র বাংলাদেশ সফরের সময় প্রথম আলো ও ইনডিপেন্ডেন্ট টিভি চ্যানেল তার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বিএনপির বরাত দিয়ে সাংবাদিকরা যে প্রশ্ন করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে অসত্য, বিভ্রান্তিকর এবং ভিত্তিহীন। বিএনপিকে হেয় করতেই এ ধরণের অবান্তর প্রশ্ন করা হয়েছে বলে মনে করছেন দলটির শীর্ষ নেতারা। গতকাল শুক্রবার দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়। বিবৃতিতে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, 'প্রশ্নে বলা হয়েছে- 'বাংলাদেশের একটি বিরোধী দল-বিএনপি অভিযোগ করেছে যে, ভারতের মধ্যস্থতায় প্রভাবিত হয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের অবস্থান নরম করেছে'। কিন্তু বাস্তবে বিএনপির কোন পর্যায়ের নেতাই কখনো কোথাও এ ধরণের মন্তব্য করেননি বা বক্তব্য দেননি। এ ধরণের মনগড়া বক্তব্য প্রকাশ করা বড় ধরণের ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে। প্রথম আলো এবং ইনডিপেন্ডেন্ট টিভির মতো বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের এ ধরণের অবাস্তব প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুনামকে ক্ষুণ্ন করে।' বিএনপি মনে করে বর্তমানে দেশের জনগণ ভয়াবহ দুঃশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির নেতাকর্মীরা জীবনবাজী রেখে, জেল-জুলুম-নিপীড়ণ-নির্যাতন সহ্য করে দেশের মানুষের অধিকার আদায়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করছে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, জনগণের অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিএনপি বদ্ধপরিকর। বিএনপির বরাত দিয়ে যে বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন করা হয়েছে তা সমীচিন নয়। এটি জনমণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। উল্লিখিত অসত্য ও মনগড়া বক্তব্যটির প্রতিবাদ জানাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি।

৭-এর পাতায় দেখুন

২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক গড় আয়ু ৫ বছর বাড়বে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের বৈশ্বিক গড় আয়ু পাঁচ বছর বাড়বে। তবে একই সঙ্গে মোটা হওয়া ও উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগও বাড়বে। নতুন এক গবেষণা এমন তথ্য জানানো হয়েছে। গবেষণায় একদিকে যেমন গড় আয়ু বাড়ার বিষয়ে ভালো খবর দেওয়া হয়েছে, তেমনি কয়েকটি রোগ বাড়বে ও মানুষকে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে বলেও জানানো হয়েছে। এই রোগের মধ্যে অন্যতম হলো মোটা হওয়া ও উচ্চ রক্তচাপ। দ্য ল্যানসেট পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে ভবিষ্যতের জীবনযাপনের অনেকটাই পরিবর্তন হবে। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যাট্রিকস অ্যান্ড অ্যাভিকশনের প্রধান গবেষক ও বৈজ্ঞানিক লিয়ানে ওং জানিয়েছেন, মানুষের মধ্যে আসক্তি ও মোটা হওয়ার প্রবণতা দুইই বাড়বে।

গবেষকদলের মতে, বিশ্বজুড়েই মানুষের আয়ু বাড়বে। পুরুষদের গড় আয়ু ৭১ দশমিক এক থেকে ৭৬ দশমিক দুই হবে ও নারীদের গড় আয়ু ৭৬ দশমিক দুই থেকে ৮০ দশমিক পাঁচ হবে। গবেষক সংস্থার

৭-এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সন্ত্রাসী তৎপরতার তথ্য পেলেই অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার আরাফাত ইসলাম বলেছেন, কক্সবাজারের টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘিরে আরসা ও অন্যান্য সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর বিষয়ে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সন্ত্রাসী তৎপরতার তথ্য পেলেই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর কারওয়ানবাজার র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। আরাফাত ইসলাম বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মূর্তিমান আতঙ্ক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আরসা। তারা অপহরণ, লুণ্ঠন, হত্যাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত। ইতোপূর্বে নানা অভিযানে এ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ১১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া, বিপুল বিস্ফোরক ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। র‍্যাবের অব্যাহত নজরদারি ও তৎপরতায় আরসা নেতৃত্বশূন্য হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে পাশের দেশের অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনায় আমাদের দেশে অস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রবেশ করছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এমন তথ্যের ভিত্তিতেইলাল পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর এ তৎপরতা নিষ্ক্রিয় করার জন্য স্থানীয় থানাসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে আমাদের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। আমাদের গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত আছে, যখনই তথ্য পাচ্ছি অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

দেশে প্রথম ইঞ্জিন ও কোচ ঘোরানো 'টার্ন টেবিল' নির্মাণ

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : ব্রিটিশ আমলের প্রযুক্তি সড়িয়ে দেশেই তৈরি হলো প্রথম টার্ন টেবিল। ফলে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে লালমনিরহাট রেল বিভাগের। ব্রিটিশ আমলে তৈরি করা লালমনিরহাটে রেলের ইঞ্জিন ও কোচ ঘোরানোর টার্ন টেবিলটি প্রায় তিন দশক আগে বিকল হলে তা ব্যবহার বন্ধ করে রেলওয়ে বিভাগ। তাই ইঞ্জিন বা কোচ ঘোরানোর জন্য ঢাকায় যেতে হত। লালমনিরহাট রেলওয়ে স্টেশনের সিক লাইন এলাকায় প্রস্তুত এ টার্ন টেবিলটি উদ্বোধন হলে সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হবে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে দপ্তর সূত্র জানায়, রেলের কোচ বা ইঞ্জিনকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর টার্ন টেবিলের ওপর রেখে ঘোরানো হয়। এতে বাঁ দিকের চাকা ডান দিকে, ডান দিকের চাকা বাঁ দিকে চলে যায়।

৭-এর পাতায় দেখুন

বাজারে অপরিপক্ব লিচু খেলে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি

স্টাফ রিপোর্টার : ফলের প্রধান মাস জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। এ সময়ে আম, লিচু, কাঁঠাল, আনারস, তরমুজ ও পেয়ারা বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু এসব দেশীয় সুস্বাদু ফল পরিপক্ব হওয়ার আগেই বাজারে আসছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফার আশায় বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করে ফল পাকিয়ে বিক্রি করছে। যা মানবদেহের জন্য মারাত্মক হুমকি। এসব অপরিপক্ব ফল খেলে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে বলে জানালেন চিকিৎসক ও কৃষি কর্মকর্তারা। কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০ মে থেকে মোজাফফর লিচু, ২৭ মে থেকে বোম্বাই ও চায়না লিচু পাড়ার দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৫ মে থেকে গুটি আম, ২৫ মে থেকে রানিপছন্দ এবং ৩০ মে থেকে ক্ষীরশাপাতি আম পাড়ার দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ তার আগেই দিনাজপুরের হিলি বাজারের বিভিন্ন স্থানে লিচু বিক্রি করতে দেখা গেছে। দাম বেশি তাই অধিক মুনাফার আশায় অপরিপক্ব লিচু বেচাকেনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা। হিলির চুনহাটির মোড়ে লিচু বিক্রি হতে দেখা যায়। এর আগের দিন পুরাতন সোনালি ব্যাংক মোড়ে লিচু বিক্রি করেছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অতিরিক্ত মুনাফার আশায় মোজাফফর ও মাদ্রাজি লিচু আগেভাগেই গাছ থেকে পেড়েছেন চাষিরা। তারা বাগান থেকে কিনে বিক্রি করছেন। ১০০ মাদ্রাজি লিচু ৩০০ এবং মোজাফফর ৩৫০ টাকায় বিক্রি করছেন। গত এক সপ্তাহ ধরে এই ফল বিক্রি করছেন তারা। কোথাকার লিচু জানতে চাইলে চুনহাটির মোড়ের লিচু বিক্রেতা সবুজ হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'পাঁচবিবি উপজেলার চাষিরা বাড়তি লাভের আশায় এসব লিচু গাছ থেকে পেড়েছেন। এখনও ভালোভাবে রঙ আসেনি। পরিপক্ব হয়নি। হালকা লাল রঙ হয়েছে। নতুন ফল হিসেবে বাজারে চাহিদা থাকায় ১০০ লিচু ১৮০ টাকা দরে কিনেছি। এর সঙ্গে পরিবহনসহ বিভিন্ন খরচ মিলিয়ে বাজারে ৩০০ টাকায় শ' বিক্রি করছি।'লিচুগুলো রসালো

৭-এর পাতায় দেখুন

অতিরিক্ত ডিআইজি মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : আইন অমান্য করে নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশ নেওয়ায় ট্যুরিস্ট পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একই সঙ্গে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নেওয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার জন্যও বলেছে সংস্থাটি। ইসির উপ-সচিব মো. মিজানুর রহমান সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিবকে পাঠিয়েছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, ট্যুরিস্ট পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মনিরুজ্জামান পোশাক পরিধান করে জাতীয় সংসদের ৮১ ঝিনাইদহ-১ শূন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষে একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয় থেকে সম্ভাব্য একজন প্রার্থীর মনোনয়ন সংগ্রহকালে সঙ্গে ছিলেন, যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমে প্রচার

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

ইআরডিএফবির আলোচনা সভায়

ভুঁইয়া। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. আবদুল জব্বার খাঁন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. হাদিউজ্জামান। ড. হাদিউজ্জামান বলেন, পদ্মা সেতু ইতোমধ্যে দেড় হাজার কোটি টাকা রাজস্ব তুলেছে এবং এক কোটির বেশি যানবাহন সেতু দিয়ে পার হয়েছে। যমুনা রেলসেতু বাংলাদেশের জিডিপি আরও দেড় শতাংশ বাড়াবে। ২০০৯ সালের পর সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয়েছে যোগাযোগ খাতে, জিডিপিতে যার অবদান দৃশ্যমান। তিনি বলেন, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে রেলপথ মন্ত্রণালয় আলাদা করা সরকারের অন্যতম সফলতা। এ সময় তিনি বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ ছাড়া প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তিনি প্রকল্প পরিচালনা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ আর এম সোলাইমান এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর দে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনতাই হয়ে গিয়েছিল। তা আবার ফিরিয়ে আনেন শেখ হাসিনা। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তবে বাংলাদেশে এখনো বৈষম্য বিদ্যমান। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা বলে তার কাছে বাংলার মানুষের প্রত্যাশা আরও বেশি। সভাপতির বক্তব্যে ড. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশ বিগত শিল্পবিপ্লবগুলোতে একশ বছর পিছিয়ে ছিল। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। এ অগ্রযাত্রায় শামিল হতে ছাত্রদের পড়াশোনা ও বিজ্ঞানচর্চায় আরও মনোযোগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

রাশেদ খান মেননের জন্মদিন আজ

আবদুল জব্বার খান। রাশেদ খান মেননের ভাই ও বোনেরা হলেন- প্রয়াত সাদেক খান, প্রয়াত কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, প্রয়াত প্রখ্যাত সাংবাদিক এনায়েতুল্লাহ খান, মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক শহিদুল্লাহ খান বাদল, সুলতান মাহমুদ খান ও বোন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান। তার স্ত্রী সংসদ সদস্য লুৎফুন্নেসা খান, মেয়ে ড. সুবর্ণা খান ও ছেলে আনিক রাশেদ খান। ষাটের দশকে সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানসহ অনেক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা রাখার জন্য ঢাকা সিটি করপোরেশন ২০০৮ সালের ৮ অক্টোবর রাজধানীর মগবাজার চৌরাস্তা থেকে বাংলামোটর রোড পর্যন্ত সড়কের নাম রাখে রাশেদ খান মেনন সড়ক। ১৯৬৩-৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর ভিপি ও ১৯৬৪-৬৭ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন তিনি। ১৯৭৯ সালে বরিশালে বাবুগঞ্জ ও গৌরনদী থেকে এবং ১৯৯১ সালে বাবুগঞ্জ উজিরপুর থেকে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে তিনি ১৪ দলের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৮ আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৩ সালের ১৮ নভেম্বর রাশেদ খান মেনন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। দশম, একাদশ ও দ্বাতীয় সংসদে তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

কুয়েতে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত

মেজর জেনারেল তারেক অ্যাঙ্গোলা এবং আইভরি কোস্টে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনের জন্য স্বতন্ত্র সম্মানও পেয়েছিলেন। মেজর জেনারেল তারেক সারা বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সামরিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের অনন্য সুযোগ পেয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশের মিরপুরে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ, ভারতের ওয়েলিংটনে ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ এবং পেনসিলভেনিয়ায় ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিলকিস বেগম সিমির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পতির দুইটি কন্যাসন্তান আছে।

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের মাচা

তখন মাচার রশি ছিঁড়ে তারা তিনজনই নিচে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় আলতাফুর ও অন্তর। তবে পুলিশ ও সহকর্মীরা তিনজনকেই মুগদা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা ওই দুইজনের মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করেন। চিকিৎসাধীন রাখা হয় মফিজুলকে। তিনি জানান, সেখানে মফিজুলের অবস্থার অবনতি দেখে দুপুরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাকেও মৃত বলে জানান। এদিকে সবুজবাগ থানার এসআই মো. ফারুক হোসেন জানান, মুগদা হাসপাতালে এ ঘটনায় দুইজন মারা গেলেও আর মফিজুলকে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসক তাকেও মৃত ঘোষণা করেন। মফিজুলের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। স্বজন ও সহকর্মীরা জানান, মফিজুলের বাড়ি জামালপুর সদর উপজেলার চরপাড়া গ্রামে। বাবার নাম রব্বানি। পরিবার নিয়ে মায়া কানন এলাকাতেই থাকেন। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই ভবনটিতে কাজ করে আসছিল সে। এ ছাড়া নিহত আলতাফুরের বাড়িও জামালপুর আর অন্তরের বাড়ি ময়মনসিংহ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ ইন্সপেক্টর বাচ্চু মিয়া তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় আরও ২ নির্মাণ শ্রমিকের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সবুজবাগ থানা পুলিশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

কোরবানির এক মাস আগেই

চড়া দামে আটকে রয়েছে। এছাড়া প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ ১৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বাজারে পেঁয়াজের দাম নতুন করে বাড়তে দেখা গেছে। প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৭০-৭৫ টাকা, যা আগের চেয়ে ৫ টাকা বেশি। এছাড়া আদা কিংবা রসুন ২২০ থেকে ২৪০ টাকার নিচে মিলছে না। অন্যদিকে, ব্রয়লার মুরগির দামে ততটা হেরফের না হলেও সোনালি মুরগির দাম বেশ বেড়েছে। প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৪০০-৪২০ টাকা। যা দুই সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় ৮০ টাকা বেশি। তবে ব্রয়লার ২২০-২৩০ টাকার মধ্যে কেনা যাচ্ছে। দেখা গেছে, গত সপ্তাহের দামেই বিক্রি হচ্ছে অধিকাংশ মাছ। এর মধ্যে রুই ৪০০ থেকে ৪২০ টাকা, কাতলা ৩২০ টাকা, কালবাউশ ২৮০ টাকা, তেলাপিয়া ২৫০ টাকা, পাবদা ৫৪০ টাকা। বাজারে ইলিশের সরবরাহ তেমন নেই। ৪০০-৫০০ গ্রামের ইলিশের দাম চাওয়া হচ্ছে প্রতি কেজি ১২০০-১৪০০ টাকা। ৭০০-৮০০ গ্রাম হলে ১৬০০-১৮০০ টাকা। আর কেজি সাইজের হলে দাম দুই হাজারের ওপরে। পাঙাশ এখন বিক্রি হচ্ছে ২০০-২৮০ টাকা, চাষের কই বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ২৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এদিকে কোরবানির ঈদের বাকি আরও প্রায় এক মাস। এর মধ্যেই মসলার বাজার ঊর্ধ্বমুখী। বিশেষ করে এলাচির দাম বাড়ছে লাফিয়ে। এ ছাড়া অন্যান্য মসলার মধ্যে দারুচিনি, লবঙ্গ, ধনে, তেজপাতা, শুকনা মরিচ ও হলুদের দামও গত বছরের তুলনায় বাড়তি। কোরবানির ঈদে মসলার চাহিদা বছরের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি থাকে। তাই কোরবানিকে সামনে রেখে আগেভাগেই বাজারে মসলার দাম বেড়ে গেছে। মসলার পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দুই মাসের ব্যবধানে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে এলাচির দাম। দুই মাস আগে প্রতি কেজি এলাচির দাম ছিল ২ হাজার ২০০ থেকে ২ হাজার ৪০০ টাকা। খুচরায় এখন তা বেড়ে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। তবে গত বছরের তুলনায় এলাচির দাম বেড়েছে ৬০ শতাংশের বেশি। এলাচির দাম বাড়ার কারণ হিসেবে আমদানিকারকেরা বলছেন, বিদেশে এলাচির দাম বেড়েছে। এ ছাড়া ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমদানি খরচও বেড়ে গেছে। সংশ্লিষ্টদের কেউ কেউ বলছেন, আমদানি করা এলাচি কয়েক হাত বদলের পর খুচরায় এসে দাম আরও বেড়ে যাচ্ছে। আমদানিকারক থেকে নিয়ে একশ্রেণির ব্যবসায়ী এলাচি মজুত করে বেশি মুনাফা করছেন। বর্তমানে প্রতি কেজি জিরা ৬৫০ টাকা, লবঙ্গ ১৩৬০ টাকা, দারুচিনি ৩৭৫ টাকা, গোলমরিচ ৮০০ টাকা এবং জয়ত্রি ২৮০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

রেশনিং ব্যবস্থা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের

শ্রমিক নেতা আরএমজি ওয়ার্কার্স ফোরামের সভাপতি বিলকিস বেগম বলেন, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা দ্রব্যমূল্য বাড়ার কারণে পুষ্টিকর খাবার, সন্তানের সু-শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারছে না। তাদের বাঁচার মত মজুরি, রেশনিং ব্যবস্থা নিশ্চিত ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করার দাবি জানাচ্ছি। তিনি বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিসের (বিলস) গবেষণায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের ৪৫৭ জন পোশাক শিল্পের শ্রমিক, ছয়জন মালিক, পাঁচজন ম্যানেজার ও পাঁচজন সুপারভাইজার এবং বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে জীবনযাত্রার মান যেমন বাড়ি ভাড়া, খাবার খরচ, চিকিৎসার খরচ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় খরচের দিকটি বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা দিতে হবে। কিন্তু মজুরি বোর্ড তা করে নাই। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। আরএমজি ওয়ার্কার্স ফোরাম ২০১৮ সাল থেকে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। আরএমজি ওয়ার্কার্স ফোরাম বাংলাদেশে ১০০টিরও বেশি কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এবং যার মধ্যে প্রায় ৭৪টি কারখানার ইউনিয়ন প্রতিনিধি রয়েছেন। আরএমজি ওয়ার্কার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক উর্মি আক্তার বলেন, বর্তমান নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে জীবনযাত্রার মান একেবারেই নিম্নমুখী। এই কয় বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, বাড়ি ভাড়া ও জীবনযাত্রার খরচ বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে। কিন্তু এ সেক্টরে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য বাঁচার মতো মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। তিনি বলেন, বর্তমানে একজন ব্যক্তির মাসিক খাবার খরচ বাবদ (যেমন -চাল, ডাল, আলু, তেল, লবণ, সবজি ও মসলা) ৫ হাজার ৩৩৯ টাকা প্রয়োজন। যদি কোনো পরিবার পুরো মাসে একবারও মাছ, গরুর মাংস, খাসির মাংস ও মুরগি না খায় তাহলেও খরচ ৮ হাজার ১০৬ টাকা প্রয়োজন। এ খরচের মধ্যে খাবারের সঙ্গে এক কক্ষের ঘর ভাড়া, গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল, চিকিৎসা ব্যয়, স্বাস্থ্য সুরক্ষা পণ্য ক্রয়, সন্তানের পড়ালেখার খরচ, যাতায়াত, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের বিল আছে। সঙ্গে গণপরিবহনের ভাড়াও বেড়েছে। ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমে যাচ্ছে, সব দৈনন্দিন খরচ মিটিয়ে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে যাচ্ছে। মানববন্ধন থেকে কিছু দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলো হলো– ১) গার্মেন্টস শ্রমিকদের রেশনিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ২) বাঁচার মতো মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। ৩) দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ৪) গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি আবারও বিবেচনায় আনতে হবে। ৫) বছর বছর ঘরভাড়া বাড়ানো বন্ধ করতে হবে তা শ্রমিকবান্ধব করতে হবে। ৬) প্রতিটি কারখানায় ডে-কেয়ার সেন্টার সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। ৭) সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ৮) শ্রমিকদের বাচ্চাদের সু-শিক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। ৯) বায়ারদের ন্যায্যসঙ্গত ব্যবসানীতি মেনে ন্যায্য দামে পোশাক কিনতে হবে। সমাবেশে বক্তব্য দেন আরএমজি ওয়ার্কার্স ফোরামের সভাপতি বিলকিস বেগম, সাধারণ সম্পাদক উর্মি আক্তার এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক লিলি বেগমসহ আরএমজি ওয়ার্কার্স ফোরামের অন্যান্য নেতারাসহ বিভিন্ন কারখানার ইউনিয়নের শ্রমিক নেতারা।

দেশে এক মাসে ইন্টারনেট গ্রাহক

মাসের ব্যবধানে দেশে ইন্টারনেট গ্রাহক বেড়েছে ৪৩ লাখ ৫০ হাজার। জানা গেছে, বিটিআরসি প্রতি মাসে দেশের ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে। এবার কিছুটা দেরিতে অর্থাৎ, মে মাসে এসে মার্চের ইন্টারনেট গ্রাহকের তথ্য প্রকাশ করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। এর আগে টানা পাঁচ মাস দেশে মোবাইল ইন্টারনেটের গ্রাহক সংখ্যা কমতে দেখা গেছে। গ্রাহকদের অভিযোগ ছিল, প্যাকেজ সমন্বয়ের নামে মোবাইল অপারেটরগুলো ইন্টারনেটের দাম বাড়ানোর কারণে তারা ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি ইন্টারনেটের দাম আরও বেড়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছিল ফেব্রুয়ারি-মার্চে আরও গ্রাহক হারাবে মোবাইল অপারেটর কোম্পানিগুলো। তবে বিটিআরসির তথ্যে দেখা গেলো উল্টোচিত্র। বিটিআরসির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের আগস্টে মোবাইল ইন্টারনেটের গ্রাহক বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১১ কোটি ৯৭ লাখ ৯০ হাজার। এরপর সেপ্টেম্বর থেকে গ্রাহক কমতে শুরু করে। সেপ্টেম্বরে ২০ হাজার গ্রাহক কমে ১১ কোটি ৯৭ লাখ ৭০ হাজারে নেমে যায়। অক্টোবরে এক লাখে ৩ লাখ ৬০ হাজার গ্রাহক কমে দাঁড়ায় ১১ কোটি ৯৪ লাখ ১০ হাজার। নভেম্বর প্রায় ৫ লাখ গ্রাহক কমে যায়। ওই মাসে গ্রাহক ছিল ১১ কোটি ৮৯ লাখ ৬০ হাজার। এরপর ডিসেম্বর তা কমে ১১ লাখ ৮৪ লাখ ৯০ হাজারে নেমে যায়। সর্বশেষ চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা কমে ১১ কোটি ৬০ লাখ ৩০ হাজারে নামে। এরপর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ টানা দুই মাস মোবাইল ইন্টারনেটের গ্রাহক লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন পর আইএসপি ও পিএসটিএন ইন্টারনেটে গ্রাহকও বাড়লো। জানতে চাইলে বিটিআরসির মহাপরিচালক (এসএম) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খলিলুর রহমান বলেন, এটা বিভিন্ন কারণে কমতে-বাড়তে পারে। খরচ বাড়া-কমা নিয়েও প্রশ্ন থাকতে পারে। অন্য বিভিন্ন কারণও থাকে। ফেব্রুয়ারিতে গ্রাহক সংখ্যা কিছুটা বেড়েছিল। মার্চে বেশ ভালো অগ্রগতি দেখছি আমরা। প্রকৃতপক্ষে আমরা যে তথ্য পাই, সেটাই প্রতি মাসে প্রকাশ করে থাকি। এখানে লুকোচুরির কিছু নেই।

লোহার পাইপ দিয়ে পিটিয়ে

জেলার হাকিমপুর থানার বনসাপুর এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। প্রায় ২২ বছর ধরে তিনি সাভারে থাকেন। অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য হলেন -ঢাকা জেলা উত্তর ট্রাফিক বিভাগের র‍্যাকারচালক মো. সোহেল রানা। গতকাল শুক্রবার র‍্যাকারচালক সোহেল ও সহকারী সাভার থানার দায়িত্বরত অবস্থায় ছিলেন। ভুক্তভোগী রিকশাচালক ফজলু বলেন, আমি অটোরিকশা চালাই। আজ (গতকাল শুক্রবার) আমি ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের চাকামুখী লেন দিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময় পাকিজার সামনে থেকে মোটরসাইকেলযোগে র‍্যাকারচালক সোহেলসহ দুইজন ধাওয়া করেন। গেন্ডা বাস স্ট্যান্ডের কাছে গেলে আমাকে ধরে ফেলে তারা। আমাকে রিকশা থামাতে বলে সাইড করে থামাতে চাই। পরে তিনি একটি লোহার রড দিয়ে প্রথমে বাম পায়ে আঘাত করেন। আমি হাত দিয়ে প্রতিহত করতে চাইলে তিনি ডান পায়ে সেই লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে পা ভেঙে দেন। এরপর আমি রাস্তায় পড়ে যাই, আর উঠে দাঁড়াতে পারি নাই। পেটানো দেখে স্থানীয়রা এসে ওই পুলিশকে ঘিরে ধরে। তখন তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেন, আমি ভুল করেছি, এখন রিকশাচালককে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করতে দেন। পরে স্থানীয়রা চলে যায়। কিন্তু আমাকে অপর একটি রিকশায় তুলে দিয়ে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে তিনি চলে যান। থানা রোডের সামনে প্রেসক্লাবের সামনে ঘটনা শুনে অন্যান্য রিকশাচালকরা বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। আমার কথা হলো আমার রিকশা নিয়ে যাবে, কিন্তু আমার পা ভেঙে দিল কেন? বিক্ষোভ থেকে রুবেল নামের এক রিকশাচালক বলেন, ভুক্তভোগী ফজলুকে নিয়ে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় র‍্যাকারচালকের সঙ্গে থাকা অটোরিকশা আটক করা দুই দালাল আবারও গতিরোধ করেন। পরে অন্যান্য রিকশাচালকেরা বিষয়টি জানতে পেরে প্রেসক্লাবের সামনে ঘটনাস্থলে অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। তিনি আরও বলেন, ফজলুকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে কিন্তু ফেরত দেওয়া হয়েছে। পরে তাকে সুপার ক্লিনিকে পাঠানো হয়। আমরা লোকাল রাস্তায় রিকশা চালাই। আমরা গরিব মানুষ, ফজলুর ওপর বর্বরতা দেখে বিচারের দাবিতে সড়কে দাঁড়িয়েছি। র‍্যাকারে এই সোহেল ১ সপ্তাহ যেতে না যেতেই রিকশা ধরে দুই হাজার করে টাকা নেয়। এঘটনায় অভিযুক্ত সোহেল রানার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে র‍্যাকারচালক মোস্তফা বলেন, আমি ওই রিকশাচালককে মারি-নি। তবে আমি জানি র‍্যাকারের দায়িত্বে রয়েছি। আমার নাম তো মোস্তফা, আহতের কাছে জানতে চাইলেই বলবে কে পা ভেঙে দিয়েছে। আমি তো ওর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। আমি ডিউটিতে এসেই দেখি এসব ঘটনা। সোহেল ডিউটিতে এসে ঘটনাস্থলে ছিলেন। আমি বলেছি আগে চিকিৎসা করো পরে যা হওয়ার হবে। একথা বলে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এ ব্যাপারে জানতে ঢাকা জেলা উত্তর ট্রাফিক পুলিশের অ্যাডমিন হোসেন শহীদ চৌধুরীর সঙ্গে মোবাইলফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ব্যস্ত আছেন বলে জানান।

ঝুঁকি বিবেচনায় এআই

উপহার দিয়েছিলেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্মের নেতৃত্বে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে উনি বুঝতে পেরেছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, সোনার বাংলা গড়তে হবে। প্রতিটি মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে, সোনার মানুষে পরিণত করতে পারলেই আমরা সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারবো। জুনাইদ আহমেদ পলক আরও বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসেছিলেন বলেই, আমরা আজকে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রযুক্তি নির্ভর মর্যাদাশীল ডিজিটাল বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারছি। বঙ্গবন্ধু কন্যা যদি ফিরে না আসতেন, তাহলে আজকে আমরা হয়তো একটি দরিদ্র, সন্ত্রাসকবলিত, একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের অসম্মানজনক নাগরিক হিসেবেই হয়তো আমাদেরকে পরিচয় দিতে হতো। বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় সরকার প্রধান খালেদা জিয়ার একটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশ ২০ বছর পিছিয়ে গেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ১৯৯২ সালে আমরা বিনামূল্যে সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু খালেদা জিয়ার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আমরা যুক্ত হতে পারিনি। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা এখন দুইটি সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত এবং আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে আমরা তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এখন টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে জলে, স্থলে সর্বত্র বিরাজ করছে। আমরা আমাদের দ্বিতীয় নিজস্ব স্যাটেলাইট চলতি মেয়াদে উৎক্ষেপণ করতে পারবো আশা করছি। ২০২৪ সালে নতুন ব্রডব্যান্ড পলিসি ঘোষণা করা হবে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, আইসিটি উপদেষ্টার নির্দেশনায় আমরা এটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যেখানে অন্ততপক্ষে ২০ মেগাবাইটকে আমরা ব্রডব্যান্ড হিসেবে ঘোষণা করবো। যাতে এর নিচে কেউ ব্রডব্যান্ড সংযোগ দিতে না পারে। আমরা যাতে দেশের প্রতিটি নাগরিককে সুলভ মূল্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট দিতে পারি, এটা আমাদের লক্ষ্য। চলতি অর্থবছরে নগদের কাছ থেকে ডাক বিভাগ প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা পেয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, কোনো প্রকার বিনিয়োগ না করে আমরা শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও পলিসি সাপোর্ট দিয়ে আমরা আয়ের পাঁচ ভাগ দেওয়ার কথা রয়েছে। নগদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত সর্বমোট আমরা ১৪ কোটি টাকার বেশি পেয়েছি। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ. কে. এম. আমিরুল ইসলামের স্বাগত বক্তব্যে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইডিজিই প্রকল্পের পলিসি এডভাইজার অ্যান্ড কম্পোনেন্ট লিডার মো. আবদুল বারী। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মহিউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. শাহজাহান মাহমুদ। অনুষ্ঠান বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে নতুন স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। পাশাপাশি বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন তিনি। এছাড়া দেশের অন্যতম দুই মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর রবি আজিয়াটা লিমিটেড ও বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেড নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক শেয়ারিং বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি (এমওইউ) স্বাক্ষর করে। মোবাইল নেটওয়ার্কের মান ও গতি বাড়ানোর মাধ্যমে দেশব্যাপী ফোর-জির প্রসার বাড়াতে এই যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে অপারেটর দুটি। বিশ্বে টেলিযোগাযোগ শিল্পে নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর যৌথ ব্যবহার জনপ্রিয় ও স্বীকৃত। এর মাধ্যমে সম্পদের সদ্ব্যবহার করে জ্বালানির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠানই টেকসই পরিবেশ রক্ষার প্রতিশ্রুতি সমুন্নত রাখতে পারে। এছাড়া, এর ফলে ব্যয় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানো ও টেলিযোগাযোগ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করায় সেবার মান ও মূল্য সংযোজন পরিষেবায় (ভিএএস) বেশি বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করে। টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এ ধরনের যৌথ উদ্যোগে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। গ্রাহকদের উন্নত ও মানসম্মত সেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় এই উদ্ভাবনী যৌথ উদ্যোগ নতুন মাইলফলক তৈরি করবে। এই চুক্তির মাধ্যম উভয় অপারেটরের গ্রাহকরা বৈচিত্র্যময় ও উদ্ভাবনী ডিজিটাল সেবা ব্যবহার করার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক হিসেবে জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ পাবে। এ বিষয়ে এক যৌথ বিবৃতিতে রবি ও বাংলালিংকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই সময়োপযোগী ও গতিশীল উদ্যোগ দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। আমাদের গ্রাহকদের জন্য আরও উন্নত সেবা ও দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করার বিষয়ে আমরা বদ্ধপরিকর। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে নেটওয়ার্ক শেয়ারের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই। প্রয়োজনীয় নীতিগত পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন পাওয়ার পর নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর যৌথ ব্যবহার শুরু হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো সব গ্রাহকের জন্য শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ সংযোগ নিশ্চিত করা, যাতে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জিত হয়। এই ধরনের দূরদর্শী উদ্যোগের প্রতি সবসময় সমর্থন দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ? পলক বলেন, সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের টেলিযোগাযোগ শিল্পকে অন্যতম চালিকাশক্তিতে রূপান্তর করতে আমরা কাজ করছি। টেলিযোগাযোগ একটি অপরিহার্য সেবা, যা গ্রাহকদের ডিজিটাল পরিষেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সেতু হিসাবে কাজ করে। বাংলালিংক ও রবির মধ্যে এই যৌথ উদ্যোগ নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি, এটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকেও উৎসাহ দেবে। রবি ও বাংলালিংকের এই যৌথ উদ্যোগ দেশজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক সেবা দেওয়ার মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবনকে আরও উন্নত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে টুঙ্গিপাড়া আওয়ামী

প্রার্থনাও করা হয়। টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. ইলিয়াস হোসেন, পৌর মেয়র শেখ তোজাম্মেল হক টুটুল, টুঙ্গিপাড়া পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ সাইফুল ইসলামসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বাস্তবতা বিবেচনা করে

অভিঘাত থেকে দেশকে মুক্ত রাখার পদক্ষেপ যেমন আমরা নিয়েছি পাশাপাশি। দেশের মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকারগুলো যাতে সুনিশ্চিত হয় সেটা মাথায় রেখেই আমাদের সব নীতিমালা এবং কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, দেশকে ডিজিটালাইজড করায় এখন প্রত্যন্ত ইউনিয়নে ঘরে বসেও মানুষ ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বিদেশ থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারছে এবং ২০২৬ সাল থেকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হবো তা কার্যকর শুরু হবে। সরকার প্রধান বলেন, উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা কার্যকর হবার পর যে চ্যালেঞ্জগুলো আসবে সেগুলো মোকাবেলা করা আর যে সুযোগগুলো আসবে সেগুলো কাজে লাগানোর মত পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘২০২১ থেকে ২০৪১’ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ একটি উন্নত ‘সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ’ হিসেবে গড়ে উঠবে। পাশাপাশি নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ‘ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। শেখ হাসিনা বলেন, সেখানে উত্থান-পতন, অনেক চড়াই-উৎড়াই থাকবে এবং সেগুলোকে অতিক্রম করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। হতাশ হবার কিছু নেই, কেউ হতাশ হবেন না। শত প্রতিকুলতা, গুলি, গ্রেনেড, বোমা হামলা-সবরকম বাধা অতিক্রম করেই তিনি এগিয়ে চলেছেন উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, আমার লক্ষ্য হচ্ছে, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে এই দেশকে উন্নত করা। আমরা অনেকদূর এগিয়েছি, ইনশাল্লাহ এই দেশটা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবেই এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, যত বাধাই আসুক সে বাধা বাধা নয়, সে বাধা আমরা অতিক্রম করতে পারবো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারাবা না’। কাজেই, কেউ আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। দুই দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড.আবুল বারকাত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো. আইনুল ইসলাম। গ্রামের অর্থনীতি বদলে গেছে উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, যারা আগে একবেলা ভাত খেতে পারতো না, এখন দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনে চারবেলাও খাচ্ছে। যেখানে হাট-বাজারের বাইরে কিছু পাওয়া যেতো না, এখন সুপার মার্কেট হয়েছে। তিনি বলেন, আমি অর্থনীবিদদের বলবো আপনারা চিন্তা করেন, গ্রামীণ অর্থনীতি যত বেশি মজবুত হচ্ছে আমাদের শিল্প কল-কারখানা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজার সৃষ্টি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে রপ্তানিও আমাদের বাড়াতে হবে। দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করুন। আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। ব্যবসায়ীদের উদ্ভাবনী ধারণা কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বাড়াতে পণ্যের নতুন বাজার ও খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য সরকার সর্বদা তাদের পাশে থাকবে। আওয়ামী লীগ কখনো কোনো ব্যবসায়ীকে তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা দেখে বিচার করে না উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা সবসময় দেশের মানুষের কল্যাণের কথা ভাবি। আজকের বাংলাদেশ একটি পরিবর্তিত বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশকে আরও টেনে নিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে মানুষের আর্থিক অবস্থা ভালো হবে। এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে এবং বাকি প্রতিবন্ধকতাগুলোও শিগগিরই সমাধান করা হবে। তিনি আরও বলেন, অন্তত এইটুকু বলতে পারি যে, আমি ‘হাওয়া ভবন’-এর মতো কোনো ‘খাওয়া ভবন’ করিনি যা ব্যবসার জন্য অসুবিধা তৈরি করবে। সরকার ব্যবসায়ীদের সব সময় সহযোগিতা করবে। আমরা চাই, ব্যবসায়ীরা ২০৪১ সালের মধ্যে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়তে এগিয়ে আসুক। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের অর্থনীতির গতিকে যেভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম মাঝখানের কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনা আমাদের জন্য বাধা হয়ে দাড়ালো। যদিও আমাদের দেশের অভ্যন্তরেও কিছু বাধা দেওয়া হয়েছিল। আগুন দিয়ে মানুষ পোড়ানো, অগ্নিসন্ত্রাস ২০১৩ ও ২০১৪ সালে এবং ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবরের পর। নতুন বাস কিনি, ট্রেন কিনি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। রেলগাড়ি পুড়িয়ে দেয়, মানুষ পুড়িয়ে মারে- এইগুলোও তো আমাদের সামাল দিতে হয়। একদিকে এই দুর্যোগ আবার আন্তর্জাতিক চাপ, সবকিছু মিলিয়েই আমি এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আগামী ৬ তারিখে আমরা বাজেট দেব। ইনশাল্লাহ বাজেট আমরা ঠিকমতো দিতে পারবো এবং বাজেট আমরা বাস্তবায়নও করবো। তবে, আমরা যেহেতু যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য কিছুটা কৃচ্ছতা সাধন করতে গিয়েছি, এই কৃচ্ছতা সাধনের কারণে হয়তো জিডিপি গতবার যা ছিল তার থেকে কিছুটা কম হতে পারে। কিন্তু সেটাও আমরা পরবর্তীতে উত্তোরণ ঘটাতে পারবো, সে বিশ্বাস আমার আছে। সেভাবেই আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী এ সময় দেশের প্রতিইঞ্চি জমিকে চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বারোপ করে বলেন, আমাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আত্মমর্যাদা নিয়ে চলতে হবে। কারো কাছে হাত পেতে নয়। এ সময় তিনি বিশ্বব্যাংকের ভূয়া দুর্নীতির অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একে মিথ্যা প্রমাণ করে পদ্মার সেতুর মত মেগাপ্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। পাশাপাশি পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এই রেলপথ চলে যাবে একেবারে মোংলা বন্দর পর্যন্ত। শেখ হাসিনা বলেন, এভাবেই সারাদেশে তাঁর সরকার নৌপথ, রেলপথ, বিমান, ও সড়কপথ ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটিয়েছে সীমিত সম্পদ দিয়ে। পাশাপাশি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, উৎপাদন বাড়ানো, সারাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসেছে। যেখানে ৩০ প্রকারের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। বছরের শুরুতেই বিনামূল্যে মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, সাধারণ এবং উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের যতটুকু সম্পদ আছে, সেটা দিয়েই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব। জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করাই আমার লক্ষ্য। সেখানে আপনাদের (অর্থনীতিবিদ) সহযোগিতা চাই।

দেশের মানুষই এখন আমার শক্তি

ভাগ্যবরণ করতে হতে পারে। কিন্তু দেশবাসী ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের প্রতি ছিল তাঁর আস্থা। শেখ হাসিনা বলেন আমি আমার বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলবো, আমার সব শক্তি-সাহস মা-বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় এত বড় সংগঠন চালানোর অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ এখন দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী, বৃহত্তম এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ পঞ্চম মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছে। আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ উল্লেখ করে টানা চারবারের প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের যদি রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা না থাকে, দেশপ্রেম না থাকে, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় না থাকে, তাহলে সেটা এগুতো পারে না। সামনে আরও বদলাতে হবে। কারণ, আমার বাবার একটাই স্বপ্ন ছিল দেশটাকে গড়ার। আমাদের পরিকল্পনা সেটাই আছে। শেখ হাসিনা বলেন, ’৭৫ এরপর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছিল। দেশের কোন উন্নতি করতে পারেনি। তারা বরং শত শত সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের অমানবিক নির্যাতন ও হত্যা করেছে। এ সময় প্রতিরাতে কারফিউ বলবৎ রাখার জিয়াউর রহমানের কারফিউ গণতন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা-কর্মীর গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও আত্মাহুতির কথাও তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর উন্নয়নের মূলমন্ত্র তুলে ধরে বলেন, কী পেলাম, না পেলাম সেই চিন্তা করেনি। ভবিষ্যত কী সেই চিন্তাও করি না। চিন্তা করি দেশের মানুষের ভবিষ্যত যেন আরও সুন্দরভাবে গড়ে তুলে দিয়ে যাব। সেটাই আমাদের লক্ষ্য। দলীয় নেতাদের আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, এটাই মনে রাখবেন একটা দল করি শুধু নেতা হওয়ার জন্য নয়, মানুষের জন্য কতটুকু করতে পারলাম, কী দিতে পারলাম, কী দিয়ে গেলাম। এটাই রাজনৈতিক মানুষের জীবনের বড় কথা। এই কথা মাথায় রাখতে পারলে দেশের মানুষের জন্য অনেক কিছুই করা যেতে পারে। সংগঠনকে শক্তিশালী করার তাগিদ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আর যেন যুদ্ধাপরাধী, খুনিরা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে এই ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে, বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। দেশের মানুষ রক্ত দিয়ে যে অধিকার পেয়েছিল, তা তারা পুন:প্রতিষ্ঠা করেছেন উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, দেশের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার ও জয় বাংলা স্লোগান এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু জয়বাংলা শ্লোগান আবার ফিরে এসেছে এবং জাতির পিতা ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামান্য দলিলে যেমন স্থান করে নিয়েছে। তেমনি অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এর আগে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা তাদের দলীয় প্রধান শেখ হাসিনাকে ৪৪তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে গণভবনে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় আওয়ামী লীগের সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়িতে স্বর্ণালঙ্কারের লোভে চাচি শাশুড়িকে হত্যা, ঘাতক আটক

স্টাফ রিপোর্টার : জুয়া খেলে ঋণগ্রস্ত হয়ে হতাশাগ্রস্ত ছিলেন বিবেকানন্দ ত্রিপুরা (৩৬)। নিঃস্ব হয়ে স্বর্ণালঙ্কারের লোভে হত্যা করেন চাচি শাশুড়ি ঈশ্বরী বালা ত্রিপুরা (৫৫) কে। হত্যাকাণ্ডের পর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আটক করা হয়। গতকাল শুক্রবার সকালে খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এমন তথ্য জানান পুলিশ সুপার মুক্তা ধর। তিনি জানান, বিবেকানন্দ জুয়া খেলে ঋণগ্রস্ত হয়ে হতাশাগ্রস্ত ছিলেন। ঘটনার দিন খাগড়াছড়ির ভাইবোনছড়া এলাকায় বাড়ির পাশে একা পেয়ে ভিকটিমের পরিহিত স্বর্ণালঙ্কার জোরজবরদস্তি করে খুলে নিয়ে তাকে হত্যা করে নির্জন সেগুনবাগানে লুকিয়ে রাখেন। চারদিন পর লাশ উদ্ধার হলে অভিযুক্ত বিবেকানন্দ জেলার পানছড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারত পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আটক করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ভিকটিমের পরিহিত স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্ত বিবেকানন্দ বাদীর ছোট ভাইয়ের মেয়ের জামাই হন। গত ১১ মে জেলা সদরের ভাইবোনছড়া এলাকার নিজ বাড়ির পাশ থেকে ঈশ্বরী বালা ত্রিপুরা নিখোঁজ হন। নিখোঁজ হওয়ার চারদিন পর একই এলাকা থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্বামী থানায় মামলা দায়ের করেন।

পিরোজপুরে বাসচাপায় যুবলীগ কর্মী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার রুহিতলা বুনিয়া এলাকায় বাসচাপায় পরিতোষ রায় (৫০) নামে যুবলীগের এক কর্মী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দুপুরে পিরোজপুর-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত পরিতোষ রায় একই উপজেলার মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের পশ্চিম বানিয়ারী গ্রামের বাসিন্দা। নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পিরোজপুরে জেলা যুবলীগের সম্মেলন উপলক্ষে নাজিরপুর উপজেলা যুবলীগের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভ্যানে করে নাজিরপুরে যাচ্ছিলেন পরিতোষ রায়। এ সময় রুহিতলা বুনিয়া এলাকার লোকমান হাকিমের ঘের সংলগ্ন স্থানে এলে ঢাকা থেকে আসা পিরোজপুরগামী দোলা পরিবহনের একটি বাস তাকে বহন করা ভ্যানটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে গেলে বাসচাপায় গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে নাজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শিপন পাল বলেন, পরিতোষ রায়কে মৃত্যু অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। নাজিরপুর থানার ওসি মো. শাহ আলম হাওলাদার বলেন, পরিতোষ রায়কে চাপা দেওয়া বাসটিকে জব্দ করলেও চালক পলাতক রয়েছেন। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। নাজিরপুর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি এম খোকন কাজী নিহত পরিতোষ রায় যুবলীগ কর্মী বলে নিশ্চিত করেছেন।

বরিশালের দুই উপজেলার ৬০ শতাংশ ভোটকেন্দ্রই অতি গুরুত্বপূর্ণ

স্টাফ রিপোর্টার : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ২১ মে দ্বিতীয় ধাপের ভোটে বরিশাল জেলার মুলাদী ও হিজলা উপজেলার ৬০ শতাংশ ভোটকেন্দ্রকে অতিগুরুত্বপূর্ণ চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে হিজলার ৪৯টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ১৯টি এবং মুলাদী উপজেলার ৭২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৪টি অতি গুরুত্বপূর্ণের তালিকায় রয়েছে। এসব কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে থাকবে বিশেষ পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বরিশাল জেলা পুলিশ সুপার ওয়াহিদুল ইসলাম বলেন, দুই উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে নির্ধারিত আছে ১৪শ পুলিশ। এছাড়া থাকবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), নৌ পুলিশ, আনসার, কোস্টগার্ডের পাশাপাশি অন্তত ৪০টি মোবাইল টিম।

রিমান্ড শেষে ফের কারাগারে কেএনএফের ১৫ সদস্য

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় সোনালী ও কৃষি ব্যাংক ডাকাতি, ম্যানেজারকে অপহরণ, পুলিশের অস্ত্র লুট, মসজিদে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) ১৫ সদস্যকে দুদিনের রিমান্ড শেষে আদালতে তোলা হলে শুনানি শেষে তাদের ফের কারাগারে পাঠিয়েছেন বিচারক। গতকাল শুক্রবার দুপুরে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আসামিদের কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে করে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালতের বিচারক মো. নুরুল হক। বান্দরবান আদালতের জিআরও বিশ্বজিৎ সিংহ বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, রুমা থানার মামলায় ১২ জন ও থানচি থানার মামায় তিনজনসহ মোট ১৫ আসামিকে দুদিনের রিমান্ড শেষে গতকাল শুক্রবার দুপুরে আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় আসামিদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। উল্লেখ্য, গত ২ এপ্রিল বান্দরবানের রুমায় সোনালী ব্যাংকে হামলা, অস্ত্র ও টাকা লুট এবং অপহরণের ঘটনায় পাঁচটি এবং ৩ এপ্রিল দুপুরে থানচি উপজেলার সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে ডাকাতি, হামলা ও টাকা লুটের ঘটনায় চারটি মামলা হয়েছে। এদিকে ঘটনার পর বান্দরবানের রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় যৌথবাহিনীর অভিযান শুরু হয়েছে। চলমান এ অভিযানে এ পর্যন্ত কেএনএফের ৮৫ জন সদস্য ও সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে যৌথবাহিনী।

চুয়াডাঙ্গায় ভ্যানের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় ব্যাটারিচালিত একটি পাখিভ্যানের ধাক্কায় জিয়ারুল (৪৭) নামে বাইসাইকেলের এক আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জীবননগর-যশোর মহাসড়কের বাঁকা ব্রিকস ফিল্ড নামে এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জিয়ারুল একই উপজেলার মিনাজপুর গ্রামের মৃত জহির মণ্ডলের ছেলে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে বাড়ি থেকে বাইসাইকেলযোগে বের হয়ে জীবননগর বাজারে যাচ্ছিলেন জিয়ারুল। পথে বাঁকা ব্রিকস ফিল্ড নামক স্থানে এলে বিপরীত দিক থেকে আসা ব্যাটারিচালিত একটি পাখিভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে জিয়ারুল সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জীবননগর থানার ওসি এস এম জাবিদ হাসান জানান, নিহতের স্বজনদের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

র?্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করছে না যুক্তরাষ্ট্র

স্টাফ রিপোর্টার : মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের উপ-প্রধান মুখপাত্র ভেদান্ত প্যাটেল জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র র?্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করছে না। গত বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত এক সাংবাদিক তার প্রশ্নে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু’র বাংলাদেশ সফরের পর দাবি করা হচ্ছে, হোয়াইট হাউস ও মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় র?্যাবের বিরুদ্ধে দেওয়া নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে আগ্রহী। বলা হচ্ছে, এ নিয়ে হোয়াইট হাউস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ওই সাংবাদিক বিষয়টি নিয়ে মুখপাত্রের কাছে জানতে চান। জবাবে ভেদান্ত প্যাটেল বলেন, এসব দাবি মিথ্যা। যুক্তরাষ্ট্র র?্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করছে না। এসব দাবি মিথ্যা। নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো আচরণের পরিবর্তন এবং জবাবদিহি বাড়ানো।

বাজারে অপরিপক্ব লিচু

হলেও এখনও পুরোপুরি মিষ্টি হয়নি উল্লেখ করে এই বিক্রেতা আরও বলেন, 'বলা যায়, কিছুটা টক-মিষ্টি। মৌসুমি ফল হিসেবে অনেকে কিনছেন। ৫০০ লিচু এনেছিলাম, ইতোমধ্যে ৩০০ বিক্রি হয়ে গেছে। বাকিগুলোও বিক্রি হয়ে যাবে। তবে যারা কেনার আগে খাচ্ছেন, টক হওয়ায় তারা কিনছেন না।' সবুজের কাছ থেকে ৫০ পিস লিচু ১৫০ টাকায় কিনেছেন হিলি বাজার এলাকার বাসিন্দা আশরাফুল ইসলাম। বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ চুনহাটির মোড়ে লিচু দেখে চোখে পড়লো উল্লেখ করে তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'মৌসুমের নতুন ফল হিসেবে ছেলেমেয়ের জন্য ৫০ পিস ১৫০ টাকায় কিনলাম। দেখতে তো ভালোই মনে হচ্ছে। রঙ কিছুটা লাল। মিষ্টি নাকি টক, তা খেয়ে দেখিনি। মৌসুমি ফল হিসেবে কিনলাম।' চিকিৎসকরা বলছেন অপরিপক্ব লিচুতে স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে, সেক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের জন্য কেনা কতটা ঠিক এমন প্রশ্নের জবাবে আশরাফুল বলেন, 'স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি আমার মনে ছিল না। তাহলে কিনতাম না।' মৌসুমের প্রথম ফল বাজারে দেখে কিনতে ইচ্ছে হলো উল্লেখ করে হিলির সিদ্দিক হোসেন বলেন, 'কেনার আগে এক পিস খেয়ে দেখেছি। টক লাগলো। আঁটি এখনও শক্ত হয়নি। এতে বোঝা যায়, পরিপক্ব হয়নি। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে জেনে কিনিনি। বেশি লাভের আশায় এসব লিচু বাজারে নিয়ে এসেছেন ব্যবসায়ী-রা। অনেকে না জেনে কিনছেন, এক্ষেত্রে আমাদের সচেতন হতে হবে।' এখনও লিচু পরিপক্ব হয়নি, আরও এক সপ্তাহ সময় লাগবে উল্লেখ করে হাকিমপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আরজেনা বেগম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'আগামী সপ্তাহের শেষ দিকে পরিপক্ব লিচু বাজারে আসতে পারে। বর্তমানে বাজারে যেসব লিচু পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো খেলে মানুষের পেটে সমস্যা হতে পারে। সে কারণে সচেতনতার কোনও বিকল্প নেই। সেইসঙ্গে অপরিপক্ব লিচু বিক্রি বন্ধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরকে অভিযান চালাতে হবে। তখনই অপরিপক্ব ফল বিক্রি বন্ধ হবে।' অপরিপক্ব লিচুতে কতটা স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে জানতে চাইলে হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চিকিৎসক ইলতুতমিস আকন্দ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'অপরিপক্ব লিচুতে অ্যানজাইম থাকে। খালি পেটে খেলে তীব্র গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হতে পারে। সাধারণত লিচু গাছে অরগানো ফসফরাস কোম্পাউন্ট নামের এক ধরনের কীটনাশক স্প্রে করা হয়। এই কীটনাশক প্রয়োগের পর নির্ধারিত সময়ের আগে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। আবার ভরা পেটে খেলে কিডনির সমস্যা হতে পারে। অতিরিক্ত লাভের আশায় বাগান মালিকরা এসব লিচু বিক্রি করছেন। তবে এটি খাওয়া ঠিক নয়। মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়তে হবে। শিশুদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর।'

অতিরিক্ত ডিআইজি মনিরুজ্জামানের

হয়েছে। ট্যুরিস্ট পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মনিরুজ্জামান উল্লিখিত কার্যক্রম সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি ১৯৭৯ লজ্ঘন। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ অবস্থায় উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ গৃহীত ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করার জন্য নির্দেশিত হয়ে অনুরোধ করা হলো। গণমাধ্যমের খবর বলছে, গত ২৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে গিয়ে ছোট ভাইয়ের দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সঙ্গে ছিলেন পুলিশের ওই কর্মকর্তা। শৈলকূপা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান ঝিনাইদহ-১ আসনে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকিট পেতে দলীয় ফরম জমা দিতে গিয়েছিলেন ওইদিন। এ আসন থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্য ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হাই থাইল্যান্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৬ মার্চ মারা যান। তার মৃত্যুতে আসনটি ওইদিনই শূন্য হয়। আগামী ৫ জুন আসনটিতে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মেডিকেলের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু ৫

লাখ দুই হাজার ৩৬৯ জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন। আবেদন করেও মোট দুই হাজার পাঁচজন আবেদনকারী ভর্তি পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিতির হার ১ দশমিক ৯২ শতাংশ। পরীক্ষায় পাস নম্বর পূর্ববর্তী বছরের মতো ৪০ শতাংশ নির্ধারিত ছিল। এর ভিত্তিতে মোট ৪৯ হাজার ৯২৩ জন ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৪৭ দশমিক ৮৩ শতাংশ। এর মধ্যে ছেলে প্রার্থী ছিলেন ২০ হাজার ৪৫৭ জন, যা উত্তীর্ণ প্রার্থীর ৪০ দশমিক ৯৮ শতাংশ। মেয়ে প্রার্থীর সংখ্যা ২৯ হাজার ৪৬৬ জন, যা উত্তীর্ণ প্রার্থীর ৫৯ দশমিক ০২ শতাংশ। দেশের ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন রয়েছে পাঁচ হাজার ৩৮০টি। আর ৬৭টি অনুমোদিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজে আসন রয়েছে ছয় হাজার ২৯৫টি।

এবারও চাঁপাইনবাবগঞ্জে থাকছে না

আম সহজে পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রতিনিয়ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করারও সিদ্ধান্ত হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কার্যালয়ের সব পদ শূন্য থাকায় জেলা প্রশাসক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাসুম আলীকে রাজশাহীতে না থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বেশি সময় দেওয়ার অনুরোধ জানান। পাশাপাশি ভোক্তাদের খরচ কমাতে কুরিয়ার সার্ভিসগুলোকে 'ম্যাংগো স্পেশাল' ট্রেনের মাধ্যমে আম পরিবহনের জন্য আহ্বান জানান। এ সময় সভায় স্বল্প মূল্যে রেলের মাধ্যমে আম পরিবহন, বাজার ব্যবস্থা পর্যালোচনা, আম বিক্রির সময় ওজন জটিলতা এবং বিভিন্ন কুরিয়ারের মাধ্যমে আম পরিবহনে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে জেলার আম পরিপক্ব হওয়ার পরই বাজারজাত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। রেলওয়ের বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা মো. নাসির উদ্দিন জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জের চাষিদের স্বার্থে লোকসান সত্বে আগামী ১০ জুন ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেন আবারো চালু করছে রেলওয়ে। তাই রেলকে বাঁচাতে সব চাষিদের এ ট্রেনের মাধ্যমে আম ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর অনুরোধ জানান। আমচাষি ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যাগুলো শোনার পর দ্রুত তা খতিয়ে দেখারও আশ্বাস দেন তিনি। তবে কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের ভোক্তাদের স্বার্থে রেলের মাধ্যমে আম পরিবহন করার আহ্বান জানান। তিনি কুরিয়ার সাভিসের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, অন্যান্য ভোক্তাদের মতই আপনারা মাত্র দেড় টাকার কম মূল্যে ঢাকা আম পরিবহন করতে পারবেন। এতে করে আপনাদের পরিবহন খরচ কমলে ভোক্তারা উপকৃত হবে। তারাও কম খরচে আম পরিবহন করতে পারবেন। ফল গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মোখলেসুর রহমান জানান, চাষিদের স্বার্থে যেহেতু আম পাড়ার সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি, তাই কোনো অসাধু ব্যবসায়ী বা চাষি যেন অপরিপক্ব আম বাজারজাত করতে না পারে সেজন্য আমচাষিদেরই সজাগ থাকতে হবে। প্রস্তুতিমূলক সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. পলাশ সরকার, রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের চিফ কমার্সিয়াল ম্যানেজার সুজিত কুমার বিশ্বাস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বারের সহ-সভাপতি মসিউল করিম বাবু, ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাসুম আলী, কৃষি উদ্যোক্তা মুনজের আলম মানিক, কানসাট আম আড়তদার সমিতির সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক টিপুসহ বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা। উল্লেখ্য, চলতি বছর জেলায় ৩৭ হাজার ৬০৪ হেক্টর জমিতে ৭৫ লাখ ৮৯ হাজার ৮২৫টি আমগাছে আম চাষ করা হচ্ছে। এবছর মুকুল কম আসায় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমের উৎপাদন কমে যাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা না বাড়িয়ে গত বছরের ন্যায় মোট ৪ লাখ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ।

দেশে প্রথম ইঞ্জিন ও কোচ ঘোরানো

ফলে দুই পাশের চাকা সমানভাবে ক্ষয় হয়। এতে চাকার স্থায়িত্ব বাড়ে ও দুর্ঘটনা ঝুঁকি কমে। ব্রিটিশ আমলে তখনকার কর্মকর্তারা যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে লালমনিরহাটে টার্ন টেবিল নির্মাণ করেন। যা ১৯৯৩ সালে বিকল হয়ে পড়লে ব্যবহার বন্ধ করে রেলওয়ে দপ্তর। এরপর থেকে লালমনিরহাট বিভাগের কোচ ও ইঞ্জিন ঘোরানোর জন্য কোচ ও ইঞ্জিনগুলো কয়েক মাস পর পর ঢাকায় নেওয়া হত। যাতে সময় ও অর্থ অপচয় হত। তাই দেশেই টার্ন টেবিল নির্মাণের উদ্যোগ নেয় রেলওয়ে। পরে লালমনিরহাটে সিক লাইন এলাকায় এটি নির্মাণের জন্য ৯ শতক জমি নেওয়া হয়। নির্মাণে বরাদ্দ দেওয়া হয় ২৫ লাখ টাকা। বিভাগীয় রেলওয়ে দপ্তরের প্রকৌশলী (ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন) তাসরুজ্জামানের (বাবু) নকশা ও প্রযুক্তিতে এ টার্ন টেবিলটি তৈরি হয়েছে। নির্মাণকাজ শুরু হয় চলতি বছরের জানুয়ারিতে আর শেষ হয়েছে গত মার্চ মাসে। খুব শীঘ্রই এটি উদ্বোধন করা হবে। বিভাগীয় রেলওয়ে দপ্তরের প্রকৌশলী (ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন) তাসরুজ্জামানের (বাবু) বলেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এ টার্ন টেবিলের কার্যকারিতা সফলভাবে যাচাই করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম টার্ন টেবিল। ৩৫০ টন ওজনের ভার বহনে সক্ষম এ টার্ন টেবিলে ১৪ টন ওজনের একটি ব্রিজ রয়েছে। এটি এই যন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর ওপরে ইঞ্জিন ও কোচ তুলে ঘোরানো হয়। স্থাপনাটির তিন ধাপে পাকা দেয়াল রয়েছে, যা সীমানাপ্রাচীর, সুরক্ষা প্রাচীর ও লাইন দেয়াল নামে পরিচিত। এর মেঝে আরসিসি ঢালাই দেওয়া। এতে পানি জমলে পানির পাম্প দিয়ে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, টার্ন টেবিলটি নির্মাণে ৩৫০ টন ভার বহনে সক্ষম একটি রোলার থ্রাস্ট বিয়ারিং, আটটি এক্সেল বিয়ারিং, ব্রিজ নির্মাণের জন্য এমএস লোহার তৈরি এইচবিম, অব্যবহৃত রেললাইন, ট্রেনের অব্যবহৃত চারটি চাকা, এমএস টপ প্লেট, চেকার প্লেট, বলস্টার প্লেট, এমএস অ্যাঙ্গেল ও জিআই পাইপের রেলিং ব্যবহার করা হয়েছে। চলতি মাসের শেষ দিকে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ের ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) আবদুস সালাম বলেন, সম্পূর্ণ দেশি প্রযুক্তিতে স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বল্প টাকা ব্যয়ে টার্ন টেবিলটি নির্মিত হয়েছে। এতে অব্যবহৃত লাইন, চাকাসহ অন্য লৌহজাত নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। রেলের কর্মকর্তারা সব সময় নিজেদের মেধা দিয়ে নতুন কিছু করার চেষ্টা করেন। এটি তার উদাহরণ।

১০ হাজারের বেশি বাংলাদেশিকে

মাইকেল টমলিনসন বাংলাদেশের সাথে একটি ফাস্ট-ট্র্যাক রিটার্ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এই চুক্তির অধীনে কেবল ব্যর্থ আশ্রয়প্রার্থীরাই নয়, বিদেশি নাগরিকদের যারা অপরাধী এবং যেসব ব্যক্তি ভিসা নিয়ে ব্রিটেনে প্রবেশের পর বাড়তি সময় অতিবাহিত করেছেন তাদেরও নির্বাসনের কাজ সহজতর হবে। এপ্রিলে প্রকাশ্যে আসা অফিসিয়াল ডকুমেন্টস অনুযায়ী, ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত রেকর্ড ২১ হাজার ৫২৫ জন ভিসাধারী যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের আবেদন করেছেন। যা আগের বছরের তুলনায় ১৫৪ শতাংশ বেশি।

১৭ মে গণতান্ত্রিক অধিকার

নাছিম বলেন, 'অনেক তিক্ততার ইতিহাস আছে, জীবন গড়ার ইতিহাস আছে। যারা তার সাথে থাকার কথা ছিলো তাদের পাওয়া যায়নি। বঙ্গবন্ধু কন্যাকে রেখে ভিন্ন দল করার চেষ্টা করেছিলো। আমরা দেখেছি, কেউ কেউ খুনি মোস্তাককে বলেছে, আপনি আওয়ামী লীগ করেন, আমরাও করি। যদি খুনি মোস্তাক বেঁচে থাকতো তাহলে দেখা যেতো তারা সেই খুনি মোস্তাকের অন্য আওয়ামী লীগ করছে।' আওয়ামী লীগের এ যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষ আজ শেখ হাসিনার সাথে একাত্ব হয়ে শেখ হাসিনার স্বপ্ন পূরণে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আগামীর পথগুলো যত সহজ করে দেখেন, আমিও দেখি। তবে সেটা তখনই সম্ভব হবে, আমরা যদি সকল ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে গিয়ে যদি তাদের স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে পারি।' বিএনপির সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, 'মির্জা ফখরুলরা এখনো স্বপ্ন দেখছে, মিথ্যাচার করছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লিপ্ত আছে। তবে আমরা বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষায় শেখ হাসিনার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো এটা হউক আজকের দিনের আমাদের অঙ্গীকার।' আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ডা. দীপু মনি বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু কন্যা ছয় বছর দুঃসহ নির্বাসন জীবন শেষে ফিরে এলেন তবে ফিরে এলেন মৃত্যু ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। বলা হয়েছিলো দেশে আসলে হত্যা করা হবে। সে মৃত্যু ঝুঁকি তুচ্ছ জ্ঞান করে তিনি ফিরে আসেন। যখন ফিরে এলেন, কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। তখন পিতার অসমাপ্ত কাজ কে সমাপ্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। শেখ হাসিনা ফিরে এসেছিলেন বলেই আমরা নতুন করে স্বপ্ন দেখেছি, তার নেতৃত্বে আন্দোলন করে গণতন্ত্রকে ফিরে আনতে পেরেছি।' এসময় আরও বক্তব্য রাখেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, এড. কামরুল ইসলাম, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, জাহাঙ্গীর কবির নানক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, হাছান মাহমুদ, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন, মির্জা আজম, আফজাল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন প্রমুখ।

বিজিবির তাড়া খেয়ে ২ কেজি আইস

থেকে আসা সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে মেরিন ড্রাইভ সড়কের ওপর দেখতে পেয়ে থামতে বলে বিজিবি। কিন্তু লোকটি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া দিলে লোকটি একটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যান। পরে ওই ব্যাগটি খুলে তাতে দুই কেজি ৪৫ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ পাওয়া যায়। লে. কর্নেল মহিউদ্দীন জানান, ভয়ঙ্কর এ মাদকদ্রব্য পাচারকারীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। উদ্ধার করা মাদকের চালান বিজিবির ব্যাটালিয়ন দপ্তরে মজুদ রয়েছে।

২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক গড় আয়ু

ডিরেক্টর ক্রিস মারে জানিয়েছেন, সবচেয়ে বেশি আয়ের দেশ ও কম আয়ের দেশের মধ্যে বৈষম্য থাকবে, তবে ব্যবধান কমবে। সাব সাহারান-আফ্রিকায় মানুষের গড় আয়ু সবচেয়ে বেশি বাড়বে। গবেষকরা বলেছেন, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তার ফলেই আয়ু বাড়বে। কোভিড ১৯, সংক্রামক রোগ, মাতৃত্বকালীন রোগ, বাচ্চাদের রোগ, অপুষ্টিজনিত সমস্যা কাটানোর জন্য নেওয়া উদ্দেয়াগের ফলে আগামী তিন দশকে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাবে বলে গবেষকরা মনে করছেন। গবেষকরা এটাও দেখেছেন, ২০০০ সাল থেকে উচ্চ রক্তচাপ, সুগার, মোটা হওয়ার প্রবণতা প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। বায়ুদূষণ, ধূমপানের প্রভাব মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর পড়ছে।

পুলিশকে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ-

স্টুডিও এপার্টমেন্টের উদ্বোধন শেষে এসব কথা বলেন তিনি। চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, পুলিশ সবসময় আইন বিরোধী কাজে ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও নেবে। অপরাধের বিরুদ্ধে কোনো পুলিশ সদস্য যদি ব্যবস্থা নিতে গাফিলতি করে বা কোনো অপরাধের সঙ্গে পুলিশ সদস্য যুক্ত থাকে আমরা তাকেও শাস্তির আওতায় নিয়ে আসবো। তিনি আরো বলেন, সুনামগঞ্জ আমার জন্মভূমি। মায়ের কাছে আসলে যেমন প্রশান্তি পাওয়া যায়, তেমনি নিজ এলাকায় এসে আমার প্রশান্তি লাগছে। আমি স্বস্তি বোধ করছি, আনন্দ বোধ করছি। সুনামগঞ্জ এখন পর্যটন সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। তাই আমরা ট্যুরিষ্ট পুলিশের ১০ সদস্যর একটি ইউনিট দিয়েছি। ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি করা হবে। আইজিপি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ পুলিশ জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমনে সাফল্য অর্জন করেছে। পুলিশ জঙ্গি দমনে জিরো টলারেন্স ভূমিকায় আছে। জঙ্গিবাদ এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

শরিয়াহ-ভিত্তিক ব্যাংকের আমানত

আসে যা ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ২৩.৮৬ শতাংশ ছিল। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ তাৎক্ষণিক সংশোধনমূলক কর্ম কাঠামো জারি করে যেখানে এটি দুর্বল ব্যাংকগুলিকে শক্তিশালী ব্যাংকগুলির সাথে একীভূত করার ঘোষণা দেয়, যা পুরো ব্যাংকিং সেক্টরে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে, ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকিংয়ে ঋণ ও অগ্রগতি হিসেবে পরিচিত বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকগুলোর শেয়ার জানুয়ারিতে বেড়ে হয়েছে ২৪.৯২ শতাংশ, যা এক মাস আগে ছিল ২৪.৮১ শতাংশ। মোট আমানতের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকের কাছে ৩,৭৫,৩০৪ কোটি টাকা, প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখায় ২৩,২৭০ কোটি টাকা এবং প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিংকে অবশিষ্ট ১৫,৩৯৪ কোটি টাকা রয়েছে। এখন দেশের ৬০টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৩৩টি বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে।

বিনিময়ের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি

পড়বে। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়ামা কিমিনোরি বলেছেন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। কর্মশালাটির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা জাপানি ক্যালিগ্রাফির রাজ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন। কর্মশালাটি পাঁচটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি দলে ২০ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। প্রতিটি সেশন ৩০ মিনিট স্থায়ী হবে। অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে জাপানের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফি শিল্পী সাতোকো আজুমা বক্তব্য দেন।

উখিয়ায় অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা আটক

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার শীলেরছড়া এলাকায় অস্ত্র ও গুলিসহ এক রোহিঙ্গা ব্যক্তিকে আটক করেছে র‌্যাব। গত বৃহস্পতিবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কক্সবাজার র‌্যাব-১৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন। এর আগে, একই দিন সন্ধ্যায় উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের শীলেরছড়া এলাকায় এ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক মো. সেলিম (৩০) উখিয়া উপজেলার কুতুপালং ৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জি-৫ ব্লকের মৃত নুর আহাম্মদের ছেলে। র‌্যাবের অধিনায়ক সাজ্জাদ হোসেন বলেন, উখিয়ার রাজাপালং ইউনিয়নের শীলেরছড়া এলাকায় মাদক কেনা-বেচার জন্য কিছু লোকজন অবস্থান করছে এমন খবরে র‌্যাবের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। এ সময় র‌্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে সন্দেহজনক ২-৩ জন লোক দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় তাদের ধাওয়া দিয়ে একজনকে আটক করতে সক্ষম হলেও অন্যরা পালিয়ে যান। পরে আটক ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করে দেশীয় তৈরি একটি বন্দুক ও পাঁচটি গুলি পাওয়া যায়। র‌্যাবের এ কর্মকর্তা জানান, আটক সেলিম রোহিঙ্গা ক্যাম্প কেন্দ্রীয় অপরাধী চক্রের সদস্য। তার বিরুদ্ধে ডাকাতি, অপহরণ ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে উখিয়া থানায় মামলা করা হয়েছে বলেও জানান লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাজ্জাদ হোসেন।

কুমিল্লায় বাস খাদে পড়ে নিহত ৫

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। বাসটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ছিল। গতকাল শুক্রবার সকালে মহাসড়কের বসন্তপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাইওয়ে পুলিশ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত নিহত তিন জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। দূরপাল্লার পরিবহন হওয়ায় বাকি দুজনের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। নিহতরা হলেন- কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার মতিউর রহমানের ছেলে মোহাম্মদ হোসেন (৩০), চট্টগ্রামের বাশখালীর বাহারছড়া গ্রামের নুরুল আবসারের ছেলে বদরুল হাসান রিয়াদ (২৬) এবং নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার সাহাপুর গ্রামের মৃত মোখলেছুর রহমানের ছেলে নাসির উদ্দিন পলাশ (৪০)। ঢাকা থেকে কক্সবাজারের টেকনাফ যাচ্ছিল রিল্যাক্স পরিবহনের ডাবল ডেকার বাসটি। পথে চৌদ্দগ্রামে দুর্ঘটনার শিকার হয়। যাত্রী, স্থানীয় বাসিন্দা ও হাইওয়ে পুলিশের সূত্র বলছে, বাসের বেপরোয়া গতির কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। যাত্রীদের বারবার অনুরোধের পরেও চালক তার বেপরোয়া গতি অব্যাহত রেখেছে যে-কারণে খালি সড়কে ঝরেছে পাঁচ প্রাণ। দুর্ঘটনাকবলিত রিল্যাক্স বাসের বেঁচে যাওয়া যাত্রী ঢাকার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ছাত্র রাঙ্গামাটির আরজ হোসেন সুমন বলেন, আমরা যাত্রীরা বারবার নিষেধ করছিলাম বেপরোয়া গতিতে যেন গাড়ি না চালান। তিনি তারপরেও বেপরোয়া গতিতে বাসটি চালাচ্ছিলেন। একসময় আমরা চিৎকার করি। চালক গাড়িটি কুমিল্লায় একটি হোটেলে পার্ক করেন। দীর্ঘ সময় সেখানে অপেক্ষার পর আবারও বেপরোয়া গতিতে চালানো শুরু হয়। এ সময় অনেকে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছিল না। চৌদ্দগ্রাম এলাকায় এসে বিকট শব্দে গাড়িটি খালি রাস্তার পাশে উলটে যায়। সবাই সাহায্য চাইছিলেন। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। আমি নিজেও তখন স্রষ্টাকে ডাকছিলাম। যেন মৃত্যুর দুয়ার থেকে ঘুরে আসলাম। সায়েদাবাদের জনপদের মোড় থেকে বাসে ওঠা যাত্রী আরজ হোসেন সুমন জানান, রাত সাড়ে ১২টায় বাসটি ছাড়ার কথা থাকলেও ২৮ জন যাত্রী নিয়ে রাত ২টায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করে। ফজরের নামাজের আগে কুমিল্লার পদুয়ার বাজার এলাকায় একটি হোটেলে যাত্রাবিরতি করে। যাত্রাবিরতির আগে গাড়িটির গতি বেপরোয়া থাকায় যাত্রীরা চিৎকার করেন। যাত্রাবিরতি শেষে গাড়িটি আবারও বেপরোয়া গতির কারণে চৌদ্দগ্রামের বসন্তপুর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। এ সময় বাসের অধিকাংশ যাত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন। বেপরোয়া গতির কারণেই বাসটি দুর্ঘটনায় পড়েছে। অপর যাত্রী চট্টগ্রামের আযান হোসেন বলেন, বেশির ভাগ যাত্রী ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম ভেঙে দেখি সবাই বাসের ভেতর আটকে পড়েছেন। এ সময় আমরা কয়েকজন মিলে গাড়িটির সামনের গ্লাস ভেড়ে আহতদের উদ্ধারের চেষ্টা করি। আশপাশের কাউকে আমরা এগিয়ে আসতে দেখিনি। সময়টা ভোর হওয়ায় রাস্তা ফাঁকা ছিল। আশপাশে কোনো গাড়িও ছিল না। কিছু সময় পর স্থানীয়রা এসে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারির নাবিল হোসেন বলেন, গাড়ির গ্লাস ভেঙে আটকে পড়াদের বের হতে সহায়তা করি। আহতদের কয়েকজনকে টেনে বের করি। বেপরোয়া গতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহত মোহাম্মদ হোসেনের বড় ভাই আহত ফিরোজ হোসেন বলেন, ছয় ভাই, পাঁচ বোনের মধ্যে মোহাম্মদ হোসেন তৃতীয়। সে পেশায় নির্মাণ ঠিকাদার। ছোট ভাই মোহাম্মদ আকাশকে বিমানবন্দর পৌঁছে দিয়ে এক আত্মীয়সহ আমরা দুই ভাই বাসে করে বাড়ি ফিরছিলাম। পথে দুর্ঘটনায় ছোট ভাইকে হারালাম। চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রবিউল হাসান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ১০ থেকে ১৫ জনকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চার জনকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পাঁচ জন নিহত হয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ এসএম লোকমান হোসাইন বলেন, বাসটি সকালে মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বসন্তপুর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ সময় পাঁচ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর বাসের চালক ও হেলপার পলাতক রয়েছেন। বাসটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যাত্রীদের সঙ্গে আমরা কথা বলে জানতে পেরেছি, ভোরে সড়ক ফাঁকা থাকার কারণে বেপরোয়া চালাচ্ছিলেন চালক। যাত্রীদের নিষেধের পরেও গতি কমাননি। আমরা চালক ও সহযোগীকে না পেলেও তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিহতদের লাশ পরিবারের কারণে হস্তান্তরের কাজ করছি। চৌদ্দগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের সাব ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি চারদিকে মানুষের আর্তনাদ। কয়েকজন আটকে পড়া যাত্রীকে উদ্ধার করি। কিন্তু ঘটনাস্থলেই পাঁচ জন মারা যান।

গাইবান্ধায় ১০ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই

স্টাফ রিপোর্টার :গাইবান্ধা পৌর শহরে আগুন লেগে ১০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে অন্তত চার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে শহরের স্টেশন রোডের চুরিপট্টিতে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। স্থানীয়রা জানান, রাত সাড়ে ১১টার দিকে হঠাৎ করে শহরের চুরিপট্টির সনি রেকসিন হাউজ নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে স্থানীয়রা নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুন দ্রুত ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। পরে খবর দেওয়া হলে গাইবান্ধা ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নেভায়। কিন্তু ততক্ষণে ১০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে- মাহিম স্টোর, তামিম সুতা ঘর, নিউ সুতা ঘর, সনি রেকসিন হাউজ, তপু জরি ঘর, রাইসা রেকসিন হাউজ, সোহেল স্টোর, নিতাই চন্দ্র সাহা ও সুতা ঘর। গাইবান্ধা ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন বলেন, আগুন নেভাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কারণ কিছু প্রতিষ্ঠানে পটকা, তেল ও কসমেটিকস ছিল। পটকাগুলো ফুটে আগুন বাড়িয়েছে। তিনি বলেন, আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আগুনে ছোট বড় ১০টি প্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে।

কক্সবাজারে ২ জেলের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার :কক্সবাজার: সদর উপজেলার খুরুশকূল আশ্রয়ণ প্রকল্প সংলগ্ন মৎস্য ঘেরের পাশ থেকে দুই জেলের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্প সংলগ্ন মনু-পাড়া থেকে লাশ দুইটি উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন কক্সবাজার সদর থানার ওসি মো. রাকিবুজ্জামান। নিহতরা হলেন কক্সবাজার সদরের খুরুশকূল ইউনিয়নের মনুপাড়ার বাসিন্দা জামাল হোসেনের ছেলে আবদুল খালেক (২৫) এবং একই এলাকার আবু তাহেরের ছেলে মো. ইয়াছিন আরাফাত (২৪)। তারা দুইজনই পেশায় জেলে। স্থানীয়দের বরাতে ওসি রাকিবুজ্জামান বলেন, সকালে সদরের খুরুশকূল ইউনিয়নের মনুপাড়ায় জনৈক শামশুল হুদার মৎস্য ঘেরের পাশে দুই ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকার খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৎস্য ঘেরের বাঁধের ওপর উপুড় অবস্থায় দুইজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি আরও বলেন, নিহতদের শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন না থাকলেও বৈদ্যুতিক শকের মত পোড়া ক্ষত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার রহস্য উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে। নিহতদের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ওসি মো. রাকিবুজ্জামান। খুরুশকূল ইউপি চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান ছিদ্দিকী বলেন, সকালে স্থানীয়দের কাছ থেকে মনুপাড়াস্থ মৎস্য ঘেরের পাশে দুই যুবকের লাশ পড়ে থাকার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল গিয়েছি। পরে বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করি। নিহত ইয়াছিনের বাবা আবু তাহের জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে তার ছেলে বাড়ি থেকে বের হন। পরে রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। গতকাল শুক্রবার সকালে সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পরও সন্ধান পাননি। পরে মনুপাড়াস্থ একটি মৎস্য ঘেরের পাশে তার লাশ পড়ে থাকার খবর দেয় স্থানীয়রা। তবে মৃত্যুর কারণ জানেন না বলে জানান তিনি।

রাজবাড়ীতে ভোট চেয়ে বাড়ি ফেরার পথে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে আনারস প্রতীকের প্রার্থী আবুল কালাম আজাদের পক্ষে ভোট চেয়ে বাড়ি ফিরছিলে সৈয়দ আলী আজম (৫৭) নামে এক ব্যক্তি। এ সময় তাকে পেছন দিক থেকে হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের দক্ষিণবাড়ি গ্রামের দরগার পাশে জহুরের বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে আহত অবস্থায় তাকে বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহত সৈয়দ আলী আজম দক্ষিণবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সৈয়দ আলী আজম বলেন, বালিয়াকান্দি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কালাম আজাদের আনারস প্রতীকে ভোট চেয়ে রামদিয়া ব্রিজ ঘাট এলাকা থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। পথে দক্ষিণবাড়ি দরগার পাশে জহুরের বাড়ির সামনে পৌঁছালে এহসানুল হাকিম সাধনের মোটরসাইকেল প্রতীকের সমর্থক নবাবপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি জীবন ও তার সহযোগী মনিরসহ তিনজন পেছন থেকে আমার মাথায় হকিস্টিক দিয়ে আঘাত করে। এ সময় আমার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে তারা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, আবুল কালাম আজাদের পক্ষে নির্বাচন করায় ইতঃপূর্বে জীবন আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। তারই অংশ হিসেবে আমার ওপর এ হামলা চালানো হল। আনারস প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী ও বালিয়াকান্দি উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সৈয়দ আলী আজম আমার সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণায় ছিলেন। প্রচারণা শেষে বাড়ি ফেরার পথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এহসানুল হাকিম সাধনের সন্ত্রাসী বাহিনী আলী আজমের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশকে অস্থিতিশীল করতে এর আগেও তারা আমার কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় আমরা মামলা করবো। বালিয়াকান্দি থানার ওসি মো. আলমগীর হোসেন বলেন, হামলার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ছাড়া হাসপাতালে গিয়েও আহত ব্যক্তিকে দেখেছি এবং তার সঙ্গে কথা বলেছি। তার মাথায় একটি সেলাই লেগেছে। এই ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করবেন। জড়িতদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে।

গভীর রাতে ঘর থেকে তুলে নিয়ে কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে গভীর রাতে ঘর থেকে ১৭ বছরের এক কিশোরীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা ছয়জনকে আসামি করে গতকাল শুক্রবার নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে আড়াইহাজার থানায় এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার অভিযোগ অনুসারে, গত বুধবার গভীর রাতে আড়াইহাজার পৌরসভার চামুরকান্দি এলাকায় অজ্ঞাত ৫-৬ জন যুবক ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ওই কিশোরীর হাত-পা বেঁধে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, কিশোরীর পরিবারটি মুন্সিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ছিল। মেঘনায় বাড়ি ভেঙে যাওয়ায় চার মাসে আগে আড়াইহাজারের চামুরকান্দি এলাকায় জায়গা কিনে বাড়ি বানিয়ে বসবাস করছিল তারা। ঘটনার দিন অনুমানিক রাত ২টা ৩০ মিনিটে কিশোরী ও তার মা ঘুমে থাকাকালে অজ্ঞাতনামা ৫-৬ জন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেশীয় অস্ত্রের মুখে ভয়ভীতি দেখিয়ে ওই কিশোরীকে তাদের বাড়ির ডান পাশে ভিকটিমের অপর এক আত্মীয়ের খালি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে ধর্ষণ করা হয়। পরে অভিযুক্তরা কিশোরীর মাকে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি দেখায় এবং হত্যার হুমকি দিয়ে চলে যায়। আড়াইহাজার পৌরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর মোমেনুল হক শুভ জানান, মেয়েটির বাড়ি নদীর পাশে। এই এলাকায় জুয়াড়ি ও বখাটেদের আড্ডা থাকে। তারা এই ঘটনা ঘটাতে পারে। ঘটনাটি মর্মান্তিক। আমরা এর সঠিক বিচার চাই। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে আড়াইহাজার থানার ওসি আহসান উল্লাহ জানান, পূর্ব কোনো শত্রুতা থেকে এই ঘটনা ঘটতে পারে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে পুলিশ এরইমধ্যে অভিযানে নেমেছে। ভিকটিমকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য নারায়ণগঞ্জ পাঠানো হয়েছে। আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে আসামিরা গ্রেপ্তার হবে।

চাঁদপুরে মেঘনায় জব্দ নিষিদ্ধ বিভিন্ন জাল আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরের হাইমচরে মেঘনা নদীতে ছোট প্রজাতির মাছ ধ্বংসকারী নিষিদ্ধ চরঘেরা জাল, চায়না দোয়াইর চাঁই ও চিংড়ি পোনা নিধনকারী পুশ নেট জাল জব্দ করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে হাইমচর উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. মাহবুব রশীদ এ তথ্য জানান। এ সময় তিনি বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাইমচর উপজেলার মেঘনা নদীর চরভৈরবী এলাকার টুমাচরসহ অন্যান্য চরে ও খালে হাইমচর মৎস্য অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ৪০ হাজার মিটার চরঘেরা জাল, ২০টি চায়না দোয়াইর চাঁই ও পাঁচটি চিংড়ি পোনা নিধনকারী পুশ নেট জব্দ করা হয়। জব্দ জাল ও চাঁই হাইমচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উম্মে সালমা নাজনীন তৃষার অনুমতি ক্রমে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে ইউএনও উম্মে সালমা নাজনীন বলেন, দেশীয় প্রজাতির মাছ ও রেনু পোনা রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযানে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের হাইমচর উপজেলা ক্ষেত্র সহকারী মো. ইজাজ মাহমুদ, প্রকল্পের কর্মচারী শাহজাহান মালসহ শ্রমিকরা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

সিরাজগঞ্জে কাভার্ডভ্যানে পাচার হচ্ছিল সাড়ে ৫ মণ গাঁজা

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জের তাড়াশে অভিনব কায়দায় কাভার্ডভ্যানে করে পাচারকালে প্রায় সাড়ে পাঁচ মণ (২১৬ কেজি) গাঁজাসহ দুইজনকে আটক করেছে র?্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‌্যাব-১২) সদস্যরা। এ সময় কাভার্ডভ্যানটিকে জব্দ করা হয়। গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে তাড়াশ উপজেলার চর হামকুড়িয়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার থানার রাজাকাচরের নুরু মিয়ার ছেলে মো. আল আমিন (২২) ও একই জেলার বাঙ্গরাবাজার থানার রাজা চাপিতলা গ্রামের ইসমত আলী ওরফে ইস্মত আলীর ছেলে এরশাদ ওরফে হৃদয় (২৭)। গতকাল শুক্রবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন র‌্যাব-১২ অধিনায়ক, অতিরিক্ত ডিআইজি মো. মারুফ হোসেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি উল্লেখ করেন, কাভার্ডভ্যানযোগে গাঁজা পাচার করা হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চর হামকুড়িয়া এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করে র‌্যাব-১২ সিরাজগঞ্জ সদর ক্যাম্প। এ সময় ওই কাভার্ডভ্যানটি তল্লাশি চালিয়ে এর ভেতরে অভিনব কায়দায় লুকানো অবস্থায় ২১৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ সময় ওই দুজনকে আটক করা হয়। আটকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে। এ ঘটনায় তাড়াশ থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

শরীফার গল্প ফেরাতে প্রতিবাদ করবে উদীচী

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন প্রণীত শিক্ষাক্রমের সপ্তম শ্রেণির বইয়ে থাকা 'শরিফ-শরীফার গল্প' বাদ দিতে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। গতকাল শুক্রবার দুপুরে সংগঠনের প্রচার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সম্পাদক কংকন নাগ এ তথ্য জানান। এ সুপারিশের প্রতিবাদে আজ শনিবার বিকাল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করবে উদীচী। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে জানান, গল্পটিতে পরিবর্তন আনা হলে তা পক্ষান্তরে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকেই প্রশ্রয় দেওয়ার সামিল হবে।

টঙ্গীতে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি প্লাস্টিক কারখানা আগুনে পুড়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে ১১টায় টঙ্গীর সিলমুন এলাকার ওই কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। কেউ হতাহত হয়নি। টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আবু মোহাম্মদ সাজেদুল কবির জোয়ার্দার প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানান, রাত পৌনে ১১টার দিকে প্লাস্টিকের কারখানায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করে। প্রায় এক ঘণ্টা পর চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। কারখানাটিতে প্লাস্টিকের দানা তৈরি করা হতো। কারখানার মালিক আবদুল হামিদ লিটু মিয়া বলেন, আমার কারখানাটিতে প্লাস্টিকের বস্তা ও বিভিন্ন বোতল গলিয়ে প্লাস্টিকের দানা তৈরি করা হতো। আগুনে কারখানার মালামাল ও মেশিন পুড়ে গেছে।

নড়াইলে সাবেক চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যায় গ্রেপ্তার ৪

স্টাফ রিপোর্টার : নড়াইলের লোহাগড়ায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সিকদার মোস্তফা কামালকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় প্রধান আসামিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। গ্রেপ্তাররা হলেন- সাজেদুল মল্লিক (২৫), পাভেল শেখ (২৮), মামুন মোল্যা (২৬) ও রহমত উল্লাহ শেখ (১৯)। গত বৃহস্পতিবার রাতে র‌্যাব-৬, র‌্যাব-৭ এবং র‌্যাব-১০ এর যৌথ অভিযানে চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামী ও নড়াইল এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। র‌্যাব জানায়, ১০ মে নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার মল্লিকপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোস্তফা কামালকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা নজরদারির ধারাবাহিকতায় প্রধান আসামি সাজেদুলসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর কারওয়ানবাজারে র‌্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান র‌্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার আরাফাত ইসলাম। দীর্ঘ বিরোধের জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল ও একই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার আকবর হোসেন লিপনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আগে থেকে দ্বন্দ্ব ছিল। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বিরোধের জেরে মোস্তফা কামাল এবং আকবর হোসেন লিপনের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই সংঘর্ষে লিপন গুরুতর আহত হয় এবং তার একটি হাত কাটা পড়ে। পরবর্তীতে লিপন ও তার অনুসারীরা মোস্তফা কামালের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে। তিনি বলেন, লিপনের নির্দেশনায় ঘটনার দিন সকালে তার ছোট ভাইয়ের বাড়িতে গ্রেপ্তার সাজেদুলসহ অন্যান্য আসামিরা মোস্তফা কামালকে হত্যার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মোস্তফা কামালের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ঘটনার দিন সন্ধ্যায় সাজেদুলসহ অন্যান্য আসামিরা আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রসহ ঘটনাস্থলে অবস্থান করে। মোস্তফা কামাল ঘটনাস্থলে পৌঁছামাত্র সাজেদুল পিস্তল দিয়ে ৩ রাউন্ড গুলি করে। যার মধ্যে ২ রাউন্ড গুলি মোস্তফা কামালের বুকে ও পিঠে লাগে এবং গুরুতর আহত হয়। পরে সাজেদুলসহ অন্যরা ঢাকা, পতেঙ্গা ও চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপন করে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারসহ ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধারে র‌্যাবের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি। র‌্যাবের মুখপাত্র বলেন, সাজেদুল স্থানীয় একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রথম বর্ষের ছাত্র।

সাতক্ষীরায় সাপের ছোবলে শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বিষধর একটি সাপের ছোবলে শারাফাত হোসেন সিফাত (৭) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে জানাজা শেষে শিশুটির দাফন সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার আটুলিয়া ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া (ক্লাব মোড়) এলাকায় নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। সিফাত সাতক্ষীরা জেলা শহরের শাহিন আলমের ছেলে। তবে, বাবা-মায়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় সিফাত এবং তার মা আটুলিয়া ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া (ক্লাব মোড়) এলাকায় তার নানা মোস্তফা মোল্লার বাড়িতে থাকতেন। নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মা তাকে হাঁস-মুরগি ঘরে উঠেছে কিনা দেখতে বললে সিফাত তা দেখতে যায়। সেসময় মুরগির ঘরের পাশের চালা (গর্ত) থেকে একটি সাপ এসে শিশুটিকে ছোবল দেয়। টের পেয়ে পরিবারের লোকজন সিফাতকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ওঝার মাধ্যমে তাকে গ্রাম্য চিকিৎসা দেন। অবস্থার অবনতি হলে রাত ৮টার দিকে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

সম্পাদকীয়

কতখানি যৌক্তিক

ডলারের দর নির্ধারণে নতুন পদ্ধতি

ডলারের দর নির্ধারণে 'ক্রলিং পেগ' পদ্ধতি চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। 'ক্রলিং পেগ' হচ্ছে দেশীয় মুদ্রার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি। এতে একটি মুদ্রার বিনিময় হারকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ওঠানামার অনুমতি দেওয়া হয়। এতদিন ডলার বিক্রির আনুষ্ঠানিক দর ছিল ১১০ টাকা। 'ক্রলিং পেগ' পদ্ধতি চালুর ফলে এখন থেকে ডলারের মধ্যবর্তী দর হয়েছে ১১৭ টাকা। বুধবার এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এক লাফে ডলারের দাম ৭ টাকা বাড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, এতে পণ্যের আমদানি খরচ বাড়বে। ফলে বাড়বে পণ্যের দামও। ডলার সংকট নিরসনে বাংলাদেশ ব্যাংক অতীতে নানা পদক্ষেপ নিলেও কেন টেকসই সমাধান মেলেনি, তা খতিয়ে দেখা দরকার। দেশে গত প্রায় ২ বছর ধরে ডলারের বিনিময় হারে ব্যাপক অস্থিরতা চলছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে, ক্রলিং পেগ পদ্ধতি চালুর পর শুরুতে বড় উল্লম্ফন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। অন্য সবকিছু ঠিক থাকলে দীর্ঘমেয়াদে ডলারের বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে এটি নিশ্চিত করতে হলে হুন্ডি কারবারিদের নির্মূল করা জরুরি, পাশাপাশি ডলারের অবৈধ লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, অর্থনৈতিক সংকটের সময় কোনো কোনো দেশে 'ক্রলিং পেগ' নীতি অনুসরণ করা হলে সেটির ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো দেশের রিজার্ভ দুর্বল হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বিনিময় হারে অস্থিরতা বাড়লে এবং একইসঙ্গে উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলমান থাকলে সেখানে এ নীতি কাজ করে না। বরং এটি বিনিময় হারের অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং হুন্ডি কারবারিরা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমরা অনেক দিন ধরেই লক্ষ করে আসছি, আমদানিকারকরা ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে চাহিদামতো ডলার কিনতে না পেরে কার্ব মার্কেট থেকে অতি উচ্চমূল্যে তা সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহের একটি বড় অংশ হুন্ডির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। রপ্তানি আয়ের একটি অংশ ব্যাংকিং চ্যানেলে না এসে আসছে হুন্ডির মাধ্যমে। পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও এখন হুন্ডি কারবারিদের প্রভাব বাড়ছে। জানা গেছে, বৈধ বিদেশগামী বহু যাত্রীর লেনদেন হচ্ছে হুন্ডিতে। এ পরিস্থিতিতে নতুন পদ্ধতির সুফল মিলবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন, দেশের অর্থনীতিতে এখন যে ধরনের সংকট বিরাজ করছে, তাতে ডলারের বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। তারা আরও মনে করেন, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কোনো নীতিরই সুফল মিলবে না। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সুফল পেতে হলে ব্যাংক খাতসহ আর্থিক খাতের কার্যকর সংস্কার করে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স যাতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়ে, সেজন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। একইসঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্যও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। দুর্নীতিও ডলার সংকটকে তীব্র করে তুলছে। কাজেই দুর্নীতি রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে ডলার সংকট নিরসনে যত ভালো পদক্ষেপই নেওয়া হোক না কেন, তাতে টেকসই সমাধান মিলবে কিনা সন্দেহ।

বরং এটি বিনিময় হারের অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং হুন্ডি কারবারিরা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমরা অনেক দিন ধরেই লক্ষ করে আসছি, আমদানিকারকরা ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে চাহিদামতো ডলার কিনতে না পেরে কার্ব মার্কেট থেকে অতি উচ্চমূল্যে তা সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহের একটি বড় অংশ হুন্ডির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে

বরাদ্দকৃত সেতু অকেজো কেনো?

উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা করা হয় জনজীবনের উন্নয়নের কথা ভেবেই। উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা করতে গেলে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। দেশ এবং মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, সেতু ইত্যাদিতে সরকার যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন। বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে তৈরি করা হয় উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা। যখন সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ অনার্থকে পরিণত হয় তখন বিষয়টা কেমন দাঁড়ায়? বলছি ঘিওর উপজেলার সিংজুরী ইউনিয়নের বৈকুণ্ঠপুর কালীগঙ্গা নদীর ওপর সেতুর নির্মাণের কথা। দুই পাশের কৃষিজমির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে একটি সেতু হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন কৃষিজমি থেকে বেরিয়েছে। জমি অধিগ্রহণ জটিলতার মধ্যে ৩৪ কোটি টাকা খরচ করে নির্মাণ করা সেতুটির নেই কোনো সংযোগ সড়ক ফলে সেটি স্থানীয়দের কোনো কাজেই আসছে না। উপজেলা এলজিইডি কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনযায়ী, ২০১৮ সালের দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ঘিওর উপজেলার সিংজুরী ইউনিয়নের বৈকুণ্ঠপুর কালীগঙ্গা নদীর ওপর সেতুর নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্ট ট্রেডিং অ্যান্ড বিল্ডার্স এবং মেসার্স কহিনুর এন্টারপ্রাইজ। দরপত্র অনুযায়ী ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এরই মধ্যে দুই দফা সময় বাড়ানো হয়েছে। সবশেষ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাজ শেষ হওয়ার নির্দেশনা থাকলেও, ওই সময়ের মধ্যেও শেষ হয়নি। ৩৬৫ মিটার দৈর্ঘ্য এ সেতুটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, দুই বছর আগেই সেতু নির্মাণ শেষ হলেও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ঠিকাদার দুই পাশের সংযোগ সড়ক করতে পারছে না। দুই পাড়ে ৬৩০ মিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণে ৪ দশমিক ৯৬ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ করার কথা ছিল। সেতুর অবকাঠামো নির্মাণ শতভাগ শেষ হলেও ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতায় সেতুর সংযোগ সড়ক নির্মাণ আটকে গেছে। সংযোগ সড়কের অভাবে আগের মতোই খেয়া নৌকা দিয়ে পার হচ্ছেন দুই পাড়ের অর্ধশতাধিক গ্রামের মানুষ। সেতুর দুই পাশে কোনো রাস্তা করতে না পারায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। এলাকার প্রায় ৫০-৬০ হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়ে। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে যতদ্রুত সম্ভব সেতুতে যাতায়াত ব্যবস্থা করা হোক।

বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি

দীর্ঘদিন ধরেই নিত্যপণ্যের দামে হাঁসফাঁস অবস্থা সাধারণ মানুষের। বাজারে সরবারহে খুব একটা ঘাটতি না থাকলেও বেশিরভাগ পণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী। সপ্তাহের ব্যবধানেই দাম বেড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সবজির। একই সাথে চড়তে থাকে সব ধরনের মাংস ও ডিমের দামও। মাঝে সবজির দাম বাড়ার কারণ হিসেবে গরমের দোহাই দিয়েছিল ব্যবসায়ীরা। এখন বৃষ্টি শুরু হলেও দাম তো কমেইনি উল্টো বেড়েছে। কিন্তু এখন দাম বাড়ার কারণের আর কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না ব্যবসায়ীদের কাছে। খুচরা বিক্রেতারা বলছেন, দাম বেড়ে গেলে আমাদের বেশি দামেই বিক্রি করতে হয়। দাম বাড়ানো-কমানো আমাদের হাতে নেই। আমরা কেবলই কিনে এনে কিছু লাভ রেখে বিক্রি করি। অন্যদিকে বাজার করতে আসা ক্রেতারা সবকিছুর দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সবজির দাম যেভাবে বাড়ছে, কিনে খাওয়াই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এদিকে শুধু খুচরা বাজারে নয়, উত্তাপ বেড়েছে পাইকারি বাজারের পণ্যের দামেও। যার প্রভাব দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা ব্যববসায়ীদের। গরমে সবজির চাহিদা বেড়েছে কিন্তু সে অনুপাতে সরবরাহ নেই। এ ছাড়া সবজি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাজারে একধরনের সংকট তৈরি হয়েছে। তাই বেশির ভাগ সবজির দাম বাড়তির দিকে রয়েছে। অন্যদিকে মুরগির দামও গত সপ্তাহের চেয়ে বেশি। বিশেষ করে সোনালী জাতের মুরগির দাম বেশ বেড়েছে। এ মুরগী প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৪১০-৪২০ টাকা। যা দুই সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় ৮০ টাকা বেশি। ব্রয়লার ২২০-২৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বাজারে ফার্মের মুরগির ডিমের দামও বেড়েছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি ডজনে ১০ টাকা বেড়ে ১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুরগি ও ডিমের দাম বাড়ার কারণ হিসেবে তাপপ্রবাহে মুরগি মারা যাওয়া, ডিম নষ্ট হওয়া ও সরবরাহের ঘাটতিকে দুষছেন বিক্রেতারা। স্বস্তির খবর নেই মাছের বাজারেও। গরমের উত্তাপ ছড়িয়েছে এখানেও। বেশিরভাগ চাষের ও দেশি মাছের দামই চড়া। বিক্রেতাদের দাবি, বাজারে মাছের সরবরাহ কম থাকায় দাম বাড়ছে। এর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে অধিক হারে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ না পায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি আমদানিকৃত ও দেশজ উৎপাদিত- এ দুধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে সংরক্ষণের অভাবে বছরে প্রায় ৩০ শতাংশ খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়। তাই পচনশীল খাদ্যদ্রব্য যথাযথ সংরক্ষণের জন্য উপজেলাভিত্তিক আরও বেশি হিমাগার স্থাপন করতে হবে। তা না হলে স্বল্প আয়ের মানুষের অস্বস্তি দূর হবে না।

অর্থনীতি গতি ফিরে পাবে কবে?

প্রভাষ আমিন

অর্থনীতি আমার কাছে বেশ জটিল মনে হয়। ক্রলিং পেগ, সুদহার, নীতি সুদহার, কলমানি রেট, রিজার্ভ, ডলার সংকট, ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও, ওভার ইনভয়েস, আন্ডার ইনভয়েস- অর্থনীতির অনেক টার্ম বুঝি না। আমরা আমজনতা একটা জিনিসই বুঝতে চাই, আমার যা আয় আছে, তা দিয়ে যেন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মোটামুটি খেয়েপরে বাঁচতে পারি। কিন্তু এই জায়গাটাতেই সমস্যা। আয়ের সাথে ব্যয়ের মিল থাকছে না। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেড়ে গেছে। এক দুই মাস হলে হয়তো সামাল দেওয়া যেতো। কিন্তু আয়-ব্যয়ের এই গরমিল চলছে বছরের পর বছর। হতদরিদ্র, দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে অনেক আগেই। ঘুরে দাঁড়ানোরও কোনো সুযোগ নেই। মূল্যস্ফীতি ডাবল ডিজিটে স্থির হয়েছে অনেক আগেই। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। সরকার সেটা জানে না, তা নয়। গত নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অগ্রাধিকার তালিকায় এক নম্বরে ছিল দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ। নতুন মন্ত্রিসভায় ডায়নামিক বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি দারুণ দৌড়ঝাঁপ করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখনও দ্রব্যমূল্য আকাশেই আছে। আওয়ামী লীগ এখন টানা চতুর্থ মেয়াদে দেশ শাসন করছে। আগের তিনটি মেয়াদ যতটা সাফল্যে মোড়ানো ছিল, এই মেয়াদ তেমনটি নয়। এই মেয়াদে চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। দেশের মানুষের স্বার্থেই এ চ্যালেঞ্জ উতরানো জরুরি। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য ছিল উন্নয়ন। শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ পরিণত হয় উন্নয়নের রোল মডেলে। পদ্মা সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল, মেট্রোরেল, সাবমেরিন, স্যাটেলাইট, পারমাণবিক বিদ্যুৎ- উন্নয়নের একের পর এক চমকে সবাই গর্বিত। এই সময়ে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছে। সব সামাজিক সূচকেও বাংলাদেশের বদলে যাওয়ার ছবি পরিষ্কার। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে দারুণ মোমেন্টাম পেয়েছিল, কোভিড এসে তাতে প্রথম ধাক্কা দেয়। কোভিডের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এসে শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বের অর্থনীতি টালমাটাল করে দেয়। সেই যুদ্ধ থামে তো নাইই, উল্টো ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আগ্রাসন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কোভিড এবং যুদ্ধের অভিঘাত গোটা বিশ্বেই লেগেছে। কিন্তু শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলো তা সামাল দিতে পারলেও বাংলাদেশের মতো বিকাশমান অর্থনীতির পক্ষে তা সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। সে কারণেই ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত অর্থনীতির যে গতি তা ২০২১ সালের পর থেকে উল্টো পথে হাঁটতে থাকে। বাড়তে বাড়তে বাংলাদেশের রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উঠেছিল। কমতে কমতে তা এখন ২০ বিলিয়ন ডলারে নিচে নেমে এসেছে। ডলারের বাজারের অস্থিরতা টালমাটাল করে দিয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভারসাম্য। দীর্ঘদিন টাকার সাথে ডলারের বিনিময় মূল্য ৮৫ টাকার আশেপাশে থাকলেও এখন সরকারি ভাবেই তা ১১৭ টাকা। খোলাবাজারে তা ১২৫ টাকা ছাড়িয়েছে। আমানত ও ঋণের সুদের হার দীর্ঘদিন ৬-৯ এ আটকে রাখা হলেও এখন তা বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আমদানি খরচ বেড়েছে, উৎপাদন খরচ বেড়েছে, ব্যবসার ব্যয় বেড়েছে। সরাসরি যার প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপর। অর্থনীতির চাপ সামাল দিতে সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ'এর দ্বারস্থ হয়। দীর্ঘ মূল্যায়ন শেষে আইএমএফ ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে। এরই মধ্যে ঋণের দুই কিস্তি ছাড় হয়েছে। তৃতীয় কিস্তি ছাড় করতে আইএমএফ প্রতিনিধিদল দুই সপ্তাহের সফরে বাংলাদেশে আসেন। নানান বৈঠক শেষে তারা তৃতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ে সম্মত হয়েছেন। আশা করা যায়, এ মাসেই তৃতীয় কিস্তির অর্থ পাওয়া যাবে। তবে চাইলেই আইএমএফ'এর ঋণ পাওয়া যায় না। এজন্য মানতে হয় তাদের নানা শর্ত। এ পর্যন্ত আইএমএফ যে যে শর্ত দিয়েছে, তার সবগুলোর সাথেই আমি একমত। ব্যাংকখাতে সংস্কার, রাজস্ব আয় বাড়ানো, খেলাপি ঋণ কমানো, ভর্তুকি কমানো- ঠিকঠাক মতো কাজগুলো করতে পারলে টেকসইভাবে ভর্তুকি কমাতে হলে অপচয়, দুর্নীতি কমাতে হবে, দক্ষতা বাড়াতে হবে। কিন্তু সরকার কঠিন পথে না গিয়ে সহজ পথে হেঁটেছে। ফলে দফায় দফায় বেড়েছে তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের দাম। জ্বালানির দাম বাড়লে সবকিছুর দামই বাড়ে। রাজস্ব আয় বাড়ানোর টেকসই উপায় হলো রাজস্ব জাল দেশজুড়ে বিস্তৃত করা। কর দেওয়ার মতো সব মানুষকে করজালের আওতায় আনা। কিন্তু সেই কঠিন পথে হাঁটার সাহস দেখায় না রাজস্ব বোর্ড। তারা বরং করছাড় কমিয়ে, করহার বাড়িয়ে আয় বাড়াতে চায়। তাতে চাপ পড়ে নির্দিষ্ট কিছু লোকের ওপর। নির্দিষ্ট চাকরি যারা করেন, মানে যারা রাজস্ব বোর্ডের আওতায় আছেন, তাদের নিয়েই চলে কচলাকচলি। এখন সবার অপেক্ষা এই দুঃসময় কাটিয়ে অর্থনীতি কবে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা, তাতে ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব নয়। তবে অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে ব্যাংকখাতে আন্তরিক সংস্কার করতে হবে, খেলাপি সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে, যারা ব্যাংকের টাকা নিয়ে মেরে দিয়েছে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে, টাকা পাচার বন্ধ করতে হবে, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, দক্ষতা বাড়াতে হবে, সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। ঠিকঠাক মতো ভ্যাট আদায় করতে পারলেও রাজস্ব আয় বাড়ানো সম্ভব ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভ্যাট দিলেও তার পুরোটা সরকারের কোষাগারে জমা পড়ে না। আইএমএফ বারবার ব্যাংকখাতে সংস্কারের কথা বলে আসছে। এবার আইএমএফ টিম আসার আগেই বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সবল ব্যাংকের সাথে একীভূত করার উদ্যোগ নিয়েছিল। উদ্যোগটি দৃশ্যত ভালো হলেও যারা ব্যাংকগুলোকে দুর্বল করলো তাদের শাস্তি না দিয়ে একীভূত করার উদ্যোগের সমালোচনা করেন অনেকে। তার পরও ব্যাংকের সংখ্যা কমিয়ে আনা গেলে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির জন্য ভালো হতো। কিন্তু সে উদ্যোগও মুখ থুবড়ে পড়েছে। আইএমএফ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে থাকতে থাকতেই গত সপ্তাহে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদহার বাজারভিত্তিক করা এবং ডলারের দাম এক লাফে ১১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১৭ টাকায় নির্ধারণ করে। দীর্ঘমেয়াদে এ সিদ্ধান্তও বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভালোই হবে। কিন্তু এক চেয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, সেটা সামাল দেওয়ার মতো সক্ষমতা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনীতির নেই। সুদহার বাড়লে সেটা ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোক্তাদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করবে। যাতে উৎপাদন খরচ বাড়বে। ডলারের দাম বাড়ার প্রভাব তো সর্বগ্রাসী। সব ধরনের আমদানি পণ্যের দাম বাড়বে। বিশেষ করে জ্বালানি তেল ও গ্যাস এর প্রবল ও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশের খরচ বাড়বে। সব মিলিয়ে বাজারে আরেক দফা উল্লম্ফনের শঙ্কায় কাঁপছেন অনেকে। এতসব নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যেও আমরা যে একটা আরাম করে থেকে যাচ্ছি, তার কৃতিত্ব পুরোটাই কৃষকের। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বছরের পর বছর ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েও যেভাবে ফসল ফলাচ্ছেন, তাতে তাদের প্রতি কুর্নিশ। এবারও যেমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। সামনে আমরা বিদ্যুৎ পাই আর না পাই, খাওয়ার হয়তো অভাব হবে না। এমনিতেই খরচ বেড়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় বাড়েনি। বরং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় কমে গেছে। কোভিডে চাকরি ও ব্যবসা হারানো অনেকে এখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। এখন সবার অপেক্ষা এই দুঃসময় কাটিয়ে অর্থনীতি কবে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা, তাতে ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব নয়। তবে অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে ব্যাংকখাতে আন্তরিক সংস্কার করতে হবে, খেলাপি সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে, যারা ব্যাংকের টাকা নিয়ে মেরে দিয়েছে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে, টাকা পাচার বন্ধ করতে হবে, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, দক্ষতা বাড়াতে হবে, সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

লেখক : বার্তাপ্রধান, এটিএন নিউজ।

সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশের প্রশংসায় যুক্তরাষ্ট্র

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। সন্ত্রাস দমনে রোল মডেল হিসেবে বাংলাদেশ এখন পরিচিতি লাভ করেছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হলো রাষ্ট্রের মূলনীতি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং প্রধানমন্ত্রীর অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা। টেকসই গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন টেকসই শান্তি; আর টেকসই শান্তির জন্য দরকার টেকসই নিরাপত্তা। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সব উন্নয়নের নেপথ্যে রয়েছে দেশের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা। শেখ হাসিনা বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমনের মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে পেরেছেন বলেই এখন পৃথিবীর এক অপার বিস্ময়ের নাম বাংলাদেশ। মানুষের জীবন হয়েছে নিরাপদ। জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি হয়েছে শান্তিময়। বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল ও অকার্যকর করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র এবং অপতৎপরতার উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে তৎপর সন্ত্রাসীগোষ্ঠীগুলো সবই এ দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদী। তারা কখনো জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), কখনো হরকাতুল জিহাদ, কখনো আল্লাহর দল ইত্যাদি নাম ধারণ করেছে। ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিসান রেস্তোরাঁয়, কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে, সিলেটের আতিয়া মহলসহ বিভিন্ন জায়গায় তারা সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে তাদের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বাংলাদেশের জনগণ জঙ্গিদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। মা তার জঙ্গি ছেলেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছেন। আত্মীয়স্বজনরা জঙ্গিদের মরদেহ নিতে পর্যন্ত আসেনি। আমাদের দেশের মানুষ ধর্মভীরু, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। এ সত্য বারবার প্রমাণিত হয়েছে। গত ৩ মে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান নিয়ার ইস্ট সাউথ এশিয়া (নেসা) সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের একটি প্রতিনিধিদল ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শনকালে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করেছে। বর্তমান সরকার ধর্মীয় উগ্রপন্থাসহ সব রকম জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে অনেক আগেই। মূলত জামায়াতে ইসলামী ও শিবিরের হাত ধরে দেশে ধর্মীয় রাজনীতি ও জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটে। একাত্তরে পরাজিত হলেও পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক শাসনপুষ্ট সরকারগুলোর সহায়তায় দেশে ধর্মীয় উগ্রবাদ ও জঙ্গি কার্যক্রমের বিকাশ ঘটতে থাকে।

আশার কথা এই যে, এ দেশের মাটিতে তা কখনই শিকড় গেড়ে বসতে পারেনি এবং পায়নি জনসমর্থন। তবু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সর্বদাই সতর্ক ও তৎপর থাকতে হয়। নানাভাবে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান অনন্য। সন্ত্রাসবাদ আঞ্চলিক সমস্যা নয়, একটি বৈশ্বিক সংকট। উগ্রবাদের বিস্তার ও জঙ্গিবাদ দমনে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতির ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের বিস্তার প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গিবাদের বিস্তারের নেপথ্যে ছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। আমরা জঙ্গিবাদের উত্থানের আলামত প্রথম উপলব্ধি করি ১৯৯২ সালে। 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হব আফগান'- স্লোগানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের উত্থান ঘটে ১৯৯২ সালে। তারা রাষ্ট্রীয় মদতে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চালায়। এতে ২৪ জন নিহত হন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হামলাকারীদের অনেকে দেশত্যাগ করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সশস্ত্র জঙ্গিবাদের উত্থানের সর্ববৃহৎ আলামত দৃশ্যমান হয় ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট জেএমবি কর্তৃক ৬১ জেলায় একযোগে বোমা হামলার মাধ্যমে। জঙ্গিদের মদত দেওয়ার কাজে রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করারও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু সফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে আমরা উল্টো চিত্র দেখি। তিনি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। তিনি সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে দেশের জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার আহ্বানে শিক্ষক-ছাত্র, শ্রমিক, ইমাম-পুরোহিত, সব ধর্মের গুরু থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণ এগিয়ে এসেছেন। জনগণ সহযোগিতা করেছে বলেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জঙ্গিদের দমন করতে পেরেছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সর্বস্তরের জনবল নিয়ে প্রতিটি বিভাগে জঙ্গিবিরোধী মহাসমাবেশের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছিল, এ দেশের মানুষ জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না; সন্ত্রাসীদের ঘৃণা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ করা হয়; মসজিদে জঙ্গিবিরোধী সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়। এতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের জনগণ ধর্মপ্রাণ, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। তারা ধর্মান্ধ হলে পাকিস্তান থেকে দেশকে স্বাধীন করতো না।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শোষিত দেশটি ধর্মের মায়াজাল ছিন্ন করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন হয়েছিল। পেয়েছিল একটি নতুন সংবিধান, যার শুরু হয়েছিল অসাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে। সুতরাং এদেশের মানুষ সাম্প্রদায়িকতা তথা জঙ্গিবাদকে আশ্রয়-প্রশ্রয় কখনো দেয়নি এবং দেবে না। বাঙালির মানসেই প্রগতিশীলতার বীজ লুকায়িত আছে। জনগণের জঙ্গিবিরোধী মানসিকতার কারণেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষে জঙ্গিবাদ দমনের কাজ সহজ হয়ে যায়।জঙ্গিবাদ দমনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন নিরাপত্তা বাহিনী, বিশেষ করে বাংলাদেশ পুলিশ ও র‍্যাব এবং তাদের গোয়েন্দা ইউনিটগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পুলিশের অ্যান্টিটেরোরিজম ইউনিট, ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম, ইনভেস্টিগেশন সেন্টার, পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ল'ফুল ইন্টারসেপশন ইউনিট জঙ্গি দমনে সরাসরি কাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সদস্যরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে কাজ করেছে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্মের পর থেকেই ষড়যন্ত্র চলছে- ষড়যন্ত্র এখনো থেমে নেই। ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে অসংখ্য দেশপ্রেমিক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। জঙ্গি তৎপরতাও বাংলাদেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করার একটি অপচেষ্টামাত্র। এর আগে জাতীয় রির্বাচন কেন্দ্র করে দেশজুড়ে বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের মধ্যযুগীয় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও তাণ্ডবলীলা দেখেছি। তারা অগ্নিসন্ত্রাস করে চলন্ত বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে, পশু পুড়িয়েছে। রাস্তায় গাছ কেটে মধ্যযুগীয় কায়দায় কুপিয়ে মানুষ হত্যা করেছে। হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করেছে। এমনকি একজন জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে আদালতের রায় ঘোষণার পর সারা দেশে সহিংসতা চালানো হয়। টেকসই গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন টেকসই শান্তি; আর টেকসই শান্তির জন্য দরকার টেকসই নিরাপত্তা। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সব উন্নয়নের নেপথ্যে রয়েছে দেশের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা। শেখ হাসিনা বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমনের মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে পেরেছেন বলেই এখন পৃথিবীর এক অপার বিস্ময়ের নাম বাংলাদেশ। মানুষের জীবন হয়েছে নিরাপদ। জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি হয়েছে শান্তিময়।

লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আদিবাসী হত্যার বিচার কোন পথে

মিথুশিলাক মুরমু

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুন পৈতৃকভিটা থেকে অপহৃত হন হিল উইমেন ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমা। কল্পনার আপনজনদের চোখের সামনে জলজ্যান্ত মানুষেরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল, টেনেহিঁচড়ে পাহাড়ি পথে মিলিয়ে গেল। সেই ঘটনাটি এখন কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। গত ২৩ এপ্রিল কল্পনা চাকমার অপহৃত হওয়া মামলার কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সেদিন রাঙামাটির জ্যেষ্ঠ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফাতেমা বেগম মুক্তা 'আদালতে পুলিশের দেয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বাদীর নারাজি আবেদন নামঞ্জুর করে অবসানের আদেশ দেন।' অর্থাৎ কল্পনা চাকমার দীর্ঘ ২৮ বছরের বিচারিক কাজ শেষ হলো। প্রশ্ন হচ্ছে– কল্পনা চাকমার মামলার রেজাল্ট কী হলো! রেজাল্ট শূন্য। কল্পনা চাকমার বড়ভাই কালিন্দী কুমার চাকমাকে শুনতে হচ্ছে– 'কে বা কারা করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি'। এই বক্তব্যই দেশের পুলিশ বাহিনী আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করেছে। আদালত বলেছে, 'প্রতিবেদনে কারও দায় পাওয়া না যাওয়ায় ২৮ বছর আগের মামলাটির অবসান হচ্ছে।' কালিন্দী কুমার চাকমা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন, 'পুলিশ সুপারের তদন্ত প্রতিবেদনে প্রকৃত আসামিদের নাম উল্লেখ না করে সন্দেহভাজন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দায়মুক্ত করা হয়েছে।' উচ্চ আদালতে আপিল করবেন বলে কালিন্দী কুমার চাকমা জানিয়েছেন। কল্পনা চাকমার অন্তর্ধানের ঘটনায় প্রথমে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়। অধিকতর তদন্তের জন্য রাঙামাটি পুলিশ সুপারকে দায়িত্ব প্রদান করে আদালত। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মামলার ৩৯তম তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেন রাঙামাটির পুলিশ সুপার। পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে কল্পনা চাকমা অপহৃত হলেও কে বা কারা অপহরণ করেছে, তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালে প্রতিবেদনের ওপর নারাজি আবেদন জানিয়ে মামলার অধিকতর তদন্তের দাবি জানান বাদী কালিন্দী কুমার চাকমা। নারাজি আবেদনের ওপর দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে শুনানি চলে আদালতে। অবশেষে ২৩ এপ্রিল পূর্বনির্ধারিত শুনানির দিনে আদালত পুলিশ সুপারের দেয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করেন। কল্পনা চাকমা বাংলাদেশের নাগরিক। সমাজের অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরে সাম্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে চলেছিলেন। হিল উইমেন ফেডারেশনের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছিলেন, কেননা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। মূলত কল্পনার অসাধারণ কল্পনা শক্তিকে স্তিমিত করতে কিংবা পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরকে গুঁড়িয়ে দিতেই একদল চিহ্নিত দুর্বৃত্ত অপহরণ করে পাহাড়ের নেত্রী কল্পনা চাকমাকে। কল্পনা চাকমা পাহাড়ের রাজনীতিতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বল জ্বল করছে। এমন ব্যক্তিত্বের অপহরণের তদন্ত হলো দায়সারাভাব, যেটি জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য অশনিসংকেত। পুলিশ বাহিনীর ৩৯তম চৌকস কর্মকর্তাও পূর্বের পথ ধরে সোজাসাপটা প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন, কল্পনাকে যে অপহরণ করা হয়েছে, এটির কোনো প্রমাণ মেলেনি। বারবার তদন্তভার কর্মকর্তাদের হাত বদল হয়েছে কিন্তু অন্ধকারকে ঠেলে আলোর ঝলকানি দেখানোর মনমানসিকতা অভাব চরমভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। অপহরণের দিন কল্পনার মা ও দুই ভাই বাড়িতেই ছিলেন। তিন-তিনজন স্বচক্ষে দেখার পরও অপহরণের সত্যতা প্রমাণে ব্যর্থ পুলিশ বাহিনীর প্রতি আস্থার ব্যারোমিটার তলানির দিকেই ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু কেন পুলিশের ব্যর্থতা, কী আছে এটির আড়ালে, উপেক্ষা, বঞ্চনা, অবহেলা, অবিচার, নাকি অন্যকিছু; এটিই আদিবাসীদের প্রশ্ন। এ দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু হিসেবে আমাদের ভাবিত করে তুলেছে তাহলে কী ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট নওগাঁর ভীমপুরে আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলার কী পরণতি হবে! প্রকাশ্য দিবালোকে বলিহার ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাতেম আলী ও শীতেষ ভট্টাচার্য গদাইয়ের লাঠিয়াল বাহিনী আলফ্রেড সরেনকে কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে আলোচিত আদিবাসী আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলাটি আদিবাসী জনসাধারণের হৃদয়ে দাগ কেটেছে কিন্তু দাগটি শুকোয়নি। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সংগঠনগুলো বিচারের দাবিতে ভীমপুর থেকে নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ কিলোমিটার গণপদযাত্রা করেছে, ভিন্ন ভিন্ন সময় জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। এতকিছুর পরও আজ পর্যন্ত আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলাটি স্থবির হয়ে পড়ে আছে। আলফ্রেড সরেনের বোন রেবেকা সরেন ক্ষুব্ধ হয়েই বলেছেন– '...আওয়ামী লীগ, বিএনপি, তত্ত্বাবধায়ক, আবার আওয়ামী লীগ সরকার দেখলাম, কারও কাছে বিচার পেলাম না।' একই পরিস্থিতির স্বীকার টাঙ্গাইলের মধুপুর বনরক্ষীদের গুলিতে পীরেন স্নাল হত্যার মামলাটিও। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি মধুপুরে ইকোপার্ক বিরোধী আন্দোলনে বনরক্ষীদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন পীরেন স্নাল। সেদিন মধুপুরের জালাবাদা এলাকায় বন বিভাগের সীমানা প্রাচীন নির্মাণের প্রচেষ্টার প্রতিবাদে স্থানীয়দের মিছিলে বনরক্ষী ও পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে গারো আদিবাসী যুবক পীরেন স্নাল নিহত হন এবং আহত হন আরও প্রায় ৩০ জন। ৪ জানুয়ারি রাতেই নিহত পীরেন স্নাল এবং গুলিতে আহত উৎপল নকরেক, জর্জ নকরেক, শ্যামল সাংমা, মৃদুলা সাংমা, হ্যারিসন সাংমা, বিনিয়ান নকরেকসহ অজ্ঞাত ছয়শ জনকে আসামি করে মধুপুর থানার হাবিলদার বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে। এভাবেই বন বিভাগ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইকোপার্ক বিরোধী আন্দোলন শুরুর পর থেকে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করে। শুধুমাত্র জুন ২০০৩ থেকে জুলাই ২০০৪ পর্যন্তই আদিবাসী নেতাসহ নিরীহ আদিবাসীদের নামে ২১টি মামলা দায়ের করেছিলেন। আদিবাসীরা নিজস্ব রীতিনীতিতে বনকে, বনের বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে আসছে যুগ যুগ কাল থেকে। বনের সামান্যতম ক্ষতি করাকেও তারা মারাং বা দূষণীয় জ্ঞান করে। বন রক্ষার্থে নিহত পীরেন স্নালের বিচারের ভার এখন স্রষ্টার কাছেই, একে একে ২০ বছর অতিক্রান্ত করেছে কিন্তু প্রশাসনের নীবর ও নিথর ভূমিকা আদিবাসীদের হৃদয়কে আন্দোলিত করে চলেছে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের সবচেয়ে বড় আন্দোলন বাগদা ফার্ম নিয়ে। এই বিরোধপূর্ণ জমিতে ফসল উত্তোলনে নিয়ে প্রশাসনের মুখোমুখি হলে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর শ্যামল হেমব্রম, মঙ্গল মার্ডি ও রমেশ টুডু নামে তিনজন সাঁওতাল নিহত হন। সাঁওতালদের পক্ষে ২৬ নভেম্বর থোমাস হেমব্রম বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। পরে আদালত মামলা তদন্তের জন্য পিবিআইকে নির্দেশ দেন। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুলাই তদন্তকারী কর্মকর্তা পিবিআই গাইবান্ধা ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাঁওতাল হত্যা মামলার চূড়ান্ত অভিযোগপত্র গোবিন্দগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জমা দেন। এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ ১১ আসামির নাম বাদ দিয়ে ৯০ জনের নামে অভিযোগপত্র দেয়া হয়। একই বছরের ৪ সেপ্টেম্বর বাদী থোমাস হেমব্রম অভিযোগপত্রের বিরুদ্ধে আদালতে নারাজি পিটিশন দেন। আদালত শুনানি শেষে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর গোবিন্দগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে অধিকতর তদন্ত করতে সিআইডিকে নির্দেশ দেন। সিআইডি ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর আদালতে একই ধরনের অভিযোগপত্র দাখিল করে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি বাদী থোমাস পুনরায় নারাজি দেন। এই নারাজির ওপর বেশ কয়েক দফা শুনানি শেষে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ ধার্য করেছিলো আদালত, সেদিনও বাদী নারাজি দেন। পিবিআই ও সিআইডি উভয় কর্তৃপক্ষ মূল আসামিসহ ১১ জনকে বাদ দিয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করাতে আদিবাসী সাঁওতালরা হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়েছেন। পাহাড় থেকে সমতল কোথাও আদিবাসীরা স্বস্তিতে নেই। দিনের পর দিন মহাসড়ক থেকে রাজপথে আন্দোলন, মিছিল-মিটিং করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে কিন্তু নীতিনির্ধারকরা উদাসীন। আলফ্রেড সরেন, পীরেন স্নাল কিংবা গোবিন্দগঞ্জের তিন সাঁওতাল হত্যা বিচারের পরিণতি কি কল্পনা চাকমার পথই অনুসরণ করছে– সেটা এখন প্রশ্ন।

লেখক : কলামিস্ট

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

বাগদাদে আইএসের হামলা: নিহত ৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরাকের রাজধানী বাগদাদে একটি গ্রামে সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষে দেশটির পাঁচ সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে স্থানীয় কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাতে গতকাল মঙ্গলবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। ইরাকি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, গত সোমবার আইএস সদস্যরা মাতেবিজা নামে ইরাকের রাজধানী বাগদাদের একটি গ্রামের সালেহ উদ্দীন পোস্টে হামলা চালায়। এ সময় তাদের প্রতিহত করতে সংঘর্ষে জড়ায় সেনাবাহিনী। লড়াইয়ে এক কর্মকর্তাসহ ইরাকি সেনাবাহিনীর পাঁচজন সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে ইরাক এবং সিরিয়ার এক বিশাল অংশ দখল করে 'খিলাফত' ঘোষণা করে আইএস। এরপর থেকে ইরাকের বিভিন্ন জায়গায় হামলা শুরু করে গোষ্ঠীটি। ২০১৭ সালে ইরাকে মার্কিন সামরিক জোটের নেতৃত্বাধীন ইরাক সেনাবাহিনী আইএস গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। তবে ২০১৯ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন কুর্দি বাহিনী সিরিয়ায় আইএস গোষ্ঠীকে হারাতে ব্যর্থ হয়।

এরপর থেকে দেশটির প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল এবং মেরু অঞ্চলে এ জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যরা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। জানুয়ারিতে জাতিসংঘ ইরাক এবং সিরিয়ার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ইরাক এবং সিরিয়ায় আইএসের তিন থেকে পাঁচ হাজার সদস্য আছে বলে উল্লেখ করা হয় এতে।

গাজায় একজনও নিরাপদ নয় : ইউএনআরডব্লিউএ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনে জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ'র প্রধান ফিলিপ্পে লাজারিনি বলেছেন, গাজায় জাতিসংঘের হয়ে কাজ করা সংস্থাগুলোর অনেক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে শুধু ইউএনআরডব্লিউএ'র ১৮৮ জন সদস্য নিহত হয়েছে। ত্রাণকর্মীসহ গাজায় আর কেউ নিরাপদ নয়। গতকাল মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে এসব কথা বলেন ফিলিপ্পে লাজারিনি। খবর আল জাজিরার। সংবাদমাধ্যমটি জানায়, গত রোববার জাতিসংঘের গাড়িতে করে গাজার দক্ষিণাঞ্চলে ইউরোপীয় হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিলেন জাতিসংঘের দুজন কর্মী। এ সময় হঠাৎ তাদের গাড়িতে আগুন ধরে যায়। জাতিসংঘ নিশ্চিত করেছে, গত বছরের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এই হামলায় গাজায় সংস্থাটির প্রথম বিদেশি কর্মী নিহত হয়েছেন। যদিও ইসরায়েল এখনও তাদের বাহিনী এই হামলার জন্য দায়ী কিনা, তা নিশ্চিত করেনি। এদিকে, জাতিসংঘের ডেপুটি মুখপাত্র ফারহান হক সাংবাদিকদের বলেন, গাজার উত্তরাঞ্চলের জন্য ইসরায়েলের পক্ষ থেকে জারি করা উচ্ছেদ আদেশে এখন পর্যন্ত প্রায় এক লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে বিক্ষোভ, সহিংসতায় নিহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে আটা ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে চলমান বিক্ষোভে সহিংসতায় নিহত হয়েছে অন্তত ৪ জন। শতাধিক আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নিহতদের স্মরণে গতকাল মঙ্গলবার কালো দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে জম্মু-কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি ও পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ এ খবর জানিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, চড়া রাজস্ব ও বিদ্যুৎ সঙ্কটের প্রতিবাদে গত শুক্রবার থেকে জেএএসি'র আহ্বানে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করতে থাকে হাজার হাজার মানুষ। সপ্তাহান্তে বিক্ষোভ তীব্রতর হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট ও মোবাইল পরিষেবা। স্কুল, গণপরিবহন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ করে দেওয়া হয়। সোমবার বিক্ষোভ থামাতে আঞ্চলিক রাজধানী মুজাফফরাবাদে আধা-সামরিক বাহিনী রেঞ্জার্স পাঠায় কর্তৃপক্ষ। এ সময় তারা বেশ কয়েকজন জেএএসি নেতা ও বিক্ষোভকারীকে আটক করে। এ ঘটনায় আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভের ফুটেজে দেখা গেছে, একপর্যায়ে উভয় পক্ষ একে অপরকে রড দিয়ে আঘাত করছে। রেঞ্জার্স বাহিনী বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি ছোড়ে এবং কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। নিহত চারজনের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তাদের মধ্যে অন্তত তিনজন বন্দুকের গুলিতে মারা গেছেন বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের এক চিকিৎসক। পরিস্থিতি নিয়ে সোমবারই জেএএসি'র সঙ্গে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বৈঠক হয়। এ সময় আটা ও বিদ্যুতের মূল্যে ভর্তুকি দেওয়ার জন্য ২৩শ কোটি রুপির প্যাকেজ ঘোষণা করে ইসলামাবাদ সরকার। তারপরও তাৎক্ষণিভাবে পরিস্থিতি শান্ত হয়নি। তবে তাদের দাবি মেনে নেওয়ায় চলমান বিক্ষোভ প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন জেএএসি নেতারা। দাবি মেনে নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেহবাজের প্রতি জেএএসির এক নেতা নওয়াজ মির।

চীন সফরে যাচ্ছেন পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চলতি সপ্তাহেই চীন সফর করবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত বেইজিংয়ে অবস্থান করবেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার এই সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে উভয় দেশ। এক বিবৃতিতে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হুয়া চুনয়িং বলেছেন, চলতি বছরের মার্চে পুনরায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর এটিই ভ্লাদিমির পুতিনের প্রথম বিদেশ সফর। আর ছয় মাসের মধ্যে চীনে তার দ্বিতীয় সফর। চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন জানিয়েছেন, এই সফরে পুতিন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও 'অভিন্ন স্বার্থ' রক্ষায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করবেন। এদিকে, ক্রেমলিন জানিয়েছে, দুই নেতা তাদের বিস্তৃত অংশীদারত্ব ও কৌশলগত সহযোগিতা নিয়ে বিশদ আলোচনা করবেন। সেই সঙ্গে রুশ-চীনা সহযোগিতা কীভাবে আরও বাড়ানো যায়, তা খুঁজে বের করার চেষ্টার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ইস্যু নিয়ে কথা বলবেন। আলোচনার পর তারা একটি যৌথ ঘোষণাপত্রেও সই করবেন ও দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

ভারতে বিলবোর্ড ভেঙে নিহত ১২, আহত ৬০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী মুম্বাইয়ে ধূলিঝড়ে বিলবোর্ড ভেঙে পড়ে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ৬০ জন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই বিলবোর্ডের নীচে চাপা পড়েন অনেকেই। ৬৭ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য জানা গেছে টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া টুডে, এনডিটিভিসহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের ঘাটকোপার এলাকায় একটি ফুয়েল স্টেশনের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঢাউস আকৃতির বিলবোর্ডটি ফুয়েল স্টেশনটির বিপরীতে ছিল। প্রবল ধূলিঝড়ের মাঝে বিলবোর্ডটি ভেঙে ঠিক ফুয়েল স্টেশনটির মাঝখানে এসে পড়ে। এতে মানুষের পাশাপাশি চাপা পড়ে পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু গাড়িও। দুর্ঘটনার পর ভারতের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাহিনী ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। তিন ঘণ্টার চেষ্টায় ধ্বংসস্তূপ অনেকাংশে সরানো সম্ভব হয়।

তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে মোদি, জমা দিলেন মনোনয়ন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লক্ষ্য হ্যাটট্রিক। টানা তৃতীয় মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে নেমেছেন দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তাই শুভ মহরত মেনে উত্তর প্রদেশের বারাণসী কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা করেছেন তিনি। স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে মনোনয়ন জমা দেন মোদি। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য বারাণসী থেকে মনোনয়ন জমা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই নির্বাচনী এলাকা থেকেই তৃতীয় মেয়াদে জয়ী হতে চাইছেন তিনি।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় জাতিসংঘের ১৯০ জন কর্মী নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় প্রতিদিনই নিরীহ ফিলিস্তিনিরা প্রাণ হারাচ্ছে। এই সংঘাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং অন্যান্য দাতব্য সংস্থার কর্মীরাও। গাজায় সংঘাত শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের ১৯০ জনের বেশি কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস। এদিকে জাতিসংঘের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলে সংস্থাটির এক কর্মী নিহত হয়েছেন এবং আরও বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন। তারা একটি হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিলেন। ওই কর্মীরা জাতিসংঘের একটি গাড়িতে করে রাফার কাছে অবস্থিত ইউরোপিয়ান হসপিটালের দিকে যাওয়ার সময় হামলার শিকার হন। এই হামলার পেছনে কারা দায়ী সে বিষয়ে জাতিসংঘ স্পষ্টভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। এদিকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলছে, প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে জাতিসংঘের ওই গাড়িটি একটি সংঘাত চলমান অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিল। তারা তাদের রুট সম্পর্কে সচেতন ছিল না। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) নিশ্চিত করেছে যে, জাতিসংঘের।

ইউক্রেনের খারকিভে হামলা জোরদার করল রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চল খারকিভের শহর ও গ্রামগুলোতে সোমবার হামলা জোরদার করেছে রাশিয়া। সীমান্তে আকস্মিক ব্যাপক স্থল আক্রমণ শুরুর কয়েকদিন পর রাশিয়া তাদের অভিযান জোরদার করল। ইউক্রেনের সেনাবাহিনী স্বীকার করেছে, রাশিয়া 'কৌশলগত সাফল্য অর্জন করেছে'। রাশিয়া গত শুক্রবার স্থল হামলা শুরু করে। এতে প্রায় ছয় হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জোর দিয়ে বলেছেন, তারা সেখানে শক্তিবৃদ্ধি করেছে এবং 'পাল্টা আক্রমণ' চলমান রয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় এক ভাষণে জেলেনস্কি বলেন, 'আমাদের কাজ পরিষ্কার, সেটা হলো রাশিয়ার যুদ্ধ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা।' রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, লিপটসি ও ভোভচানস্ক শহরসহ আশপাশের সীমান্তের গ্রামগুলোতে তাদের সেনারা কৌশলগত অবস্থান উন্নত করেছে এবং ইউক্রেনীয় সেনাদের ওপর আঘাত করেছে। ছেলেকে নিয়ে লিপটসি থেকে পালিয়ে আসা ৭৪ বছর বয়সী কাতেরিনা স্টেপানোভা বলেছেন, তাদের আসার পথে রাস্তায় বেশ কয়েকটি বোমা হামলা হয়েছে। লিপটসিতে ইউক্রেনের সামরিক প্রশাসনের উপপ্রধান সের্গি ক্রাইভেচেনকো বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, 'তারা (রুশ সেনা) গ্রামগুলোতে গোলাবর্ষণ করছে এবং নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। লিপটসিতে রাশিয়ান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর বিশ্রামরত ইউক্রেনীয় এক সেনা সদস্য বলেন, বিমান থেকে বোমাগুলো 'বৃষ্টির মতো' পড়ছে। ইউক্রেনের নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান অলেক্সান্ডার লিটভিনেনকো বলেন, মস্কো খারকিভ অঞ্চলে হাজার হাজার সৈন্য মোতায়েন করেছে। তিনি এএফপিকে বলেন 'এখানে প্রায় ৫০ হাজার বেসামরিক লোক রয়েছে।' হোয়াইট হাউস সোমবার বলেছে, রাশিয়ার আকস্মিক তীব্র আক্রমণ মোকাবিলায় তারা ইউক্রেনের কাছে জরুরি অস্ত্র পৌঁছাতে সবকিছু করছে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, 'আমরা নিজেরা এবং আমাদের মিত্ররা সবাই মানবিকভাবে সম্ভব সবকিছু করছি।'

অস্ট্রেলিয়ার পর লন্ডন মাতাতে যাচ্ছেন জায়েদ খান

বিনোদন ডেস্ক : কয়েক দিন আগে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন আলোচিত অভিনেতা জায়েদ খান। ১৬ দিনের সফরে অংশ নিয়েছিলেন তিনটি অনুষ্ঠানে। সবগুলো অনুষ্ঠানই উপভোগ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। দুটি অনুষ্ঠানে তো তার সিগনেচার আইটেম 'ডিগবাজি' দিতে হয়েছে দর্শকদের অনুরোধে। সবকটি আয়োজনে তার সঙ্গী ছিলেন জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়া ও সংগীতশিল্পী প্রতীক হাসান। এরই মধ্যে দেশে ফিরেছেন এই অভিনেতা। এবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন লন্ডন যাওয়ার। বলা যায়, এবার লন্ডন মাতাতে যাচ্ছেন জায়েদ খান। আগামী ২৬-২৭ মে লন্ডনে 'বাংলাদেশ ফেস্টিভাল লন্ডন' অনুষ্ঠিত হবে। এতে জায়েদ খান পারফরম করবেন বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নায়ক নিজেই। আগামী ২২ মে লন্ডনের উদ্দেশে উড়াল দেবেন তিনি। এ ছাড়াও ওই মঞ্চে নতুন পরিচয়ে দেখা যাবে জায়েদ খানকে। থাকবেন নগর বাউলখ্যাত ব্যান্ড তারকা মাহফুজ আনাম জেমস। এক মঞ্চে পাওয়া যাবে এই দুই তারকাকে। জায়েদ খানের উপস্থাপনায় মঞ্চ মাতাবেন কিংবদন্তি এই শিল্পী। দুই দিনব্যাপী এই আয়োজনের উপস্থাপনা করবেন জায়েদ খান। আর দু'দিনই মঞ্চ মাতাবেন রকস্টার জেমস।

এবার স্বস্তিকার নায়ক হচ্ছেন শরিফুল রাজ

বিনোদন ডেস্ক : গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে ছোট পর্দার নির্মাতা হিমু আকরাম 'আলতাবানু জোসনা দেখেনি' সিনেমার নায়িকা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জির নাম। ওই সময় তাঁর বিপরীতে কে অভিনয় করবেন, তা জানাতে পারেননি। পরে জানিয়েছিলেন স্বস্তিকার জন্য নায়ক খোঁজা হচ্ছে। প্রায় বছর খানেক পর জানা গেল স্বস্তিকার জন্য নায়ক পাওয়া গেছে। তিনি শরিফুল রাজ। হ্যাঁ, 'আলতাবানু জোসনা দেখেনি' সিনেমাটিতে স্বস্তিকার বিপরীতে রাজকে ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। সিনেমাটি প্রযোজনায় থাকছে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া। প্রযোজনা সংস্থা এই তথ্য নিশ্চিত হয়েছে। তবে এখনই আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দিতে রাজি নয় সংশ্লিষ্টরা। এর আগে নির্মাতা হিমু আকরাম জানিয়েছিলেন, অনেকগুলো লেয়ার আছে আলতাবানু চরিত্রটির। নির্মাতা ও গল্পকার হিসেবে মনে হয়েছে এখানে একজন শক্তিশালী অভিনেতা প্রয়োজন। অনেকের সঙ্গেই কথা হয়েছে। একটা মানুষের তিনটি লুক থাকতে হবে। ওই জায়গা থেকে চরিত্রটি মেলানো কঠিন। উপযুক্ত কাউকে খুঁজে পেলেই তাকে নেওয়া হবে। অবশেষে শরিফুল রাজকেই খুঁজে পেয়েছেন নির্মাতা। নিজের গল্পেই প্রথম সিনেমা বানাবেন হিমু আকরাম। চিত্রনাট্য লিখেছেন যৌথক্রমে হিমু আকরাম, মোহাম্মদ নাজিম উদ দৌলা ও মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন। সৈয়দপুর, সুন্দরবন, রাজেন্দ্রপুরের শালবনে মিস্টিরিয়াস গল্পের সিনেমাটির দৃশ্যধারণ হবে বলে জানা গেছে। তারকাবহুল সিনেমায় স্বস্তিকা ও রাজের পাশাপাশি ইরেশ যাকের, মামুনুর রশীদ, সোহেল মণ্ডলসহ অনেকেই অভিনয় করবেন বলে জানিয়েছিলেন নির্মাতা। এর আগে শাকিব খানের বিপরীতে 'সবার উপরে তুমি' নামের সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন স্বস্তিকা। সিনেমাটি নির্মাণ করেছিলেন এফ আই মানিক। 'আলতাবানু জোসনা দেখেনি' ছাড়াও স্বস্তিকা কামরুল হোসেন রিফাতের পরিচালনায় 'ওয়েন ইলেভেন' নামের একটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

অভিনয় না করার কারণজানালেন সুবর্ণা মুস্তাফা

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী সুবর্ণা মুস্তাফা নাটক, সিনেমা কিংবা মঞ্চ, সব মাধ্যমেই অভিনয়ে অনবদ্য জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুবর্ণা মুস্তাফা। ১৯৮৩ সালে 'নতুন বউ' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও লাভ করেছেন তিনি। আবার অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৯ সালে তাকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদকে ভূষিত করে বাংলাদেশ সরকার। অভিনয়ের বাইরে একাধারে তিনি একজন প্রযোজক এবং রাজনীতিবিদ। তার প্রযোজিত 'শ্যামা কাব্য' সিনেমাটি গত ৩ মে দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। বদরুল আনাম সৌদ পরিচালিত

সিনেমাটি ব্যাপক সাড়াও ফেলে দর্শকমহলে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পাওয়া সিনেমাটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোহেল মণ্ডল, ইন্তেখাব দিনার ও নীলাঞ্জনা নীলা। 'শ্যামা কাব্য' সিনেমাটি অভিনেত্রী সুবর্ণা মুস্তাফা সহ-প্রযোজনা করলেও এতে অভিনয় করতে দেখা যায়নি তাকে। তবে এতে একজনের চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। বিগত সময়ে এ অভিনেত্রীকে অভিনয়ে অনেকটাই কম দেখা গেছে। যদিও মাঝে মধ্যে ছোটপর্দায় দেখা মিলে তার। সম্প্রতি দেশের একটি গণমাধ্যকে দেয়া সাক্ষাৎকারে অভিনয়ে কম দেখতে পাওয়ার কারণ জানিয়েছেন তিনি। সুবর্ণা মুস্তাফা বলেন, এখন অভিনয় কম করছি। কারণ, আমার কাছে ভালো স্ক্রিপ্ট না এলে অভিনয় করতে আগ্রহী না আমি। এ অভিনেত্রী আরও বলেন, আমি এমন অনেক নাটক করেছি এবং এত চমৎকার সব কাজ আছে আমার। হোক তা সিঙ্গেল বা অন্যকিছু। সেসব অতিক্রমের প্রয়োজন নেই। অন্তত কাছাকাছি তো কিছু স্ক্রিপ্ট আসতে হবে, তাই না? তা না হলে আর কাজ কেন?

ফের বিতর্কের মুখে রাশমিকা

বিনোদন ডেস্ক : পুষ্পার পর গত বছরের শেষটা অ্যানিমেল সিনেমা দিয়ে মাতিয়েছেন অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। যদিও অ্যানিমেল সিনেমায় নিজের চরিত্র নিয়ে উদাসীন থাকায় বেশ সমালোচনার শিকার হন তিনি। তবে চলতি বছরের আগস্টে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে তার বহুল আলোচিত সিনেমা 'পুষ্পা : দ্য রুল'। এর বাইরেও বেশ কয়েকটি সিনেমা হাতে রয়েছে তার। সেই তালিকায় ক'দিন আগে যুক্ত হয়েছে বলিউড সিনেমা 'সিকান্দার'। অন্যদিকে একের পর এক সিনেমা ফ্লপ হলেও শেষ মুক্তি পাওয়া টাইগার থ্রি দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন বলিউড ভাইজান সালমান খান। এবার এই দুই তারকা রোমান্স করবেন 'সিকান্দার' সিনেমায়। সালমানের বিপরীতে কাজ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত রাশমিকা। তবে সিনেমাটি শুরুর আগেই বিতর্কে মুখে পড়লেন রাশমিকা। দু'জনের বয়সের পার্থক্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন নেটিজেনরা। তাদের একাংশ সালমান-রাশমিকা জুটিকে বাবা-মেয়ের সম্পর্কের সঙ্গেও তুলনা করছেন। অন্যদিকে সালমানের বিপরীতে অভিনেত্রীদের তেমন অভিনয় দক্ষতা দেখানোর সুযোগ থাকে না! অধিকাংশ সিনেমাতেই নায়িকারা সালমানের সঙ্গে নাচ ও প্রেমের দৃশ্যে যোগ দেন। রাশমিকাও নিজের শেষ মুক্তি পাওয়া কয়েকটি সিনেমায় তা-ই করেছেন। সেই জায়গা থেকে রাশমিকা ভক্তরাও তাকে নিয়ে চিন্তিত। অনেকেই মনে করছেন, 'সিকান্দার' সিনেমাতেও হয়তো একই ভূমিকায় দেখা যাবে রাশমিকাকে। সমালোচকদের সমালোচনা-ট্রলের পাশাপাশি নিজের ভক্তদের শঙ্কা!-সব মিলিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো বেশ বিতর্কই তৈরি করেছেন এই অভিনেত্রী।

তুফান-এর টিজার নিয়ে যা বললেন বুবলী

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খান এবার 'তুফান' নিয়ে আসছেন। 'প্রিয়তমা', 'রাজকুমার' সিনেমায় সাফল্যের পর পর্দায় নতুন সিনেমা নিয়ে হাজির হচ্ছেন বাংলাদেশের 'কিং খান' খ্যাত এ নায়ক। ইতোমধ্যে 'তুফান' সিনেমাটির পোস্টার ও টিজার প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে শাকিবকে বিধ্বংসী রূপে দেখা গিয়েছে। এদিকে ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম বুবলী গত ঈদে 'দেয়ালের দেশ' ও 'মায়া: দ্য লাভ' সিনেমা দিয়ে আলোচিত হয়েছিলেন। সিনেমা ছাড়াও ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বুবলীকে নিয়ে ভক্ত-সমালোচকদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা তুঙ্গে। পাশাপাশি শাকিব খানের সাবেক স্ত্রী অপু বিশ্বাসের সঙ্গে বুবলীর পরোক্ষ 'রেষারেষি'র সাক্ষী হন দর্শকেরা। সেই সুবাদে ক্যামেরার সামনে শাকিব খানের প্রসঙ্গ চলেই আসে। 'রাজকুমার'-এর মতো এবার 'তুফান' নিয়েও বুবলীকে প্রশ্ন করেছেন সাংবাদিকেরা। 'তুফান' নিয়েও ইতিবাচক জবাব দিয়েছেন বুবলী। একটি বেসরকারি টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে বুবলীর সাক্ষাৎকার। সেখানে 'তুফান' এবং বর্তমান সময়ের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বুবলী বলেন, 'জমবে মানে কী? মানে, আমরা তো এই জমজমাট ইন্ডাস্ট্রিই চাই সব সময়। জমে ক্ষীর হবে, শুধু অপেক্ষা।' 'তুফান'-এর টিজার কেমন লাগল, প্রশ্নের জবাবে বুবলী বলেন, 'খুব ভালো হয়েছে, সত্যি।' পুরো সাক্ষাৎকারেই সামাজিক মাধ্যমে তাকে নিয়ে চলমান মন্তব্য এবং হেনস্তা নিয়ে কথা বলেন বুবলী। আর সামাজিক মাধ্যমে এসব কর্মকাণ্ডের জন্য আইনি পদক্ষেপও নিয়েছেন নায়িকা। ভাটারা থানায় করেছেন জিডি। এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রীর ভাষ্য, অনেক সিনিয়র শিল্পী, যারা কিনা এত নোংরাভাবে মিথ্যা কথা বলেন, তাদের প্রতি আসলে সম্মানের স টাও তখন থাকে না। মনে হয়, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণটা করা হয়। শুধু বুবলী হিসেবে বা নায়িকা হিসেবে নয়, আমি চাই, মেয়েদের বিরুদ্ধে এমন সাইবার বুলিং বন্ধ হোক।

সুশান্তের যন্ত্রণা নিয়ে মুখ খুললেন মনোজ

বিনোদন ডেস্ক : খুব অল্পদিনেই সুশান্ত সিং রাজপুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন; নিজের যোগ্যতায় আর মেধায়। তবে কিছু বিষয় নিয়ে তার ছিল ক্ষোভ আর অভিমান। প্রিয় অভিনেতার মৃত্যু রহস্য আজও জল্পনা তৈরি করে। তার মৃত্যুর প্রায় ৪ বছর পর তাকে নিয়ে কথা বললেন বলিউড অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী। ২০২০ সালের জুন মাসে মুম্বাইয়ে নিজ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সুশান্তের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল। সেসময় অভিনেতার মৃত্যু আত্মহত্যা নাকি খুন, তা নিয়েও দীর্ঘদিন চলেছে নানার আলোচনা সমালোচনা। এবার অভিনেতার মৃত্যুর প্রায় ৪ বছর পর তাকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিলেন অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী। মনোজ বাজপেয়ী বলেন, সুশান্ত সংবেদনশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিল। একদিন সেটে আমি মাংসের একটি পদ রান্না করি, সুশান্ত ওই খাবারটি খুব পছন্দ করে খেয়েছিল কারণ সে মূলত বিহারের বাসিন্দা। আমরা যে মাংস-ভাত খেতাম, আমিই রান্না করতাম, আর অনেক সময় সে খেয়ে বলত, 'মনোজ ভাই, আমি আপনার বাড়িতে এসে খেতে চাই।' সুশান্তের সেই কথাই মনোজের উত্তর‚আমি রান্না করার সাথে সাথেই তোমাকে ফোন করব। এটাই ছিল আমাদের শেষ কথোপকথন।' এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়, মনোজ বাজপেয়ীর সঙ্গে মৃত্যুর ১০ দিন আগে সুশান্তের কথা হয়েছিল তার। ঠিক তখনই তিনি বুঝেছিলেন যে কোন বিষয় নিয়ে সুশান্ত ভেঙে পড়েছেন! সেই সাক্ষাৎকারে মনোজ বলেন, 'কিছু খবরের জন্য সুশান্ত খুব বিরক্ত ছিল। কিন্তু ওইসব খবরের পেছনে কোনো সত্যতা ছিল না। ও খুবই ভালো মানুষ ছিল বলেই ওইসব খবর পড়ে ওর খারাপ লাগত। ও প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত, ওর ঠিক কী করা উচিত। আমি সব সময় ওকে বলতাম, এসব নিয়ে বেশি না ভাবতে।' মনোজ আরও বলেন, 'ভিত্তিহীন ওই খবরগুলো নিয়েই শেষ বারের মতো সুশান্তের সঙ্গে কথা হয়েছিল তার। যার ১০ দিন পরই সুশান্ত চলে গেল! আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি না, সুশান্ত আর ইরফান নেই। সুশান্ত সিং রাজপুত টেলিভিশন ধারাবাহিকে কাজ করার মধ্যে দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু করেন। ২০০৮ সালে স্টার প্লাস চ্যানেলে প্রচারিত প্রণয়ধর্মী টেলিভিশন ধারাবাহিক কিস দেশ মে হ্যায় মেরা দিল-এ প্রীত জুনেজা চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে টেলিভিশন জগতে অভিষেক করেছিলেন। অতঃপর তিনি জি টিভিতে প্রচারিত জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক পবিত্র রিস্তা-তে মানব দেশমুখ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন; যার জন্য তিনি বেশ কয়েকটি পুরস্কার জয়লাভ করেন। মৃত্যুর আগে তার শেষ করা সিনেমা 'দিল বেচারা'।

মাগুরায় ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নানা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

মাগুরা প্রতিনিধি : ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধি ও পেশাগত সমস্যার সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে মাগুরায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে দেশ ব্যাপী কর্ম সুচির অংশ হিসেবে মাগুরা ভায়না মোড়স্হ আইডিইবি মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মোঃ রেজাউল ইসলাম এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান টিটো ও প্রকৌশলী আবু হাসনাত অনি। বক্তারা বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কোর্সকে বিএসসি (পাশ) সমমান মর্যাদা প্রদানের উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি করেন। দেশের সার্বিক উন্নয়নে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা ৮০ভাগ অবদান রাখার দাবি করে চাকুরী ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির আহ্বান করেন।

ডিমলায় আগুনে পুড়ে বসতবাড়ি ছাই

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারী ডিমলায় মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা সদরের সরদারহাট গ্রামের মৃত মতিউর রহমানের পুত্র ওবায়দুল ইসলামের বাড়ীতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে আগুন লেগে আগুনের লেলিহান শিখা মূহূর্তেই আশপাশের বসতবাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ে ১০টি ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে ডিমলা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিটসহ এলাকাবাসীর সহায়তায় প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ডিমলা ফায়ার সার্ভিসের সাব অফিসার মোঃ মোজাম্মেল হক ও লিডার নুর মোহাম্মদ বলেন, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তারা আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে কারণে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে।

৫৭ বছর বয়সে এসএসসি পাশ করলেন ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল

বাঘা, রাজশাহী : রাজশাহীর বাঘায় ৫৭ বছর বয়সে পুলিশ কনস্টেবল আবদুস সামাদ এসএসসি পাস করেছেন। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১২ মে প্রকাশিত ফলাফলে তিনি পাশ করেছেন। আবদুস সাসাদ বাঘা উপজেলার গড়গড়ি ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামের মৃত গুলবাহার সরদারের ছেলে। জানা গেছে, ১৯৮৭ সালে আবদুস সামাদ দশম শ্রেণিতে লেখাপড়ার সময় পুলিশের চাকরিতে যোগ দেন। এরপর লেখাপড়া আর হয়নি। ৩৭ বছর পর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন তার বাড়ির পাশে লালপুর উপজেলার মোহরকয়া নতুন পাড়া মাধ্যমিক কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ-৪.২৫ পেয়ে এসএসসি পাস করেন। ৫৭ বছর বয়সে এসে এমন সাফল্যে পরিবারের পাশাপাশি গ্রামের ও সহকর্মীরা আনন্দিত হয়েছেন। এ বিষয়ে আবদুস সামাদ বলেন, দুই বছর আগে স্ত্রী-সন্তানের উৎসাহে সিদ্ধান্ত নিয়ে মোহরকয়া নতুন পাড়া মাধ্যমিক কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়। এখানে নবম শ্রেণি বোড় সমাপনী পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়। এরপর এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সফলতার সাথে পাশ করেছি। আগামী ২০২৬ সালের জানুয়ারীতে অবসরে যাব। সামাদের স্ত্রী ফাতেমা বেগম বলেন, সারা দিন ডিউটি করে রাত ১২টার দিকে বাসায় ফিরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে বই খুলে পড়াশোনা করছেন। পড়াশোনাকে খুব গুরুত্বভাবে নিয়েছিলেন। এ কারণে ভালো ফল করতে পেরেছেন। আমাদের তিন সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে শামিম আহম্মেদ ঢাকায় একটি কম্পানিতে কর্মরত রয়েছে। ছোট ছেলে সিহাব আহম্মেদ পাবনা সরকারি পলেটেকনিক ইনস্টিটিউটের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী। মেয়ে সীমা খাতুন বিবিএ পাস করার পর বিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সে বগুড়া ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত রয়েছে। এ বিষয়ে গড়গড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি বলেন, আমার গ্রামের তার বাড়ি। এ বয়সে তার সাফল্যের কথা শুনে নিজেকে খুব ভাল গেলেছে। তাই ইচ্ছাশক্তি থাকলে বয়স কোনো বাধা নয়, তা প্রমাণ করেছেন আবদুস ছামাদ। তার এ সাফল্যে প্রমাণ হয়েছে, শিক্ষার কোনো বয়স নেই।

ক্যান্সারজয়ী ছাত্র পেয়েছে জিপিএ-৫

বরিশাল প্রতিবেদক : ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শিক্ষা জীবন থেকে দুই বছর হারিয়ে গেলেও থেমে থাকেনি বরিশাল জিলা স্কুলের ছাত্র মাহাথির রহমান। ব্লাড ক্যান্সারের সাথে রিতীমতো যুদ্ধ করে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সে জিপিএ-৫ পেয়েছে। এতে মাহাথিরের সাথে খুশি তার পরিবার ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। নগরীর ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সির গ্যারেজ এলাকার বাসিন্দা সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রবাসী মফিজুর রহমান জামাল ও গৃহিনী হোসনে আরা পলি দম্পতির ছেলে মাহাথির রহমান।

বাজারে উঠতে শুরু করেছে রসে ভরা মৌসুমি ফল তালশাঁস। তবে দাম বেশ চড়া। আকৃতিতে ছোট হলেও প্রতিটি শাঁস ১০ টাকা বা একটি তাল বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকায়। স্বাধীনতা চত্বর, পাবনা।

বেরোবি শিক্ষক সমিতির মৌনমিছিল ও কালো ব্যাজ ধারণ

রংপুর প্রতিনিধি : সাম্প্রতিক সময়ে ঘোষিত সরকারের সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত থেকে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রত্যাহারের দাবিতে মৌনমিছিল ও কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি পালন করেছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) শিক্ষক সমিতি। মঙ্গলবার বেলা ১১টায় ক্যাম্পাসের রাসেল চত্বরে শিক্ষকগণ কালো ব্যাজ ধারণ করে মৌনমিছিল বের করেন। মৌনমিছিলটি ক্যাম্পাসের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেখ রাসেল চত্বরে এসে শেষ হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় শতাধিক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। মৌনমিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. বিজন মোহন চাকী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান মন্ডল আসাদ। তারা বলেন, আগামী ১ জুলাই থেকে যোগদানকৃতদের সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত করার যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তা বৈষম্যমূলক। এ ধরনের বৈষম্য বাংলাদেশের সংবিধানের মূল চেতনার সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে শিক্ষাদর্শনের চেতনা থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিলেন, এ প্রজ্ঞাপন সেই চেতনাকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করার শামিল। বক্তারা আরো বলেন, সর্বজনীন বলতে আমরা বুঝি, সবার জন্য। কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে শিক্ষকদের ওপর যে স্কিম চালু করা হচ্ছে, এটি খুবই বৈষম্যমূলক। নতুন যেই পেনশন স্কিম সরকারি কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য চালু করা হলো সেটা কিভাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিম হয়? সার্বজনীন মানে সবার জন্য?এতে কি কোন অস্পষ্টতা আছে? সবার জন্য যদি হয়, তাহলে সরকারি কর্মকর্তাগণ এর আওতার বাইরে থাকবেন কেন?বক্তারা বলেন, প্রত্যয় স্কিমটি নামে সর্বজনীন হলেও আদতে সর্বজনীন নয়। সরকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান?সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও বিচার বিভাগকে এই প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে একে সর্বজনীন বলার সুযোগ নেই। স্কিমটি যদি সত্যিই সর্বজনীন হয়ে থাকে তবে একে অধিকতর সর্বজনীন করার জন্য সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও বিচার বিভাগকেও এর আওতায় আনা হোক। তা না হলে তড়িঘড়ি করে জারি করা এই অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক স্কিম অবিলম্বে বাতিল করা হোক। তারা আরো বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়সহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করে শিক্ষা ও গবেষণাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শিক্ষকদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

চিতলমারীতে অশোক কুমার বড়ালের নির্বাচনী সভা

চিতলমারী, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটে চিতলমারী উপজেলা কচুরিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মোটর সাইকেল প্রতীক আশোক কুমার বড়ালের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকাল ৫টায় সন্তোষপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি রসুল মাঝির সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।, সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বাগেরহাট জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও চিতলমারী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অশোক কুমার বড়াল।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, চিতলমারী উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ বাবুল হোসেন খান, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহন আলী বিশ্বাস, উপজেলা শ্রমিক লীগ সভাপতি শেখ আতিয়ার রহমান, সাবেক ইউ'পি চেয়ারম্যান মুকুল কৃষ্ণ মন্ডল।

ঢাকার পাইকারি সবজি বাজারে বিক্রির জন্য কৃষকের কাছ থেকে কেজি শজনে ৭৫৮০ টাকায় কিনেছেন ব্যবসায়ী আতাউর রহমান। নওহাটা হাট, পবা, রাজশাহী।

নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে চেয়ারম্যান প্রার্থীর সম্মেলন

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন চাঁদপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ দীপুমনি সমর্থিত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোঃ আইয়ুব আলী (দোয়াত কলম)। সকল ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে দমন ও নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশন প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার তারিখ বেলা বারোটার সময় চাঁদপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি। এ সময় তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে তার নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় লিখিতভাবে তুলে ধরেন এবং বক্তব্য রাখেন। প্রেসক্লাব সভাপতি শাহাদাত হোসেন শান্তের সভাপতিত্বে ও সাবেক সভাপতি এ এইচ এম আহসান উল্লাহ্র সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন চাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রহমান বাবুল ও জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান টুটুল ভূঁইয়া। প্রেস ক্লাব সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান সুমন, সাবেক সভাপতি ও দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক রোটাঃ কাজী শাহাদাত, সাবেক সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মিলন সহ প্রেসক্লাব অন্যান্য কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সকল পর্যায়ের সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে চেয়ারম্যান প্রার্থী আইয়ুব আলী বেপারী বলেন, আমি ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আমার মার্কা দোয়াত-কলম। নির্বাচনী প্রতীক পেয়ে আমি আমার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ জনগণের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। সদর উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন এবং চাঁদপুর পৌরসভার ১৫ টি ওয়ার্ড আমার নির্বাচনী এলাকা। এসব ইউনিয়নের কয়েকটি ইউনিয়ন এবং পৌরসভার কয়েকটি ওয়ার্ডে আমার নির্বাচনী প্রচারণা ও গণসংযোগ করতে গিয়ে আমার কর্মী সমর্থকরা প্রতিনিয়ত বাধা, হুমকি ও সন্ত্রাসী হামলার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে পৌর ১৫ নং ওয়ার্ড এবং তরপুরচন্ডী ও কল্যানপুর ইউনিয়নে আমার কোন নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাচ্ছে না। সন্ত্রাসীরা এসব এলাকায় আমার নির্বাচনী কোন পোস্টার ব্যানার রাখছেনা। একদিকে আমার কর্মীরা পোস্টার, ব্যানার লাগিয়ে আসছে, পরক্ষণেই ওইসব দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসীরা সেগুলো খুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই সন্ত্রাসীরা পৌর ১৫ নং ওয়ার্ড ও তরপুরচন্ডী এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে আছে দীর্ঘদিন যাবত। গত ১২মে রোববার কল্যাণপুর ইউনিয়নে আমার দোয়াত কলম মার্কার গণসংযোগ করার অপরাধে আমার কর্মী-সমর্থকদেরকে মারধর করা হয়।তিনি বলেন, এই সন্ত্রাসী বাহিনী আমার কর্মী সমর্থকদের ভোটের দিন এবং ২১ মে'র পরে দেখে নেয়ার হুমকি দিচ্ছে। পৌরসভার ১২, ১৩, ১৪, ১৫ নং ওয়ার্ডে এবং তরপুরচন্ডী বিষ্ণুপুর আশিকাটি ও কল্যাণপুর ইউনিয়নের ভোটকেন্দ্র গুলোতে আমার কোন পোলিং এজেন্ট ঢুকতে দেবে না, কেন্দ্র থেকে বের করে দিবে এমন হুমকি তারা দিচ্ছে। এসব ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের কেন্দ্রগুলো তারা দখলে নিয়ে যাবে বলে হুমকি দিচ্ছে। আমি গত ৫ বছর এই উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। উপজেলা পরিষদের কাঠামোতে ভাইস চেয়ারম্যানের হাতে তেমন কিছু করার ক্ষমতা নেই।

মিন্টুর মরদেহ দেশে ফেরাতে পারছেননা স্বজনরা!

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগর উপজেলার এনায়েতপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের মৃত্যু জামাল জোয়ারদারের ছেলে মিন্টু হোসেন। সংসারে স্বচ্ছলতা ফেরাতে আর দশজনের মতো পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে থাকার আসায় তিন বছর আগে দুবাই পারি জমান তিনি। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, সেখানে একটি হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। সেখানে হাসপাতালের হিম ঘরে প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে পরে রয়েছে মরদেহ। কিন্তু অর্থ সংকটের কারণে মিন্টুর মরদেহ দেশে ফেরাতে পারছেননা স্বজনরা। ফলে একদিকে স্বজন হারানোর শোক অন্যদিকে অর্থাভাবে মরদেহ আনতে পারার বেদনা পরিবারকে যেন ঘোর হতাশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। মিন্টুর মামা আবদুল মতিন জানান, মিন্টুর স্ত্রী-দুই মেয়ে নিয়ে সংসার ছিল। মাথাগোঁজার ঠাই ছাড়া আর কোন সম্পদ নেই তার। শ্রমীকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো মিন্টু। এরইমধ্যে স্বপ্ন জাগে সংসারে স্বচ্ছলতা ফেরানোর এবং স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভাল চলার। গত ২০২১সালে ধার-দেনা করে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ করে দুবাই যান মিন্টু। সেখানে যে কোম্পানীর ভিসায় গিয়েছিলেন সেই কোম্পানীতে কাজ না থাকায় অন্যত্র চলে যান মিন্টু। কিন্তু কোম্পানীর লোকজন পাসপোর্ট আটকে দেয়ায় অবৈধ হয়ে পরেন। তার পর থেকে অনেক চেষ্টা করেও পাসপোর্ট-ভিসা হাতে পাননি। ফলে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করলেও সুষ্ঠু বেতন পায়নি। এরইমধ্যে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পরলে দুবাইয়ের আজমানস্থ খলিফা হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে চিকিসাধীন অবস্থায় গত ১ফেব্রুয়ারী মারা যান মিন্টু। এরপর মৃত্যুর খবর এপর্যন্ত পরিবারের লোকজন জানতে না পারলেও গত ১০মে এক স্বজনের মাধ্যমে মিন্টুর মৃত্যুর খবর জানতে পারে পরিবার।

গফরগাঁওয়ে বিট পুলিশিংয়ের উঠান বৈঠক

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে 'বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি' স্লোগানে পাগলা থানার আট নম্বর বিটের আয়োজনে বিট পুলিশিংয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার বিকেলে উপজেলার টাঙ্গাব ইউনিয়নের ডাকবাংলা মোড়ে আট নম্বর বিট অফিসার এসআই মাসুদ এর সভাপতিত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন পাগলা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ খায়রুল বাশার। তিনি বলেন, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, ইভটিজিং, নারী নির্যাতন ও আত্মহত্যা প্রবণতা প্রতিরোধ এবং বাল্যবিয়ে মুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়েছে। অভিভাবকদের এ ব্যাপারে বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি উঠতি বয়সী।

পার্বতীপুরে কৃষকের ৩৮টি মূল্যবান ফলজ ও বনজ গাছ কর্তন

পার্বতীপুর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরে পার্বতীপুরে আদালতের আদেশের অজুহাত দিয়ে রাজু শাহ নামে এক কৃষকের জমিতে লাগানো কয়েক যুগের পুরনো ৩৮টি মূল্যবান ফলজ ও বনজ গাছ জোর করে কেটে নিয়ে গেছে প্রভাবশালী প্রতিবেশী আবদুর রশিদ শাহ ও তার লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে, পার্বতীপুর উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের মধ্যপাড়ার পলিপাড়া গ্রামে। এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক রাজু শাহ'র পার্বতীপুর মডেল থানায় দায়ের করা গাছ চুরির অভিযোগ থেকে জানা যায়, গত ৩ মে শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে একই গ্রামের ছাতু শাহ'র ছেলে আবদুর রশিদ শাহ ও তার লোকজন রাজু শাহ'র ২৬ শতক জমিতে (তফসীল: মধ্যপাড়া মৌজা, জে.এল নং ১৮০, খতিয়ান নং২৩৭, দাগ নং ১১, রকম ডাঙ্গা) ৩০ থেকে ৪৫ বছর আগে লাগানো সেগুন, কড়াই, মেহগনী, নিম, শিমুল ও আমসহ ৩৮টি গাছ জোরপূর্বক কেটে নিয়ে যায়। গাছগুলি বর্তমানে একই ইউনিয়নের উত্তরা গ্রামের জনৈক কাঠ ব্যবসায়ী মতি'র স'মিলে বিক্রির জন্য মজুদ রাখা হয়েছে বলে রাজু শাহ'র ভাইপো মাসুদ শাহ জানিয়েছেন। যার বাজার মূল্য প্রায় ৫ লাখ টাকা। উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালে পাচু শাহ তফসীলে বর্ণিত আলোচিত জমি রেজিষ্ট্রি দলিল মূলে রাজু শাহ'র বাবা আবদুল গাফফার শাহ'র নিকট বিক্রি করেন। সেই থেকে বিগত ৬৪ বছর ধরে আবদুল গাফফার শাহ ও তার পরিবারের সদস্যরা জমিটি ভোগ-দখল করে আসছেন। এরি মধ্যে ২০১৭ সালে ৭ জানুয়ারী আবদুর রশিদ শাহ জমিটি তার বলে দাবী করলে উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এতে ক্ষুব্ধ কৃষক মো: রাজু শাহ ২০১৭ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারী আবদুর রশিদ শাহ ও জেলা প্রশাসক দিনাজপুরকে বিবাদী করে দিনাজপুরের বিজ্ঞ সহকারী জজ (পার্বতীপুর) আদালতে মামলা দায়ের করেন। তবে, চলতি বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারী মামলার ধায্য তারিখে বাদী রাজু শাহ কিংবা তার কোন আইনজীবী আদালতে উপস্থিত না থাকায় বিজ্ঞ আদালত মামলাটি খারিজ বলে আদেশ দেন। পরে, খারিজ আদেশের দিনই বাদী মামলাটি পুর্নবহালের জন্য আদালতে আবেদন জানালে ৯ মে শুনানি শেষে বিজ্ঞ আদালত মামলা পুর্নবহালের আবেদন মঞ্জুর করেন। তা সত্বেও পূর্বের খারিজ আদেশকে আদালতের রায় বলে প্রচার করে যে কোন মূল্যে বিবাদী আবদুল রশিদ শাহ আলোচিত জমি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জবর-দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

কালীগঞ্জে বেপরোয়া লড়ি চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী শ্রমিক নিহত

কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালীগঞ্জে সিমেন্ট বোঝাই বেপরোয়া গতির একটি লড়ি চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে কালীগঞ্জ বাইপাস সড়কের মোড় (ভাদার্ত্তী) এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহতের নাম আবদুল হামিদ ভূইয়া (৩৪) উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের পানজোড়া এলাকার আবুল হাশেম ভূইয়ার ছেলে। তিনি নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে টঙ্গী-ঘোড়াশাল সড়কের কালীগঞ্জ বাইপাস মোড় (ভাদার্ত্তী) এলাকায় আড়িখোলাগামী সিমেন্ট বোঝাই বেপরোয়া গতির একটি লড়ি বিপরীত দিক থেকে আসা ঘোড়াশালগামী একটি মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী আবদুল হামিদ ভুইয়ার মৃত্যু হয়। সে সময় মোটরসাইকেল এর চালক গলান গ্রামের কুতুব উদ্দিন মৃধার ছেলে জসিম মৃধা এবং অপর আরোহী পারাবর্তা গ্রামের আহাম্মদ মুন্সির ছেলে আরিফ মুন্সি আহত হয়েছে। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার এবং দুর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকেল ও লড়ি জব্দ করেছে। স্থাণীয়দের অভিযোগ, ট্রাফিক সার্জেন্টরা বিভিন্ন গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করার নামে উভয় পাশে অসংখ্য গাড়ি দাড় করিয়ে রাখায় এ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কবলিত হয়েছে। তারা আরও বলেন, দুর্ঘটনায় কবলিত মোটরসাইকেলে চালক ছাড়াও দুইজন আরোহী মোট তিনজন ছিলেন। চালকের মাথায় হেলমেট ছিল অন্যান্যের ছিল না।

বড়াইগ্রামে প্রতিবন্ধী নারীকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা

বড়াইগ্রাম, নাটোর প্রতিনিধি : নাটোরের বড়াইগ্রামে বাড়িতে মুরগী যাওয়ায় রাশিদা বেগম (৩৭) নামে এক চলন প্রতিবন্ধী নারীকে কুপিয়ে হত্যা চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বড়াইগ্রাম থানা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত রাশিদা বেগম থানা মোড় এলাকার ভ্যানচালক আবদুল লতিফের স্ত্রী। আহতের স্বজনরা জানান, দুপুরে রাশিদা বেগমের মুরগী প্রতিবেশী ফজলুর রহমানের বাড়িতে যায়। এ সময় ফজলুর রহমান রাশিদা বেগমের বাড়িতে গিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন।

সরাইলে মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিলেন মা

সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে আমজাদ শাহ (৩৭) নামের এক মাদকাসক্ত ছেলের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন মা। বাধ্য হয়ে গত সোমবার ছেলেকে পুলিশে দিলেন মা। পর ভ্রাম্যমান আদালতে আমজাদকে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। গত সোমবার দুপুরে উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের বুড্ডা গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও পারিবারিক সূত্র জানায়, নোয়াগাঁও ইউনিয়নের বুড্ডা গ্রামের সাদেক মিয়ার ছেলে আমজাদ গত এক বছরেরও অধিক সময় ধরে মাদকাসক্ত। মাদক সেবন করে মাঝে মধ্যে আমজাদ মানুষের সাথে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেন। মাদকের টাকা যোগাড় করতে নানা ধরণের অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। আমজাদের অত্যাচার ও নির্যাতনে তিন বছর আগে তার স্ত্রী চলে গেছেন। আজমলকে মাদক থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পরিবার ও স্বজনরা অনেক চেষ্টা করেছেন। কোন কাজ হয়নি। সম্প্রতি মাদকের টাকার জন্য আমজাদ তার মা বাবার উপর অত্যাচার শুরূ করেছে। সহ্য না করতে পেরে আজমলের মা মনেজা বেগম প্রতিকার চেয়ে ইউএনও'র কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। এতে আজমল তার মায়ের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ঘরের আসবাবপত্র ভাংচুর করে। নিরূপায় হয়ে মা মনেজা বেগম গত সোমবার দুপুরের দিকে স্বজন ও প্রতিবেশীদের সহায়তায় আমজাদকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। বেলা ২টার দিকে নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মেজবা উল আলম ভূঁইয়া বুড্ডা গ্রামে যান।

গফরগাঁওয়ে সার্বজনীন পেনশন স্কিমের অবহিতকরণ সভা

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে সার্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও যোগ্যতা অনুসারে পেনশন স্কিমের আওতায় আনার লক্ষে এক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে গফরগাঁও উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুবাইয়া ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমির সালমান রনি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মেডিকেল অফিসার ডাঃ তৌহিদ ইবনে আলাউদ্দিন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা খালেদা আক্তার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া, উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা আহসান হাবীব, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোফাজ্জল হোসেন, উপজেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা ফজলুর রহমান, উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সমবায় কর্মকর্তা উৎপল কুমার প্রমুখ। সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুবাইয়া ইয়াসমিন বলেন, বর্তমানে দেশে শুধু সরকারী চাকুরীজীবীরাই পেনশনের আওতায় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল মানুষ যাতে জীবনের শেষ বয়সে কোন আর্থিক সমস্যায় না ভুগে সুন্দরভাবে নিজের জীবন পরিচালনা করতে পারে এজন্য সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করছেন। এজন্য ৪টি স্কিম চালু রয়েছে। নিজ সুবিধা অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিক যে কোন একটি স্কিমে অংশ নিতে পারবে। এ সময় উপজেলায় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

মাদক মামলার আসামি বিদেশে, কলেজছাত্রকে ধরে জেলে

গোদাগাড়ী, রাজশাহী প্রতিনিধ : গ্রেপ্তারী পরোয়ানার আসামীর সঙ্গে শুধুমাত্র নাম ও পিতার নামের মিল থাকায় মাদক মামলায় এক কলেজছাত্রকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠিয়েছে গোদাগাড়ী মডেল থানা পুলিশ। মাতার নাম ও গ্রামের নাম আলাদা হলেও সোমবার ওই কলেজছাত্রকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় এসআই আতিকুর রহমান। ওই কলেজছাত্রের নাম ইসমাইল হোসেন (২১)। তিনি গোদাগাড়ী পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের ফাজিলপুর গ্রামের আবদুল করিমের ছেলে। তার মাতার নাম মোসা: মনোয়ারা বেগম। ইসমাইল গোদাগাড়ী সরকারি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের একাদশ শ্রেণীর মানবিক বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র। অপরদিকে, মাদক মামলার গ্রেপ্তারী পরোয়ানার আসামীর নাম ইসমাইল হোসেন (২০)। তিনি গোদাগাড়ী পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের লালবাগ হেলিপ্যাড গ্রামের আবদুল করিমের ছেলে। তার মাতার নাম মোসা: বেলিয়ারা। আসামি ইসমাইল পেশায় কাঠমিস্ত্রি। মাদক মামলায় আসামি হওয়ার পর থেকে তিনি ভারতের চেন্নাই গিয়ে কাঠমিস্ত্রির কাজ করছেন। কলেজছাত্র ইসমাইল হোসেনের ভাই আবদুল হাকিম রুবেল জানান, গত রোববার (১২ মে) এশার নামাজের সময় গোদাগাড়ী মডেল থানার এসআই আতিকুর রহমান আমাদের বাড়িতে আসে। এ সময় তিনি একটি মাদক মামলার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে আমার ভাই ইসমাইল হোসেনকে ধরে নিয়ে যান। আমরা এসআইকে বার বার বলেছি তার নামে কোনো মাদক মামলা নেই। এ সময় তার জাতীয় পরিচয়পত্রও দেখানো হয়েছে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানার সঙ্গে গ্রাম, মাতার নাম ও বয়স মিল নেই সেটিও দেখিয়েছি। এরপরও এসআই আতিকুর রহমান জোরপূর্বক আমার ভাইকে ধরে নিয়ে যান এবং পরের দিন ৫০ গ্রাম হেরোইন রাখার মাদকদ্রব্য আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠায়। বর্তমানে কলেজছাত্র ইসমাইল কারাগারে রয়েছেন। মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২৯ আগস্ট রাত পৌনে ১১টার দিকে গোদাগাড়ীর মাদারপুর জামে মসজিদ মার্কেটের সামনে থেকে রাজমিস্ত্রি ইসমাইল হোসেনকে ৫০ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেপ্তার করে রাজশাহী জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

পাহাড়ের পোড়ামাটিতে জুম ধানসহ বিভিন্ন ফসলের বীজ বুনছেন জুমচাষি পাহাড়ি দম্পতি। বড়াদম এলাকা, রাঙামাটি।

বার্সার নজর ৯ পয়েন্টের সপ্তাহে

স্পোর্টস ডেস্ক : শিরোপা ধরে রাখতে না পারা বার্সেলোনা এখন লড়ছে দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিয়ে। তাদেরকে বেশ ভালোভাবেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে চলতি মৌসুমে চমক দেখানো জিরোনা। দুই দলের পয়েন্টের ব্যবধান স্রেফ এক। কাতালান ক্লাবটির ফরোয়ার্ড লামিন ইয়ামাল জানিয়েছেন, লিগ রানার্স-আপ হতে পরের তিন ম্যাচেই জিততে চান তারা। রেয়াল সোসিয়েদাদকে সোমবার ২-০ গোলে হারিয়ে লা লিগায় দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে বার্সেলোনা। ৩৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৭৬। সমান ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে জিরোপা। এরইমধ্যে শিরোপা ঘরে তোলা রেয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৯০। লিগে এখনও সবার তিনটি করে রাউন্ড বাকি। তাই এই মুহূর্তে জিরোনা থেকে এগিয়ে থাকলেও মৌসুম শেষ হতে হতে যেকোনো কিছু ঘটতে পারে বলে মনে করছেন ইনিগো মার্তিনেস। স্প্যানিশ এই ডিফেন্ডারের মতে, শেষ রাউন্ড পর্যন্ত চলবে দ্বিতীয় স্থানের এই লড়াই। "এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। লড়াই শেষ পর্যন্ত চলবে। জিরোনা খুবই শক্তিশালী দল। এটা (দ্বিতীয় স্থানে থাকা) এখন আমাদের হাতে। আমার মনে হয়, দল ভালো অবস্থায় আছে। এই তিন পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমার্ধে আমরা কিছু ভুল করেছি। দ্বিতীয়ার্ধে আমার মনে হয় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আরও আগে নিতে পারতাম আমরা।" বার্সেলোনাকে দ্বিতীয় স্থানে তোলার পথে বড় অবদান রাখেন লামিন ইয়ামাল। ১৬ বছর বয়সী এই ফুটবলের গোলেই সোসিয়েদাদের বিপক্ষে এগিয়ে যায় দলটি। ৩৯তম মিনিটে ইলকাই গিনদোয়ানের কাছ থেকে বল পেয়ে আড়াআড়ি শটের চমৎকার ফিনিশিংয়ে তরুণ এই ফরোয়ার্ড বল পাঠান জালে। যোগ করা সময়ে স্পট কিক থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন রাফিনিয়া। ম্যাচ শেষে ইয়ামাল বললেন, এই জয়টি তাদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সামনের ম্যাচগুলোতেও জিততে চান তারা। "দ্বিতীয় স্থান পুনরুদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ ছিল এটা। আমাদের এটিকে নয় পয়েন্টের সপ্তাহে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমার্ধে রেয়াল খুব ভালো করেছে কিন্তু এরপর আমরা উন্নতি করতে পেরেছি। পুরো দলের মধ্যে দারুণ অনুভূতি ছিল।" ম্যাচের শুরুতে বার্সেলোনাকে বেশ ভালোই চেপে ধরেছিল সোসিয়েদাদ। নিজেদের গুছিয়ে নিতে একটু সময় লাগলেও শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারায় খুশি কোচ শাভি এর্নান্দেস। "রেয়ালের (সোসিয়েদাদ) বিপক্ষে খেলা সবসময়ই কঠিন। তারা বেশ সংগঠিত, আক্রমণাত্মক, তাদেরকে বিপদে ফেলতে পারবেন না।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পথে অ্যাস্টন ভিলা

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যাচ শুরু হতেই মারাত্মক এক ভুল করে বসেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস। সেই ধাক্কা অবশ্য দ্রুতই সামলে নেয় অ্যাস্টন ভিলা। খানিক বাদে আবারও এগিয়ে যায় লিভারপুল। বিরতির পরপর ব্যবধানও বাড়ায় তারা। কিন্তু, জমজমাট এই লড়াইয়ের সব রোমাঞ্চ যেন শেষটার জন্য তোলা ছিল। বদলির বদলি নেমে নায়ক হয়ে উঠলেন জন দুরান; তরুণ এই ফরোয়ার্ডের তিন মিনিটের দুই গোলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার আশা আরও জোরাল হলো অ্যাস্টন ভিলার। ভিলার মাঠে সোমবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৩-৩ গোলে ড্র হয়েছে। আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ার পর সমতা টানেন ইউরি তিয়েলেমান্স। পরে কোডি হাকপো ও জ্যারেল কোয়ানসার গোলে জয়ের সম্ভাবনা জোরাল হয় লিভারপুলের। কিন্তু, শেষ দিকে জোড়া গোলে সবকিছু পাল্টে দেন দুরান। এই ড্রয়ের পর ৩৭ ম্যাচে ২০ জয় ও আট ড্রয়ে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে ভিলা। তাদের চেয়ে ৫ পয়েন্ট কম নিয়ে পাঁচে টটেনহ্যাম হটস্পার। টটেনহ্যামের (১২) চেয়ে এখন পর্যন্ত গোল পার্থক্যেও বেশ শক্ত অবস্থানে ভিলা (২০); তাই অতি নাটকীয় কিছু না হলে শেষ রাউন্ডে হার এড়ালেই আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের টিকেট পেয়ে যেতে পারে উনাই এমেরির দল। শিরোপা লড়াই থেকে আগেই ছিটকে পড়া লিভারপুলের জন্য এই ম্যাচের ফল অবশ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে তারা। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে প্রতিপক্ষের প্রথম আক্রমণেই গড়বড় করে ফেলেন ভিলা গোলরক্ষক। মোহামেদ সালাহর সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন হার্ভি এলিয়ট, পাস বাড়ান সতীর্থের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মাঝপথে প্রতিপক্ষের একজনের গায়ে লেগে কিছুটা দিক পাল্টে যায়, আর তাতেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন মার্তিনেস। তার হাত ফসকে বল চলে যায় গোললাইন পেরিয়ে। ওই ধাক্কা ১০ মিনিটের মধ্যেই সামলে ওঠে ভিলা। বল পায়ে বাঁ দিক দিয়ে দারুণ এক আক্রমণ শাণান ওলি ওয়াটকিন্স, একাধিক খেলোয়াড়ের বাধা এড়িয়ে বাইলাইন থেকে কাটব্যাক করেন ইংলিশ এই ফরোয়ার্ড। আর ১৬ গজ দূর থেকে জোরাল শটে সমতা টানেন বেলজিয়ান মিডফিল্ডার তিয়েলেমান্স।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছাড়ছেন ভারানে

স্পোর্টস ডেস্ক : মৌসুম শেষে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে রাফায়েল ভারানের। এরপর ওল্ড ট্রাফোর্ড ছাড়বেন এই ফরাসি ডিফেন্ডার। এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছে ইউনাইটেড। বিবৃতিতে ভারানেকে তার সার্ভিসের জন্য ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের শুভকামনা জানিয়েছে ইংলিশ জায়ান্টরা। ২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ম্যান ইউনাইটেডে পাড়ি জমান ভারানে। ৩৪ মিলিয়ন ট্রান্সফার ফি'তে তাকে দলে ভেড়ায় রেড ডেভিলরা। এরপর এই ক্লাবের হয়ে খেলেন ৯৩ ম্যাচ। নিজে বিশ্বমানের ফুটবলার হলেও ইউনাইটেডের বাকিদের মতোই এ মৌসুমে ব্যর্থ হয়েছেন ভারানে। সবমিলিয়ে এই ক্লাবের হয়ে তিন মৌসুমে ৬০ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। যা মধ্যে গত মৌসুমে ইউনাইটেডের লিগে তৃতীয় হওয়ার পেছনে ভড় ভূমিকা ছিল

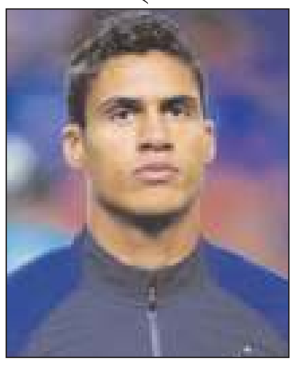

তার এবং আরেক ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেসের। পরবর্তীতে দুজেন ইনজুরিতে ছিটকে গেলে তার প্রভাব পড়ে ইউনাইটেডের খেলায়। ভারানে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে তিনবার লা লিগা এবং চার বার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন। এমন দুর্দান্ত সাফল্য সঙ্গী করে তিনি যোগ দেন ইউনাইটেডে, যখন প্রধান কোচ ছিলেন ওলে গানার সুলশার। পরে এরিক টেন হাগের অধীনে ফ্রান্স জাতীয় দলের সাবেক তারকা ভারানে ২০২৩ কারাবো কপা জেতার স্বাদ পান। আসরের ফাইনালে নিউক্যাসলকে হারায় ইউনাইটেড। ২০১৮ সালে ফ্রান্সের জার্সিতে বিশ্বকাপ জেতা ভারানে ২০২৩ সালের ফেব্রিয়ারিতে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেন।

ফাইনালের প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবছেন না কিংস কোচ

স্পোর্টস ডেস্ক : ইতোমধ্যেই স্বাধীনতা কাপ এবং প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা নিশ্চিত করেছে বসুন্ধরা কিংস। এবার তাদের সামনে ট্রেবল জয়ের হাতছানি। ফেডারেশন কাপের ফাইনালে নিশ্চিত করেছে তারা। যেখানে তাদের বাধা মোহামেডান। কিন্তু ফাইনালের প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবছেন না বসুন্ধরা কিংসের কোচ অস্কার ব্রুজোন। আজ গোপালগঞ্জের শেখ ফজলুল হক মনি স্টেডিয়ামে আবাহনীকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ফেডারেশন কাপের ফাইনাল নিশ্চিত করেছে কিংস। আসরের ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ মোহামেডান। স্বাধীনতা কাপেও মোহামেডানকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে কিংস। গত শনিবার (১১ মে) সাদা-কালোদের হারিয়েই শিরোপা নিশ্চিত হয়েছে তাদের। ফাইনালেও একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষেই লড়তে হবে। তবে কিংস কোচ অস্কার ব্রুজোনের লক্ষ্য এবার ঘরোয়া ট্রেবল জয় করা। তিনি বলেন, 'ফেডারশন কাপের সেমিফাইনালে) ছেলেরা ভালো খেলেছে।

পিএসজির শিরোপা উৎসব এমবাপ্পেকে ঘিরেই

স্পোর্টস ডেস্ক : পিএসজির জার্সিতে ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পের অধ্যায় শেষের দিকে। দুটি ম্যাচ বাকি থাকলেও ঘরের মাটি পার্ক দেস প্রিন্সেসে ক্লাবটির জার্সি গায়ে আর নামা হবে না ২০১৮ সালের বিশ্বকাপজয়ী এই তারকার। হোম গ্রাউন্ডে শেষটা জয় দিয়ে রাঙাতে পারলেন না এমবাপ্পে। গত পরশু রাতে লিগ ওয়ানের ম্যাচে তুলুজের বিপক্ষে ১টি গোল করলেও হার দেখতে হয়েছে ফুটবলের এই তারকাকে। এমবাপ্পের এক গোলের বিপরীতে প্রতিপক্ষ দিয়েছে ৩ গোল। ঘরের মাঠে বিদায়ি ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন এমবাপ্পের মা ফায়জা লামারি, ভাই ইথান এমবাপ্পে ও বাবা উইলফ্রেড এমবাপ্পে। সমর্থকদের সঙ্গে তারাও বিদায়ি মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখতে হাজির হয়েছিলেন পার্ক দেস প্রিন্সেসে। ২ ম্যাচ বাকি থাকলেও শিরোপা উদযাপন করতে ভুল করেনি পিএসজি। কারণ পরের দুটি ম্যাচ হবে প্রতিপক্ষের মাঠে। এমবাপ্পে সিক্ত হয়েছেন ভক্তদের ভালোবাসায়, ভেসেছেন স্লোগানে। আবার কেউ দুয়োও দিয়েছেন নিজ দেশের ক্লাব ছেড়ে যাওয়ার কারণে। হারের কারণে ভক্তরাও কিছুটা মর্মাহত হয়েছে। খেলোয়াড়রাও সেই হতাশা নিয়ে কথা বলেছেন। উসমান দেম্বেলে বলেছেন, 'জয় পেলে শিরোপা উদযাপনটা আরো ভালোভাবে করা যেত। কিন্তু নিজেদের মাঠে এত সমর্থকদের সামনে হারাটা খারাপ দেখাচ্ছে। এই কারণে উদযাপন কিছুটা হলেও ম্লান হয়েছে।' ম্যাচটিতে পিএসজির আলট্রাস সমর্থকরা বড় প্ল্যাকার্ডে লিখেছিলেন, 'প্যারিসের শহরতলীতে থেকে আপনি শিশু থেকে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন।' লুইস এনরিকে এমবাপ্পেকে নিয়ে বলেছেন, 'এমবাপ্পে ক্লাবের জন্য যা করেছে সেটি দুর্দান্ত এবং হৃদয়গ্রাহী। সে যুবক হলেও নিজেকে কিংবদন্তির পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এখানে কোনো সন্দেহ নেই। এখনো আমাদের কিছু খেলা বাকি রয়েছে। আমি তার ফুটবল ক্যারিয়ারের জন্য শুভকামনা জানাই। যেখানেই যাবে সে খুবই ভালো করবে।' দুয়ো ধ্বনি নিয়ে পিএসজি কোচ বলেছেন, 'আমি এমন কিছু শুনিনি। আমি কেবল সমর্থকদের স্লোগান শুনেছি। তাদের চিৎকার, উল্লাস ও আনন্দ দেখেছি। এটাই এমবাপ্পের প্রাপ্য। সমর্থকরা সবসময় অসাধারণ।' এমবাপ্পের

পাশাপাশি চলতি মৌসুমে পিএসজি ছাড়ছেন ৩৭ বছর বয়সী গোলরক্ষক কেইলর নাভাস। তারকা এই গোলরক্ষক সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'পার্ক দেস প্রিন্সেসে কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত অসাধারণ ছিল। এই স্টেডিয়ামে খেলা আমার জন্য সম্মানজনক ছিল। এখনো আমার অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তবে সুযোগ এসেছে বিদায় বলার।' তবে কোচ এনরিকে বলেছেন, 'আমি জানি না ঘরের মাটিতে এটাই তার শেষ ম্যাচ কিনা।

পাথিরানাকে নিয়ে আশাবাদী শ্রীলঙ্কা

স্পোর্টস ডেস্ক : চোট যেন পিছু ছাড়ছে না মাতিশা পাথিরানার। হ্যামেস্ট্রিংয়ের চোটে আইপিএল থেকে দেশে ফিরে গেছেন। এর আগে বাংলাদেশ সফরে পড়েছিলেন পেশির চোটে। বিশ্বকাপের আগে তাই পাথিরানাকে নিয়ে চিন্তিত শ্রীলঙ্কা। যদিও লঙ্কানদের ১৫ সদস্যের দলে আছেন এই তরুণ পেসার। শ্রীলঙ্কার প্রধান নির্বাচক উপুল থারাঙ্গা অবশ্য আশাবাদী বিশ্বকাপ শুরুর আগে সেরে উঠবেন পাথিরানা,ওহ্যাঁ, ডেথ ওভারে সে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বোলার (তার চোট ধাক্কা কি না)। আমাদের হাতে কিছুটা সময় আছে। আশা করছি টুর্নামেন্টের আগেই সে ফিট হয়ে যাবেৎ শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দলে পাথিরানা ছাড়াও পেস আক্রমণে আছেন নুয়ান থুশারা।

ফাইনালে বসুন্ধরা কিংস

স্পোর্টস ডেস্ক : স্বাধীনতা কাপের পর লিগ শিরোপাও ঘরে তুলেছে বসুন্ধরা কিংস। এবার আরও একটি ফাইনালে পা রেখেছে কিংসরা। এতে ট্রেবল জয়ের হাতছানি অস্কার ব্রুজনের শিষ্যদের। ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে আবাহনীকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে বসুন্ধরা কিংস। মঙ্গলবার গোপালগঞ্জের শেখ ফজলুল হক মনি স্টেডিয়ামে দুই ব্রাজিলিয়ান রবসন রবিনহো-ড্যারিয়েলটন ও ইব্রাহীমের গোলে আবাহনীকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে অস্কার ব্রুজনের শিষ্যরা। ফাইনালে তাদের সঙ্গী মোহামেডান। ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে খেলতে থাকে দুদল। গোলের সুযোগ পেয়েও বল জালে জড়াতে ব্যর্থ হয় আবাহনী। উল্টো ম্যাচের ২১ মিনিটে গোলের দেখা পায় বসুন্ধরা কিংস। ব্রাজিলিয়ান রবসন গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। ম্যাচে পিছিয়ে পড়ে গোল শোধে মরিয়া হয়ে খেলতে থাকে আবাহনী। বেশ কিছু আক্রমণ

করেও গোল করতে ব্যর্থ হয় আকাশী নীলরা। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় কিংসরা। বিরতি থেকে ফিরে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে সুন্দরা কিংস। ম্যাচের ৭১ মিনিটে আবারও গোলের দেখা পায় তারা। রাকিবের ক্রস থেকে হেডে বল জালে জড়ান ড্যারিয়েলটন। এই গোলেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় আবাহনী। এরপর গোলের বেশ কিছু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় তারা। ম্যাচের যোগ করা অতিরিক্ত সময়ে আবাহনীর কফিনে শেশ পেরেক মারেন বদলি নামা ইব্রাহীম। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলের জয়ে ফেড কাপের ফাইনালে পা রাখে বসুন্ধরা কিংস।

আইটি

ইউটিউবে সহজ হলো মনিটাইজেশন পদ্ধতি

আইটি ডেস্ক : বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বিনোদনের জন্য সকলেই কমবেশি নজর রাখেন ইউটিউবে। বহু মানুষ ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনও করেন। কিন্তু ইউটিউবে টাকা উপার্জন কিন্তু মোটেও সহজ নয়। তার জন্য বেশ কিছু কঠিন ধাপ পেরেতে হয়। যার ফলে অনেকেই চ্যানেল খুললেও খানিকটা হতাশ হয়েই মাঝ পথে বন্ধ করে দেন ভিডিও আপলোড। তাদের কথা ভেবেই মনিটাইজেশন পদ্ধতিতে কিছুটা সহজ করল ইউটিউব। বিষয়টা ঠিক কী? এতদিন ইউটিউব থেকে উপার্জন শুরু করার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু ধাপ পেরতে হত। পলিসি অনুযায়ী, যে কোনো চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা কমপক্ষে হতে হত ১০০০। এখানেই শেষ নয়, ওয়াচ আওয়ার হতে হত ৪০০০ ঘণ্টা। তবে ভিডিওতে ৪ হাজার ঘণ্টা ওয়াচ আওয়ার বা শর্টটে ১০ মিলিয়ন ভিউ হলেও চ্যানেলে মনিটাইজেশন হত। কিন্তু এই লক্ষ্য পূরণ করা নতুন চ্যানেলের জন্য অত্যন্ত কঠিন। সেই কথা চিন্তা করেই পদক্ষেপ করল ইউটিউব। এবার আর ১০০০ নয়, সাবক্রাইবারের সংখ্যা পাঁচশো হলেই চ্যানেল মনিটাইজেশন হবে। অর্থাৎ উপার্জন করতে পারবেন টাকা। তবে সেই সঙ্গে ওয়াচ আওয়ার হতে হবে ৩০০০ ঘণ্টা। তবে এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের ব্যবহারকারীরা এই সুযোগ পাবেন। তার মধ্যে আছে আমেরিকা, কানাডা, তাইওয়ান ও সাউথ কোরিয়া। ইউটিউবের এই সিদ্ধান্ত নতুন বা ছোট ক্রিয়েটারদের সাহায্য করবে বলেই মনে করছে সংস্থা। প্রসঙ্গত, ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে তার ভিডিও-এর ভিত্তিতেই যে উপার্জন হয় তা নয়। সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ব্যান্ডের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ। যার বিনিময়ে মোটা টাকা উপার্জন করেন ক্রিয়েটররা। বলা যায়, বর্তমান সময়ে উপার্জনের একটা বড় সুযোগ দিচ্ছে ইউটিউব।

আন্তর্জাতিকভাবে কাজ শুরু করেছে লিবরো এফ এম

আইটি ডেস্ক : অডিওবুকের জন্য রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল লিবরো এফ এম। এই অ্যাপটির মাধ্যমে অনেক বইয়ের অডিও ভার্সন শোনা যেত সহজেই। কিন্তু লিবরো এফ এম আন্তর্জাতিক পরিসরে আনানোর চাহিদা অনেকেরই ছিল। অনেক ছোটখাটো রিটেইল শপ তাহলে অডিওবুক বিক্রি করে টাকা আয় করতে পারবে। একথা চিন্তা করেই লিবরো এফ এম আন্তর্জাতিকভাবে তাদের কাজ শুরু করেছে। লিবরোতে প্রায় ২২০০ বুকশপ আছে আর ১৪৬টি বুকশপ আন্তর্জাতিক বুকশপ বলে স্বীকৃত। নতুন এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে কারণ রয়েছে। ২০২২ সালে প্ল্যাটফর্মটিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের ক্রেতা পাওয়া গেছে ২২ শতাংশ। আর তাই তারা এই প্লাটফর্মের সুবিধা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অ্যাপলের স্ক্রিন টাইম বাগ সেট করা প্রসঙ্গ

আইটি ডেস্ক : প্যারেনশিয়াল কন্ট্রোল থেকে অভিভাবকরা সন্তানদের ফোন ব্যবহারের ওপর সীমাবদ্ধতা দিতে পারে। মূলত তাদের সন্তান কতটুকু স্ক্রিন টাইম ব্যবহার করতে পারবে তা সেট করে দেওয়া যায়। কিন্তু অ্যাপলে স্ক্রিন টাইমে একটি বাগ থাকায় এই ফিচার কাজ করছে না। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে অ্যাপল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে এক প্রতিবেদনের পর অ্যাপলের নজরে আসে বিষয়টি। তারা স্বীকার করে নিয়েছে এই সমস্যাটির কারণে স্ক্রিন টাইমের বেশি সময় অ্যাপ ও গেমস ব্যবহার করছে অনেকে। প্যারেনশিয়াল কন্ট্রোল কাজ করছে না। অ্যাপলের স্ক্রিন টাইম সেটিংস একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় প্যারেনশিয়াল কন্ট্রোল। অভিভাবকরা এই সেটিংস ব্যবহার করে সন্তানের স্মার্ট ডিভাইসে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেন। সন্তান কতক্ষণ ও কোন সময় নির্দিষ্ট অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবে এবং তারা কি কি কন্টেন্টের এক্সেস পাবে তা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত বাবা-মা নির্ধারণ করে দিতে পারেন। অ্যাপল যদিও কোনো নির্ধারিত সময় দেয়নি তবে জানিয়েছে তারা এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। সম্প্রতি অ্যাপলের ১৬.৫ আপডেট আসার পর স্ক্রিন টাইম সেটিংস রিসেট বা সিংক না হওয়ার সমস্যার বিষয়টি সামনে উঠে এসেছে। তারা এই সমস্যার সমাধান করেছে বললেও অ্যাপলের ১৭ বেটা ভার্সনে এই সমস্যা রয়েছে এমন অভিযোগ অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। অর্থাৎ বাবা-মা এখন জাননেও না যে তাদের সন্তানরা স্ক্রিন টাইম সেটিংস এর নিষেধাজ্ঞার বাইরে ডিভাইস ব্যবহার করছে। তাদের পরিবারের সিদ্ধান্তেও প্রভাব পড়বে। সামান্য একটি বাগের জন্য। অ্যাপলের স্ক্রিনটাইম ইকোসিস্টেমের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। আর এই ইকোসিস্টেমে সমস্যা মানে এর সর্বব্যাপী প্রভাব রয়েছে।

মাস্কের রিব্রান্ড বিতর্ক যেন থামছেই না

আইটি ডেস্ক : টুইটারের নীল পাখি এখন অতীত। টুইটার মৃত এই ঘোষণা দিয়ে এখন প্লাটফর্মটির নাম দেওয়া হয়েছে এক্স ডট কম। মাস্কের এই রিব্রান্ড নিয়ে বিতর্ক যেন থামছেই না। বিতর্ক থেকে মাস্ক নিজেকে সরাতেও পারছেন না। তবে সম্প্রতি ধারণা করা হচ্ছে এক্স ডট কম সম্ভবত চীনের উইচ্যাটেরই একটি হুবহু নকল হতে পারে। উইচ্যাট সর্বপ্রথম হোয়াটস অ্যাপের বিকল্প হিসেবে চালু হয়। সেখানে চ্যাট আছে আবার মোমেন্ট ফিচার রয়েছে যা অনেকটা ফেসবুকের মতো। তাছাড়া ওয়ালেট হিসেবেও এটির একটি ব্যবহার রয়েছে। অধিকাংশ চীনে রিটেইলার আর দোকান উইচ্যাট পেমেন্ট গ্রহণ করে। ফলে উইচ্যাটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড লিংক করে নিতে পারে। সরকারি নানা সুবিধাও রয়েছে উইচ্যাটে। বাসাবাড়ির বিল দেওয়া, কোনো টিকেট কেনা, কোথাও বিনিয়োগ করা এমনকি ঋণের সুবিধাও রয়েছে এখানে। উইচ্যাট শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়। করোনাকালে উইচ্যাট অনেকের জন্য প্রধান ব্যবহারযোগ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। তবে এমন একটি অ্যাপের অসুবিধাও রয়েছে। এত সুবিধা দিতে গিয়ে অ্যাপটি প্রচুর স্টোরেজ দখল করে নেয়। ১০ জিবি যদি একটি অ্যাপ একাই দখল করে নেয় তাহলে তা ইতিবাচক কিছু তো নয়। আর তাছাড়া রাষ্ট্রীয় নীতি উইচ্যাটে ভালোভাবেই প্রয়োগ করার অভিযোগ ত রয়েছেই। উইচ্যাটে সরকারি সেন্সরশিপ এত বেশি যে সরকারের বিরুদ্ধে কেউ উইচ্যাটে কথা বলতে পারে না। আর চীনে বিবিসি, ফেসবুক এমনকি মাস্কের এক্স ডট কমও নিষিদ্ধ। উইচ্যাট নিয়ে এত আলোচনার প্রসঙ্গ মূলত মাস্কের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত। এক্স ডট কমের মধ্যেও অনেকটা উইচ্যাটের মতোই সুবিধা আনা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই নতুন ফিচার কি পশ্চিমা বিশ্বে সফলতা পাবে কি-না। উইচ্যাট এশিয়ায় সফলতা পাওয়ার একটি বড় কারণ সেখানে ওপেন ওয়েবের ব্যবহারকারী এমনিতেও ছিল কম। আর অবস্থাক্রমে তারা ওপেন ওয়েবের তুলনায় অ্যাপনির্ভর সুবিধাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। চীনের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা একটু দেরিতেই পেয়েছিল। আর এজন্যই তারা কম্পিউটারনির্ভর অ্যাপ্লিকেশনের বদলে স্মার্টফোননির্ভর।

তাই মাস্কের নতুন সিদ্ধান্ত অনেকটা উইচ্যাটের মতো প্লাটফর্ম বানানোর হলে তা সফল হবে কি-না এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। প্রশ্নও রয়ে যাচ্ছে, মাস্ক কি মূলত পশ্চিমা উইচ্যাট বানানোর দিকেই ঝুঁকছেন।

আপাতত সেটিই মনে হচ্ছে। টুইটারের প্রতিদ্বন্দ্বী আপাতত যেহেতু ভাবা যাচ্ছে না তাই রিব্রান্ডেড এক্স ডট কম আদতে কি হবে সেটি একটি চিন্তার বিষয়। সূত্র: বিবিসি

অ্যান্ড্রয়েডের কিছু ভার্সন আগস্ট থেকে আর চলবে না

আইটি ডেস্ক : গুগল জানিয়েছে অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট রয়েছে এমন ফোনগুলোতে আর সাপোর্ট দেবে না গুগল। এখন থেকে যেসব ফোনে অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট রয়েছে সেসব ফোনে আর কোনো সাপোর্ট পাওয়া যাবে না। ১০ বছর আগে ২০১৩ সালে অ্যান্ড্রয়েড ৪.৪ বা কিটক্যাট এনেছিল গুগল। বহু পুরাতন এই অপারেটিং সিস্টেমটিকে এবার বন্ধ করছে গুগল। আর বন্ধ করার জন্য তারা সব প্রস্তুতিই নিয়েছে। ২০২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত নতুন ও পুরনো মিলিয়ে সমস্ত অ্যান্ড্রয়েড সাপোর্টেড ফোনই গড়পড়তায় সর্বশেষ যে আপডেট পেয়েছিল তা হল অ্যান্ড্রয়েড ১১। যার কোডনেম রেড ভেলভেট কেক। বেশির ভাগ অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীর ফোনে এই অপারেটিং সিস্টেমটিই রয়েছে। তবে আশ্চর্যজনক একটি বিষয়ও সেই রিপোর্ট থেকে উঠে এসেছে, তা হল প্রায় ১৫ মিলিয়নেরও বেশি ডিভাইস রয়েছে যেগুলো এখনও অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট দ্বারা চালিত।

যদিও অ্যানড্রয়েডের অন্যান্য অপারেটিং ভার্সনগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে বিশ্বজুড়ে কিটক্যাট সাপোর্টেড ডিভাইসের সংখ্যা মাৎ ০.৫ শতাংশ। এই ব্যবহারকারীর সংখ্যা একেবারেই শূন্য করতে চাচ্ছে গুগল। তাই তারা ১ আগস্ট থেকে অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাটে সাপোর্ট দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

আসুস জেনফোন সিরিজের নতুন ফ্ল্যাগশিপ ফোনটিতে যা থাকছে

আইটি ডেস্ক : প্রযুক্তিপ্রেমীদের একের পর এক চমক দিয়ে যাচ্ছে তাইওয়ানের স্মার্টফোন টেক জায়ান্ট কোম্পানি আসুস। চলতি মাসের শুরুতে তাইওয়ানের ইলেকট্রনিক গ্যাজেট প্রস্তুতকারী সংস্থা আসুস তাদের আসুস রগ ফোন ৬ গেমিং স্মার্টফোনটি উন্মোচন করার পর এবার গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ করেছে নতুন আসুস জেনফোন ৯ হ্যান্ডসেটটি। কি কি নতুন ফিচার থাকছে জেনফোন সিরিজের নতুন এই ফ্ল্যাগশিপ ফোনটিতে চলুন জেনে নেয়া যাক। ডিসপ্লে: আসুস জেনফোন ৯ স্মার্টফোনটিতে থাকছে ৫.৯ ইঞ্চির সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে এবং স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট থাকছে ১২০ হার্জ। যার ফলে ব্যবহারকারীরা এই ফোনটি ব্যবহার করার সময় বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। ১০০% ডিসিআই-পিথ্রি কালার গ্যামেট, ১০-বিট কালার এবং ৪৪৫ পিপিআই পিক্সেল ডেন্সিটি সাপোর্ট থাকবে এই স্মার্টফোনটিতে। তবে, ডিসপ্লে প্যানেলের ওপরের বাম কোণে সেলফি ক্যামেরার জন্য একটি পাঞ্চ-হোল কাটআউট এবং এটির দুই পাশে পাতলা বেজেল দেখা যাবে। হার্ডওয়্যার: আসুস জেনফোন ৯ স্মার্টফোনটিতে চিপসেট হিসেবে থাকছে স্ন্যাপড্রাগন ৮ জেন ১ এবং জিপিইউ অ্যাড্রিনো ৭৩০। ৮ জিবি র‌্যামের সঙ্গে ১২৮ জিবি ইন্টারনাল ফোন স্টোরেজ অথবা, ১৬ জিবি র‌্যামের সঙ্গে ২৫৬ জিবি ইন্টারনাল ফোন স্টোরেজ সুবিধা পাবে ব্যবহারকারীরা। অ্যান্ড্রোয়েড ১২ ভার্সন সম্বলিত ফোনটিতে আরো থাকবে ৫জি সংযোগ, ব্লুটুথ ৫.২, ইউএসবি ৩.০, ওটিজি, টাইপ সি পোর্ট, ওয়াইফাই ৮, একটি ৩.৫ মিলিমিটারের জ্যাক, রিভার্স চার্জিং সুবিধা এবং ৩০ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড ৪,৩০০ মিলি অ্যাম্পিয়ারের শক্তিশালী ব্যাটারি বেকআপ। ক্যামেরা: আসুস জেনফোন ৯ স্মার্টফোনটিতে থাকছে ডুয়েল ক্যামেরা সেটাপ। যার মধ্যে একটি হবে ৬-অ্যাক্সিস হাইব্রিড গিম্বেল স্টেবিলাইজেশনসহ ৫০ মেগাপিক্সেলের সনি আইএমএক্স ৭৬৬ প্রাইমারি সেন্সর এবং অন্যটি হবে ১২ মেগাপিক্সেলের সনি আইএমএক্স ৩৬৩ আল্ট্রা-ওয়াইড সেন্সর আর ফ্রন্ট ক্যামেরায় থাকবে ১২ মেগাপিক্সেলের সনি আইএমএক্স ৬৬৩ একটি ওয়াইড সেন্সর। ভিডিও-র ক্ষেত্রে ২৪ ফ্রেম রেটে সর্বোচ্চ এইটকে রেজুলেশনে এবং ৬০ ফ্রেম রেটে ফোরকে রেজুলেশনে শ্যুট করা যাবে। এছাড়া, পোরট্রেইট মোড, এইচডিআর, স্লো মোশন ভিডিও এবং টাইমলেপস সুবিধা তো থাকবেই। মূল্য: আইপি৬৮ ধুলো এবং জল প্রতিরোধী রেটিং প্রাপ্ত আসুস জেনফোন ৯ স্মার্টফোনটির গ্লোবাল মার্কেটে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০০ ইউরো যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৭৮,০০০ টাকা।